Contents

৫ম বর্ষ
৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০০১

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৫ম বর্ষঃ	৩য় সংখ্যা
রামাযান ও শাওয়াল	১৪২২ হিঃ
অগ্রহায়ণ ও পৌষ	১৪০৮ বাং
ডিসেম্বর	২০০১ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **দরসে কুরআন** ০৩
- **প্রবন্ধঃ**
  - হালাল জীবিকা ইবাদত কবুলের আবশ্যিক শর্ত ১৪
    - মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
  - আল্লাহ্র পথে দা'ওয়াত ও উহার বাধাসমূহ ১৬
    - আহমাদ আব্দুল লতীফ নাছীর
  - প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ ১৭
    - আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
- **ছাহাবা চরিতঃ** ১৮
  - আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)
    - ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী
- **অর্থনীতির পাতাঃ** ২৩
  - বাংলাদেশে ইসলামী বীমাঃ সমস্যা ও আমাদের করনীয়
    - শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- **নবীনদের পাতাঃ** ২৮
  - মায়ের দুধ ও অন্যান্য দুধঃ কুরআন, সুন্নাহ ও আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে
    - ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাশীর
- **চিকিৎসা জগৎঃ** ৩২
  - অ্যানথ্রাক্স আতঙ্কঃ আপনার করণীয়
    - ডাঃ রিপন বেগ
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ** ৩৩
  - ভাগ্যের পরিহাস *- মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
  - কৃপণ ও নিঃস্ব *- মুহাম্মাদ খুরশিদ আলম*
- **কবিতা** ৩৪
- **সোনামণিদের পাতা** ৩৫
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৮
- **মুসলিম জাহান** ৪২
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
- **জনমত কলাম** ৪৪
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

এশিয়ার দুর্গের পতন। অতঃপর..

Citadel of Asia বা 'এশিয়ার দুর্গ' আফগানিস্তানের পতন হয়েছে আগ্রাসী আমেরিকার হাতে। গত শতাব্দীর শেষাংশে একবার তার পতন হয়েছিল রাশিয়ার হাতে। আর বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে পতন হ'ল আমেরিকার হাতে। দু'টি পতনেরই মূলে ছিল অর্থ ও পদলোভী দেশপ্রেমহীন আফগান নেতৃবৃন্দ। এক সময়কার রাশিয়ার পুতুল সরকার নূর মুহাম্মাদ তারাকী ও নাজীবুল্লাহদের পতনের পর আজ আবার জাতিসংঘের ছদ্মাবরণে মার্কিনীদের চাপিয়ে দেওয়া ২৯ সদস্যের অন্তর্বর্তীকালীন পুতুল সরকারের প্রধান হিসাবে পশতু নেতা আব্দুল হামীদ কারজাই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে ক্ষমতা নিয়ে তাদের মধ্যে শুরু হয়েছে তুমুল কোন্দল। তাজিক, উজবেক, শী'আ, মাসঊদ গ্রুপ, দোস্তাম গ্রুপ, পশতু নেতা পীর সৈয়দ আহমাদ গীলানী ও অন্য এক উপদল নেতা আবদুর রাসূল সাইয়াফের মধ্যে অন্তর্দলীয় দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করেছে। উত্তরাঞ্চলীয় জোট তালিবান মুক্তির পরে সেদেশে এখন আর কোন বিদেশী সৈন্য চাচ্ছে না। সম্প্রতি কান্দাহারে হামলাকারী আমেরিকান দু'টি বিমানকে লক্ষ্য করে কারা গুলী ছুঁড়ল, এখনো সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আমেরিকা হয়ত এবার উত্তরাঞ্চলীয় জোট নেতাদের পিছনে তাদের মধ্য থেকেই একটা বি-টীম সৃষ্টি করবে এদের জব্দ করার জন্য। এটা নিশ্চিত যে, কারজাই সরকার আফগানিস্তানে স্থিতিশীলতা আনতে পারবে না। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত এ জোটই ক্ষমতায় ছিল। তখন আপোষে মারামারির কারণে পুরা আফগানিস্তানের উপরে তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ৩২টি প্রদেশের প্রত্যেকটিতে এক বা একাধিক সরদার ও গোষ্ঠী বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করত। যাদের ব্যর্থতার কারণেই তালেবান নামীয় মাদরাসা ছাত্ররা প্রথমে নেতাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। তাতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে নিজেরা ক্ষমতা দখল করে এবং দেশের ৭০ ভাগ পশতু সমর্থিত এই মাদরাসা ছাত্ররা বিগত পাঁচ বছরে দেশের ৯৫ ভাগ এলাকার উপরে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। শী'আপন্থী 'হিযবে ওয়াহদাত' ও আহমাদ শাহ মাসঊদ গ্রুপের পিছনে ইরান ও রাশিয়ার মদদ না থাকলে দেশের বাকী অংশটুকুর উপরেও তারা অতি সহজে নিয়ন্ত্রণ লাভে সক্ষম হ'ত। এটা সত্য যে, তালিবানরা পরাজিত হয়ে নয়, বরং ইচ্ছাকৃতভাবে কাবুল ও কয়েকটি শহর থেকে সরে না গেলে এত দ্রুত আমেরিকার বিজয় আসতো না। শীর্ষস্থানীয় একটি তালিবান সূত্রের বর্ণনা মতে তারা যুদ্ধ কৌশল হিসাবে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছে। ৬ মাস তারা বর্তমান জোট সরকারকে সময় দেবে। তারপর তাদের বিশৃংখল অবস্থার সুযোগে পুনরায় ব্যাপক গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে কাবুল সহ সারা আফগানিস্তানে তাদের দখল কায়েম করবে। হার-জিত যাই বলুন, আমেরিকাসহ ইসলাম বিরোধী বিশ্বচক্র তাদের পরিকল্পনা মত এগিয়ে চলেছে। সন্ত্রাস দমনের নামে আফগানিস্তানের উপরে দখল কায়েম করে তারা আনবিক বোমার অধিকারী পাকিস্তানকে তার নিকটতম বন্ধু প্রতিবেশী ইসলামী আফগানিস্তান থেকে বঞ্চিত করেছে। এখনকার আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের সেফগার্ড বন্ধুরাষ্ট্র নয়। ফলে পাকিস্তানের চারদিক এখন শত্রু রাষ্ট্র দিয়ে ঘেরা। এরপরেই সন্ত্রাস দমনের নামে মার্কিনীরা হাত রাখবে কাশ্মীর উপত্যকায় ভারতের ঘাড়ে বন্দুক রেখে। ১৩ই ডিসেম্বর ভারতীয় পার্লামেন্টে হামলা চালিয়ে ১৩ জনকে হত্যা করে তারা তার প্রাথমিক মহড়া শুরু করেছে এবং সন্দেহভাজন উসামা বিন লাদেনের ন্যায় এখানেও যথারীতি দু'টি পাকিস্তান ভিত্তিক কাশ্মীরী মুজাহিদ গ্রুপকে সন্দেহ করা হয়েছে। এমনকি এখানেও ওসামার আল-কায়েদা গোষ্ঠীর হাত থাকতে পারে বলা হচ্ছে। অতএব এবার শুরু হবে প্রতিশোধের নামে প্রথমে কাশ্মীর ও পরে পাকিস্তান ধ্বংসের পালা। এমনকি সন্ত্রাসীরা আশ্রয় নিয়েছে এই সন্দেহ করে সোমালিয়া ও সূদানের উপরে এবং ইরাকের উপরেও মার্কিন হামলা আসন্ন বলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে।

অনেকেরই ধারণা পারভেজ মোশাররফ ইচ্ছাকৃতভাবে আমেরিকাকে সমর্থন দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি এতই সাদামাটা? বর্তমান পাকিস্তানের দ্বিতীয় ক্ষমতাধর জেনারেলের মতে তা নয়। ১১ই সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে হামলার দু'দিন পরে প্রথমে পররাষ্ট্র মন্ত্রী কলিন পাওয়েল ও দু'ঘন্টা পরে প্রেসিডেন্ট বুশ পাকিস্তানী প্রেসিডেন্টকে ফোন করে বলেন, আমরা আফগানিস্তানে হামলা করতে যাচ্ছি। পাকিস্তানের সাহায্য চাই। নইলে তাদের আনবিক স্থাপনা এবং কাশ্মীরের উপরে ঝুঁকি আসবে'। এমন ধমক খাওয়ার পরে ৩৭০০ কোটি ডলার ঋণের বোঝা বহনকারী পাকিস্তানী নেতা সঙ্গতকারণেই চুপসে যান। যদি বলি কাছাকাছি একই অবস্থা বাংলাদেশ সহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলির, তাহ'লে অনুমান সম্ভবতঃ মিথ্যা হবে না। কারণ সর্বত্র অর্থনৈতিক সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী তার সামরিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জাল বিস্তার করে চলেছে। পাকিস্তানী সমর্থন ব্যতিরেকে তালিবানরা এক ঘন্টা টিকে থাকতে পারবে না বলে একটা কথা চালু ছিল। যদি তাই-ই হয়, তাহ'লে পাকিস্তান, সঊদী আরব ও আরব-আমীরাত তাদের সমর্থন প্রত্যাহার ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পরেও তালেবানরা কেন আত্মসমর্পণ করেনি? কারণ যদি কেউ এটা বলেন যে, এটা তাদের ঈমানী জাযবা ও নিখাদ দেশপ্রেমের কারণেই সম্ভব হয়েছে, তাহ'লে এটাও পরিষ্কার যে, ঐ দু'টি বস্তু কখনোই নিঃশেষ হবার নয়। এই আগুন আফগানিস্তানের বর্তমান দখলদার শাসনকে একদিন জ্বালিয়ে দেবে। সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলিতেও তা জ্বলে উঠবে। দুনিয়াসর্বস্ব রাজনীতিকদের হিসাব-নিকাশ হয়তবা সেদিন সব মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে।

New world order বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা নামে বুশ-এর ঘোষিত নীতি মূলতঃ বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব সম্প্রসারণের অপকৌশল মাত্র। বর্তমানে আমেরিকা ও রাশিয়ার হাতে প্রায় ১২ হাযার মেগাটন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য মাথাপিছু বিস্ফোরণ বরাদ্দ হ'ল ৩ টন টিএনটি। গত শতাব্দীতে পৃথিবীর যেখানে যত যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ ও সন্ত্রাস ঘটেছে, প্রায় সবগুলিতেই মার্কিন অস্ত্র, অর্থ ও কূটনীতি মূল ভূমিকা পালন করেছে এবং সর্বত্র তার মূল লক্ষ্য থেকেছে সম্ভাবনাময় মুসলিম শক্তি বা শক্তি বলয়কে ভিতর ও বাহির থেকে দুর্বল অথবা ধ্বংস করে দেওয়া।

তৈল অস্ত্রের উদ্গাতা বাদশাহ ফায়ছালকে তারাই হত্যা করিয়েছে। ইসলামী পারমাণবিক বোমার উদ্গাতা যুলফিকার আলী ভুট্টোকে তারাই মেরেছে। পরবর্তীতে ইসলামী আফগানিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা যিয়াউল হক-কে তারাই সুকৌশলে হত্যা করেছে। সবকিছুই 'ওপেন সিক্রেট'। আজকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমনের নামে ভুখা-নাঙ্গা নিরীহ নিরপরাধ আফগানদের উপরে যুদ্ধের হিংস্রতা চাপিয়ে দিয়েছে তারা। ফিলিস্তীন ও কাশ্মীরেও তাদের হিংস্রতা প্রচণ্ড রূপ নিয়েছে। ফলে মুসলিম বিশ্ব এখন সন্ত্রাস থেকে মহাসন্ত্রাসের ভয়ে ভীত ও বিপন্ন। আমাদের নেতৃবৃন্দের বিলাস নিদ্রা ভঙ্গ হবে কি? আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন- আমীন! (স.স.)।

[কম্পিউটার হঠাৎ কম্পিউটার নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবং সম্পূর্ণ লেখা মুছে যাওয়ায় নতুনভাবে কম্পোজ করতে গিয়ে ডিসেম্বরের 'তাহরীক' বের হ'তে দেরী হয়ে গেল। এ অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য আমরা দুঃখিত। - সম্পাদক]

wRnv`I wKZvj

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ. وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ-

অনুবাদঃ তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে। অথচ তা তোমাদের জন্য কষ্টকর। বহু বিষয় এমন রয়েছে, যা তোমরা অপসন্দ কর। অথচ তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার বহু বিষয় এমন রয়েছে, যা তোমরা পসন্দ কর। অথচ তোমাদের জন্য তা ক্ষতিকর। বস্তুতঃ আল্লাহ (সবকিছু) জানেন এবং তোমরা জানো না' *(বাক্বারাহ ২১৬)*।

শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) كُتِبَ (কুতিবা) 'লিখিত হইয়াছে'। কুরআনী পরিভাষায় এর অর্থঃ فُرِضَ وَ أُثْبِتَ 'ফরয করা হইয়াছে' বা নির্ধারিত করা হইয়াছে। যেমন كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ 'তোমাদের উপরে ছিয়াম ফরয করা হইয়াছে' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*। كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ 'তোমাদের উপরে হত্যার বদলে হত্যাকে ফরয করা হইয়াছে' *(বাক্বারাহ ১৭৮)*। তবে এর অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, বিষয়টি পূর্ব হ'তেই 'লওহে মাহফূযে' নির্ধরিত ছিল, যা পরে 'অহি' মারফত উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার উপরে ফরয হিসাবে নাযিল করা হয়েছে'।[১]

(২) اَلْقِتَالُ (ক্বিতাল) 'পরস্পরে যুদ্ধ করা'। বাবে মুফা'আলাহ্র অন্যতম মাছদার। (খ) 'প্রতিরোধ করা' যেমন মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিস্বরূপ হাদীছে বলা হয়েছে قَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ 'ওকে প্রতিরোধ কর। কেননা ওটা শয়তান'। (গ) 'লা'নত করা' যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُوْنَ 'আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন, ওরা কোন্ উল্টা পথে চলেছে? *(তাওবাহ ৩০)*। (ঘ) 'বিস্মিত হওয়া ও প্রশংসা করা' যেমন বলা হয়ে থাকে قَاتَلَهُ اللهُ مَا أَفْصَحَهُ 'আল্লাহ ওকে ধ্বংস করুন, কতই না সুন্দরভাষী সে'।

(৩) كُرْهٌ (কুরহুন) 'কষ্টকর'। ইবনু 'আরাফাহ বলেন, اَلْكُرْهُ المشقة والكَرْهُ بالفتح ما أُكرِهْتَ عليه 'আল-কুরহু' অর্থঃ কষ্ট এবং 'আল-কারহু' অর্থঃ যে বিষয়ে যবরদস্তি করা হয়েছে'। কুরতুবী বলেন, هذا هو الاختيار এ মতটিই পসন্দনীয়।[২] জমহূর বিদ্বানগণ এর অর্থ করেছেন, اَلكره الطبيعي والمشقة 'স্বভাবগত অপসন্দ ও কষ্ট'। এটি সন্তুষ্টি ও সমর্থনের বিরোধী নয় বা কষ্ট সহ্য করার আগ্রহের বিরোধী নয়। কেননা জিহাদের বিষয়টি আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর অন্তর্ভুক্ত এবং এর মধ্যেই রয়েছে দ্বীনের হেফাযতের গ্যারান্টি'। সৈয়দ রশীদ রিযা বলেন, কেউ কেউ জিহাদকে মুশকিল বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন। অথচ মুমিনগণ এটাকে কিভাবে অপসন্দ করতে পারে? যে বিষয়টি আল্লাহ তাদের উপরে ফরয করেছেন এবং এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাদের সৌভাগ্য। তবে হ্যাঁ, এটি স্বভাবগত অপসন্দের বিষয়াবলীর মধ্যে গণ্য হ'তে পারে, যার মধ্যে তার জন্য উপকার ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন তিক্ত ঔষধ সেবন, ইনজেকশন গ্রহণ ইত্যাদি'।

'তাছাড়া ছাহাবীগণ যুদ্ধ-বিগ্রহকে স্বভাবগতভাবেও অপসন্দ করতেন না। কেননা তাঁরা এতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ বিষয়টি খেয়াল করেছিলেন যে, তাঁরা ছিলেন অধিকাংশ মুহাজির এবং সংখ্যায় নিতান্তই অল্প। মুশরিকদের মুকাবিলায় দুনিয়াবী শক্তির ভারসাম্যহীনতার কারণে তাঁরা ধ্বংস হয়ে যেতে পারেন। ফলে যে 'হক্ব' তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছেন ও কবুল করেছেন এবং যে হক-এর প্রতি তাঁরা মানুষকে দা'ওয়াত দিচ্ছেন ও যার সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাঁরা কামনা করছেন, সেটুকু অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। এতদ্ব্যতীত তাঁদের নিকটে আরেকটি চিন্তার বিষয় ছিল, সেটি হ'লঃ তাঁরা ছিলেন শান্তি ও মানবকল্যাণের অভিসারী। সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত হ'লে উক্ত শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হবে এবং এতে লোকদের সামগ্রিকভাবে ইসলামে প্রবেশে বাধার সৃষ্টি হবে। আল্লাহ বলেন, 'আমিই মাত্র জানি, তোমরা জানোনা'। অর্থাৎ শান্তির অবস্থায় সকল মানুষ ইসলামে প্রবেশ করবে- এই ধরনের অনুমান বাতিল। কেননা লোকদের মধ্যে বহু দুষ্ট চরিত্রের লোক রয়েছে। এই লোকদেরকে সমাজদেহ থেকে উৎখাত করা সুস্থ দেহ থেকে দুষিত রক্ত বের করে দেওয়ার শামিল।

১. তাফসীরে কুরতুবী ২/২৪৪-২৪৫।

২. কুরতুবী ৩/৩৮।

অতএব এই যুদ্ধ বা জিহাদ তোমাদের জন্য নিঃসন্দেহে কল্যাণকর'।[৩]

৩. আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

২য় হিজরী সনে মদীনায় অবতীর্ণ অত্র আয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের উপরে প্রথম 'জিহাদ' ফরয করা হয়। অত্র আয়াতে 'ক্বিতাল' শব্দ বলা হ'লেও সূরা তাওবাহ ৪১ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে 'জিহাদ' শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। যার মাধ্যমে সাময়িকভাবে শুধু 'যুদ্ধ' নয়, বরং মুশরিক ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জান-মাল দিয়ে সর্বদা সর্বাত্মকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। সেকারণ 'জিহাদ' শব্দটি ব্যাপক প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং 'ক্বিতাল' শব্দটি বিশেষভাবে 'সশস্ত্র যুদ্ধ' হিসাবে গণ্য হয়। 'জিহাদ' শান্তি ও যুদ্ধ সকল অবস্থায় প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে 'ক্বিতাল' কেবল যুদ্ধাবস্থায় প্রযোজ্য। 'জিহাদ' বললে দু'টিই বুঝায়। 'ক্বিতাল' বললে স্রেফ 'যুদ্ধ' বুঝায়। যদিও দু'টি শব্দ অনেক সময় সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে ইসলামী পরিভাষায় 'জিহাদ' শব্দটিই অধিক প্রচলিত ও অধিক গ্রহণীয়।

'জিহাদ' جُـهْدٌ 'জুহদুন' ধাতু হ'তে উৎপন্ন, যার অর্থঃ কষ্ট ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। جَـاهَدَ يُجَـاهِدُ مُجَـاهَدَةً وجِـهَادًا اذا استفرغ وسعه وبذل طاقته وتحمل المشاق فى مقاتلة العدو ومدافعته (فقه السنة ٣/٨٢) অর্থাৎ যখন কেউ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই ও প্রতিরোধের জন্য তার চূড়ান্ত শক্তি ও ক্ষমতা ব্যয় করে ও কষ্টসমূহ সহ্য করে, তাকে আভিধানিক অর্থে 'জিহাদ' বলে'। ইসলামী পরিভাষায় 'জিহাদ' অর্থঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহ্র দ্বীনকে সর্বতোভাবে বিজয়ী করার স্বার্থে বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা'। 'জিহাদ' শব্দটি পারিভাষিক অর্থেই অধিক প্রচলিত। মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, 'কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা অথবা মাল দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, বিপুল জন সমাবেশ দ্বারা কিংবা অন্য কোন পন্থায় কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সাহায্য করা'। তিনি বলেন, জিহাদ হ'ল 'ফরযে কিফায়াহ'। কেউ সেটা করলে অন্যের উপর থেকে দায়িত্ব নেমে যায়।[৪] ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, الجهاد شرعًا بذل الجهد فى قتال الكفار 'শারঈ পরিভাষায় জিহাদ হ'লঃ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা। এর দ্বারা নফ্স, শয়তান ও ফাসিকদের বিরুদ্ধে জিহাদকেও বুঝানো হয়'।[৫]

আল্লাহ বলেন, اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ– 'যুবক হও বৃদ্ধ হও, একাকী হও বা দলবদ্ধভাবে হও তোমরা বেরিয়ে পড় এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কর' *(তাওবাহ ৪১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ وَ اَلْسِنَتِكُمْ 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।[৬] ইমাম কুরতুবী বলেন, কুরআন ও হাদীছে মালের কথা আগে বলা হয়েছে। তার কারণ 'জিহাদ' সংঘটনের জন্য প্রথমেই মালের প্রয়োজন হয়ে থাকে।[৭]

জিহাদের উদ্দেশ্যঃ

ইসলামে 'জিহাদ' স্রেফ আল্লাহ্র জন্য হয়ে থাকে, দুনিয়ার জন্য নয়। যদি নিয়তের মধ্যে খুলূছিয়াত না থাকে এবং ব্যক্তি স্বার্থ বা অন্য কোন দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে আল্লাহ্র দরবারে সেটা জিহাদ হিসাবে কবুল হবে না। যুদ্ধাবস্থায় তার মৃত্যু হ'লেও ত্রুটিপূর্ণ নিয়তের কারণে ঐ ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা হ'তে বঞ্চিত হবে। আবার শহীদ হওয়ার খালেছ নিয়তের কারণে যুদ্ধে শহীদ না হ'য়েও অনেকে শহীদের মর্যাদা পাবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে, হযরত আবুবকর, হযরত খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ) প্রমুখ। উক্ত মর্মে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কেননা 'নিয়ত' হ'ল আমলের রূহ স্বরূপ। নিয়ত বিহীন আমল রূহ বিহীন মৃত লাশের ন্যায়। আল্লাহ্র কাছে ঐ আমলের কোন গুরুত্ব নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَ ابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُهُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ আমল কবুল করেন না, যা স্রেফ তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে না হয়'।[৮]

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে রাসূল! কেউ যুদ্ধ করে গণীমত লাভের জন্য, কেউ যুদ্ধ করে খ্যাতি অর্জনের জন্য, কেউ যুদ্ধ করে তার পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। তাহ'লে কে সত্যিকারভাবে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে? জবাবে

৩. রশীদ রিযা, মুখতাছার তাফসীরুল মানার ২/১৮৬-১৮৭ সার-সংক্ষেপ।
৪. মিরক্বাত শারহু মিশকাত ৭/২৬৪ 'জিহাদ' অধ্যায়।
৫. ফাৎহুল বারী ৬/৫ পৃঃ 'জিহাদ' অধ্যায়।
৬. আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত ২/৩৮২১ 'জিহাদ' অধ্যায়।
৭. তাফসীরে কুরতুবী ৮/১৫৩।
৮. আবুদাঊদ, নাসাঈ, আলবানী ছহীহ আবুদাঊদ হা/ ২৯৪৩।

রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ 'যে ব্যক্তি লড়াই করে এজন্য যে, আল্লাহ্র কালেমা সমুন্নত হৌক, সে ব্যক্তিই কেবল আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে'।[৯]

সাহ্ল বিন হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَ اِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে খালেছ অন্তরে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌঁছে দেন, যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে'।[১০]

একদা এক খুৎবায় ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, কেউ যুদ্ধে নিহত হ'লে বা মারা গেলে তোমরা বলে থাক 'অমুক লোক শহীদ হয়ে গেছে'। তোমরা এরূপ বলো না। বরং ঐরূপ বল যেরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, مَنْ مَاتَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যু বরণ করল কিংবা নিহত হ'ল, সেই ব্যক্তি শহীদ'।[১১]

অন্য হাদীছে এসেছে, যে (মুমিন) ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার জন্য নিহত হ'ল, সে শহীদ হ'ল।[১২] যে ব্যক্তি নিজের পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হ'ল, সে শহীদ হ'ল'।[১৩] যে ব্যক্তি স্বীয় জীবন রক্ষার্থে প্রাণ হারায়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন রক্ষার্থে প্রাণ হারায়, সে শহীদ।[১৪]

অন্য হাদীছে এসেছে, আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত ব্যক্তি ছাড়াও আরও সাত জন শহীদ রয়েছে। তারা হ'লঃ (১) মহামারীতে মৃত (মুমিন) ব্যক্তি (২) পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি (৩) 'যাতুল জাম্ব' নামক কঠিন রোগে মৃত ব্যক্তি (৪) কলেরা বা অনুরূপ পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি (৫) আগুনে পুড়ে মৃত ব্যক্তি (৬) ভূমি ধ্বসে মৃত ব্যক্তি ও (৭) সন্তান প্রসব কালে মৃত মহিলা'।[১৫]

উল্লেখ্য যে, ঐ সকল ব্যক্তি আখেরাতে শহীদের নেকী পাবেন। যদিও দুনিয়াতে তাদের গোসল ও জানাযা করা হবে। শহীদ গণ তিন শ্রেণীরঃ (১) যারা দুনিয়া ও আখেরাতে শহীদ। এঁরা হ'লেন, কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত মুমিন ব্যক্তি (২) আখেরাতে শহীদ। তারা হ'লেন উপরে বর্ণিত অন্যান্য শহীদগণ (৩) দুনিয়াতে শহীদ, আখেরাতে নয়। তারা হ'লঃ যুদ্ধের ময়দানে গণীমতের মাল আত্মসাৎকারী অথবা পলায়ণপর অবস্থায় নিহত ব্যক্তি'।[১৬]

পরস্পরে মারামারি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ মানুষ ও পশু-পক্ষী সকল প্রাণীর স্বভাবজাত বিষয়। স্ব স্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য মানুষ পরস্পরে যুদ্ধ করে। ধর্মীয় স্বার্থে হ'লে তখন সেটা ধর্মযুদ্ধে পরিণত হয়। সেকারণ প্রত্যেক ধর্মেই যুদ্ধ একটি স্বীকৃত বিধান। ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ দ্বীন। যা সকল মানুষের কল্যাণে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই ইহুদী-নাছারা সহ সকল এলাহী ধর্ম এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সহ সকল মানবরচিত ধর্ম এখন মানসূখ বা হুকুমরহিত হিসাবে গণ্য। তাই এসব ধর্ম রক্ষার জন্য লড়াই করাকে 'জিহাদ' বলা হবে না। বরং ঐসব ধর্মের অনুসারীদের হামলা থেকে ইসলামকে রক্ষা করার চূড়ান্ত প্রচেষ্টাকেই 'জিহাদ' বলা হবে। ইসলামে জিহাদ বা যুদ্ধ বিধান সম্পূর্ণরূপে দ্বীনের নিরিখে রচিত। এই বিধান সর্বব্যাপী ও সার্বজনীনভাবে কল্যাণময়। স্থান-কাল ও পাত্র বিবেচনায় এই বিধানের সুনির্দিষ্ট প্রয়োগবিধি রয়েছে। নিম্নের আলোচনায় তা ফুটে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলামে জিহাদের বিধান

২৩ বছরের নবুঅতী জীবনের প্রথম ১৩ বছর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় অবস্থান করেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সশস্ত্র জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং তাঁকে প্রতিকূল পরিবেশে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্র দ্বীনের পথে আহ্বানের নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁর সম্প্রদায় যখন তাঁর আহ্বানের মধ্যে বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা চিরাচরিত রীতি ও সংস্কৃতির বিরোধী বক্তব্য দেখতে পেল, তখন তাঁর বিরুদ্ধে তারা খড়্গহস্ত হয়ে উঠলো এবং তাঁর উপরে নানাবিধ নির্যাতন শুরু করে দিল। এই সময় রাসূলকে বলা হয় اُدْعُ اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ 'তুমি আহ্বান কর মানুষকে তোমার প্রভুর পথে হিকমতের সাথে ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সর্বাধিক সুন্দর পন্থায়' *(নাহল ১২৫)*। বলা হয়,

---

৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮১৪ 'জিহাদ' অধ্যায়।*
১০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৮ 'জিহাদ' অধ্যায়।*
১১. *আহমদ প্রভৃতি, হাদীছ 'হাসান'; ফাৎহুলবারী 'জিহাদ' অধ্যায় ৭৭ অনুচ্ছেদ, ৬/১০৫-১০৬।*
১২. *বুখারী হা/২৪৮০ 'মাযালিম' অধ্যায়; মুসলিম হা/২২৬ 'ঈমান' অধ্যায়।*
১৩. *আহমাদ, তিরমিযী; তিরমিযী হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৯১।*
১৪. *ছহীহ তিরমিযী হা/১১৪৮ 'দিয়াত' অধ্যায়।*
১৫. *আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৯০; ফাৎহুল বারী হা/২৮২৯ 'জিহাদ' অধ্যায় ৩০ অনুচ্ছেদ।*
১৬. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৯১।*

ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ 'আপনি মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিরোধ করুন' *(মুমিনূন ৯৬)*। বলা হ'ল, فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ– 'তাহ'লে আপনার ও আপনার শত্রুর মধ্যে অবস্থা এমন দাঁড়াবে, যেন সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু' *(হা-মীম সাজদাহ ৩৪)*।

মক্কী জীবনে মন্দকে মন্দ দ্বারা, অস্ত্রকে অস্ত্র দ্বারা মুকাবিলা করার নির্দেশ আল্লাহপাক স্বীয় রাসূলকে দেননি। এই সময় তাঁকে কুরআন দ্বারা, সুন্নাহ দ্বারা, দলীল ও উপদেশ দ্বারা বাতিলপন্থী মন্দশক্তিকে মুকাবিলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং এটাকেই 'বড় জিহাদ' হিসাবে উল্লেখ করে বলা হয়েছিল- فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا– 'আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না। বরং তাদের সাথে কুরআন দ্বারা বড় জিহাদে অবতীর্ণ হৌন' *(ফুরক্বান ৫২)*। কুরআন ও কুরআনের বাহক রাসূল ও তাঁর অনুসারীদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে কাফেররা মানসিক নিপীড়ন করতে থাকলে আল্লাহ বলেন, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ. 'যখন আপনি তাদেরকে আমার আয়াত সমূহ নিয়ে খেল-তামাশায় লিপ্ত দেখবেন, তখন আপনি তাদের কাছ থেকে সরে যাবেন। যেপর্যন্ত না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়' *(আন'আম ৬৮)*। আরো বলা হয়েছে, فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتَّى يُلَاقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ– 'তাদেরকে ছিদ্রান্বেষণ ও খেল-তামাশায় ছেড়ে দিন সেই দিবসের (ক্বিয়ামতের) সাক্ষাৎ পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদেরকে করা হয়েছে' *(যুখরুফ ৮৩, মা'আরিজ ৪২)*। মক্কী যিন্দেগীতে সাধারণ মুসলমানদের সামাজিক জীবন ও চলাফেরা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا– 'দয়ালু আল্লাহ্র সত্যিকারের বান্দা তারাই যারা ভূপৃষ্ঠে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা যখন তাদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে 'সালাম' *(ফুরক্বান ৬৩)*। এই সময় কাফেরদের ক্ষমা করার উপদেশ দিয়ে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ 'আপনি তাদেরকে সুন্দরভাবে ক্ষমা করুন' *(হিজর ৮৫)*। সাধারণ মুসলমানদেরকেও একই রূপ পরামর্শ দিয়ে বলা হয়, قُلْ لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ أَيَّامَ اللهِ– 'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন ঐসব লোকদের ক্ষমা করে দেয়, যারা আল্লাহ্র দিবস সমূহ কামনা করে না' (অর্থাৎ ক্বিয়ামতের বিষয় সমূহে বিশ্বাস করে না) *(জাছিয়াহ ১৪)*। উপরে বর্ণিত আয়াতগুলির সবই মাক্কী। এইরূপে হজ্জ ৩৯ আয়াত নাযিলের পূর্বে ৭০-এর অধিক আয়াতে মক্কী জীবনে যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল'।[১৭]

উপরের আলোচনায় মক্কী জীবনে জিহাদের প্রকৃতি ফুটে উঠেছে। প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে সেখানে দ্বীনের দাওয়াতকে খুবই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে জনগণের নিকটে পেশ করতে হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যখন কুফরী শক্তি ঈমানদারগণকে বরদাশত করতে পারলো না, বরং তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল এবং অবশেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল, তখন আল্লাহ্র নির্দেশে তিনি মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন *(আনফাল ৩০)*। যেখানে পূর্ব থেকেই অন্ততঃ ৭৫ জন লোক তাঁর হাতে বায়'আত করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ও তাঁর জানমালের নিরাপত্তা দানে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলেন। তাছাড়া মুছ'আব বিন 'ওমায়ের (রাঃ) সেখানে পূর্ব থেকেই দ্বীনের প্রচারে লিপ্ত ছিলেন ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিপুলভাবে সমাদৃত হন এবং জনসমর্থন ও শক্তি অর্জনে সমর্থ হন। ফলে এখানে যখন ২য় হিজরীতে মক্কার কাফেররা হামলা চালায়, তখন আর তাঁকে পূর্বের মক্কী জীবনের ন্যায় ছবর ও ক্ষমা করার নির্দেশ না দিয়ে বরং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।

আল্লাহ বলেন, قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا. إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ– 'তোমরা যুদ্ধে লিপ্ত হও আল্লাহ্র রাস্তায় ঐসব লোকদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তবে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ১৯০)*।[১৮] অতঃপর সাধারণ ভাবে সকল মুশরিক ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রথম অনুমতি দেওয়া হয় ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা হজ্জ ৩৯-৪০-য়ে বর্ণিত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে'।[১৯] অবশ্য ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখাৎ হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, যে রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন, সেদিন আবুবকর (রাঃ) দুঃখ করে বলেছিলেন, أَخْرَجُوْا نَبِيَّهُمْ. لَيُهْلِكُنَّ

১৭. *মা'আরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত), পৃঃ ৯০৩।*
১৮. *কুরতুবী ২/৩৪৭, শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর ১/১৯০।*
১৯. *কুরতুবী ২/৩৪৭।*

'তারা তাদের নবীকে বের করে দিল। অবশ্যই তারা ধ্বংস হবে'। তখন সূরা হজ্জ-এর ৩৯ আয়াত নাযিল হয়, أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ– 'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হ'ল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম'। 'যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা 'আল্লাহ'। যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে আরেক দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ'লে দুনিয়াত্যাগী নাছারাদের বিশেষ উপাসনালয়, সাধারণ উপসনালয়, ইহুদীদের উপাসনালয় ও মুসলমানদের মসজিদ সমূহ; যে সকল স্থানে আল্লাহ্র নাম অধিক হারে স্মরণ করা হয়, সবই বিধ্বস্ত হয়ে যেত। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করেন, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালী' *(হজ্জ ৩৯-৪০)*। নাসাঈ ও তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন। কুরতুবী বলেন, হাদীছটি একাধিক রাবী সাঈদ বিন জুবায়ের (রাঃ) থেকে 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সেখানে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নাম নেই।[২০] সম্ভবতঃ এসব কারণে কুরতুবী 'জিহাদের প্রথম অনুমতির আয়াত' হিসাবে সূরা হজ্জ-এর ৩৯-৪০ আয়াতটির চাইতে সূরায়ে বাক্বারাহ ১৯০ আয়াতকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন الأول اكثر 'প্রথম মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য'।[২১] ইমাম শাওকানীও প্রথম মত অর্থাৎ সূরা বাক্বারাহ্র ১৯০ আয়াতকেই 'জিহাদের প্রথম অনুমতির আয়াত' বা آية الاذن فى القتال হিসাবে গণ্য করেছেন এবং পরের মতটিকে قِيْلَ (কথিত হয়েছে') বলে উল্লেখ করেছেন।[২২] ইবনু কাছীর স্বীয় তাফসীরে দ্বিতীয় মতটির কথা উল্লেখই করেননি।[২৩]

সূরা বাক্বারাহ ২১৬ আয়াতের তাফসীরে সৈয়দ রশীদ রিযা-এর আলোচনার পাদটীকায় শায়খ মুহাম্মাদ আহমাদ কিন'আন বলেন, মক্কী জীবনে 'ক্বিতাল' বা যুদ্ধের অনুমতি ছিল না। হিজরতের পরে অনুমতি দেওয়া হয়। অতঃপর অত্র আয়াতের মাধ্যমে তা 'ফরয' করা হয়।[২৪]

কোন ধরনের ফরয

বিদ্বানগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের উপরে চিরকালের জন্য ফরয। ইবনু আত্বিইয়াহ বলেন, এ বিষয়ে উম্মতের 'ইজমা' বা ঐক্যমত রয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার উপরে জিহাদ 'ফরযে কিফায়াহ'। তাদের কোন দল উক্ত দায়িত্ব পালন করলে বাকীদের উপর থেকে দায়িত্ব নেমে যায়। তবে যখন শত্রু ইসলামী সীমানায় অবতরণ করে, তখন প্রত্যেক মুসলমানের উপরে জিহাদ 'ফরযে আয়েন' হয়ে যায়।[২৫] আত্বা ও ছাওরী বলেন, 'জিহাদ' ইচ্ছাধীন বিষয়। তাঁরা সূরা নিসা ৯৫ আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করেন। যেখানে জিহাদকারী ও বসে থাকা সকল মুমিনকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। যুহরী ও আওযাঈ বলেন, আল্লাহ পাক জিহাদকে সকল মুসলমানের উপরে ফরয করেছেন, তারা যুদ্ধ করুক বা বসে থাকুক। যে ব্যক্তি যুদ্ধ করল, সে যথার্থ করল ও আশীষপ্রাপ্ত হ'ল। আর যে ব্যক্তি বসে রইল, সেও গণনার মধ্যে রইল। যদি তার নিকটে সাহায্য চাওয়া হয়, তাহ'লে সে সাহায্য করবে। আর যদি যুদ্ধে বের হওয়ার আহ্বান জানানো হয়, তাহ'লে যুদ্ধে বের হবে। আর যদি তাকে আহ্বান না জানানো হয়, তাহ'লে বসে থাকবে।[২৬] ইবনু কাছীর শেষোক্ত মতে সমর্থন করে বলেন, সেকারণেই ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ نِفَاقٍ– 'যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ জিহাদ করল না। এমনকি জিহাদের কথা মনেও আনলো না, সে ব্যক্তি মুনাফেকীর একটি শাখার উপরে মৃত্যু বরণ করল'।[২৭] অনুরূপভাবে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোষণা করেন, لاَهِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا– 'মক্কা বিজয়ের পরে আর হিজরত নেই। কিন্তু জিহাদ ও তার নিয়ত বাকী রইল। যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য বের হওয়ার আহ্বান জানানো হবে, তখন তোমরা বের হবে'।[২৮] আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً، فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ– 'আর সমস্ত মুমিনের জন্য জিহাদে বের হওয়া সঙ্গত নয়।

২০. *কুরতুবী ১২/৬৮।*
২১. *কুরতুবী ২/৩৪৭।*
২২. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/১৯০।*
২৩. *তাফসীর ইবনু কাছীর ১/২৩৩।*
২৪. *ঐ টীকা, মুখতাছার তাফসীরুল মানার ১/১৮৬।*
২৫. *কুরতুবী ৩/৩৮।*
২৬. *মুখতাছার তাফসীরুল বাগাভী ১/৭৭।*
২৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১৩ 'জিহাদ' অধ্যায়।*
২৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮ 'হারামে মক্কা ও তার নিরাপত্তা' অনুচ্ছেদ, 'মানাসিক' অধ্যায়; তাফসীর ইবনু কাছীর ১/২৫৯।*

অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য কেন বের হ'ল না? যাতে তারা ফিরে এসে স্ব স্ব গোত্রকে সাবধান করতে পারে এবং যাতে তারা নিজেরাও বাঁচতে পারে? *(তওবাহ ১২২)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হোযায়েল গোত্রের লেহইয়ান উপদলের বিরুদ্ধে একটি সেনাদল পাঠানোর সময় বলেন, প্রতি দু'জনের মধ্যে একজনকে পাঠাবে। কিন্তু নেকী দু'জনের মধ্যে বন্টিত হবে'।[২৯] তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই মদীনাতে এমনকিছু লোক রয়েছে যারা তোমাদের সঙ্গে অভিযানে বের হয়নি বা কোন ময়দান অতিক্রম করেনি। অথচ তারা তোমাদের ন্যায় নেকীর হকদার। ছাহাবীগণ বললেন, এরূপ লোক কি মদীনাতে আছে? রাসূল (ছাঃ) তারা মদীনাতেই আছে। বিভিন্ন ওযর তাদেরকে আটকে রেখেছিল।[৩০] সাইয়িদ সাবিক্ব বলেন, এর কারণ এই যে, যদি জিহাদ প্রত্যেকের উপরে ফরয করা হ'ত, তাহ'লে মানুষের দুনিয়াবী শৃংখলা বিনষ্ট হয়ে যেত। অতএব জিহাদ কিছু লোকের উপরেই মাত্র ওয়াজিব, সবার উপরে নয়।[৩১]

ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ ভাষ্যকার আহমদ ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, 'রাসূলের মৃত্যুর পরে জিহাদ 'ফরযে কেফায়াহ' হওয়ার মতামতই প্রসিদ্ধ রয়েছে। ..তবে যখন শত্রু ঘেরাও করে ফেলবে তখন ব্যতীত এবং শাসক যখন কাউকে জিহাদে নিয়োগ করবেন তখন ব্যতীত। তিনি বলেন, স্বতঃসিদ্ধ কথা এই যে, কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট। চাই সেটা হাত দিয়ে হৌক বা যবান দিয়ে হৌক বা মাল দিয়ে হৌক কিংবা অন্তর দিয়ে হৌক'।[৩২] ইমাম শাওকানীও এ কথা বলেন।[৩৩]

উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ঈমান, ত্বাহারৎ, ছালাত ও ছিয়ামের ন্যায় 'জিহাদ' প্রত্যেক মুমিনের উপরে সর্বাবস্থায় 'ফরযে আয়েন' নয়। বরং আযান, জামা'আত, ছালাতে জানাযাহ ইত্যাদির ন্যায় 'ফরযে কেফায়াহ'। যা উম্মতের কেউ আদায় করলে অন্যদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। না করলে সবাই গোনাহগার হয়।

ফরযে কেফায়াহ চার প্রকারঃ

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, 'ফরযে কেফায়াহ' চার ধরনের হয়ে থাকে- (১) **দ্বীনী ফরযঃ** যেমন দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা, ইসলামের সত্যতার বিরুদ্ধে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টির প্রতিবাদ করা, জানাযার ছালাত আদায় করা, ছালাতের জন্য আযান দেওয়া, জামা'আত কায়েম করা ইত্যাদি। (২) **জীবিকা অর্জনের ফরযঃ** যেমন কৃষিকাজ, শিল্পকর্ম, ব্যবসা, চিকিৎসা বা অনুরূপ উপায়-উপাদান সমূহ অর্জন করা। যা না করলে মানুষের দ্বীন ও দুনিয়া দু'টিই বরবাদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (৩) **এমন ফরয, যা আদায়ের জন্য শাসকের নির্দেশ শর্ত রয়েছে।** যেমন 'জিহাদ' করা, শারঈ 'হদ' বা শাস্তি প্রয়োগ করা ইত্যাদি।[৩৪] কেননা এগুলিতে শাসকের একক অধিকার রয়েছে। (৪) **এমন ফরয, যা আদায়ের জন্য শাসকের অনুমতি শর্ত নয়।** যেমন সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ হ'তে নিষেধ করা, ফযীলত ও নেকীর কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা ও নিকৃষ্ট কার্য সমূহ দূর করা ইত্যাদি।

এই সমস্ত কাজ প্রত্যেক মুমিনের উপরে 'ফরযে আয়েন' নয়। বরং উম্মতের কেউ সম্পাদন করলে অন্যের উপর থেকে 'ফরযিয়াত' দূরীভূত হয়।

এক্ষণে কোন্ কোন্ সময় জিহাদ প্রত্যেক মুমিনের উপরে 'ফরযে আয়েনে' পরিণত হয়, তা নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

(১) **যুদ্ধের সারিতে উপস্থিত হ'লে**। এইরূপ অবস্থায় যুদ্ধ করা 'ফরযে আয়েন'। সেখান থেকে পালিয়ে আসা নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ– 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা (কাফির) বাহিনীর মুখোমুখি হবে, তখন দৃঢ়ভাবে কায়েম থাক এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(আনফাল ৪৫)*। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلاَتُوَلُّوْهُمُ الْأَدْبَارَ– 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কাফির বাহিনীর সাথে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হবে, তখন কোন অবস্থায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না' *(আনফাল ১৫)*।

(২) **মুসলমানদের বাড়ীতে বা শহরে শত্রুবাহিনী উপস্থিত হ'লে**। এই সময় সকল শহরবাসীর উপরে ফরয হ'ল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শত্রুকে প্রতিরোধ করা। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً . وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যুদ্ধ কর ঐসব কাফেরের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের দুয়ারে হানা দিয়েছে। তারা তোমাদের

২৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০০ 'জিহাদ' অধ্যায়।*
৩০. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১৫-১৬।*
৩১. *সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৪-৮৫।*
৩২. *ফাৎহুল বারী ৬/৪৫ পৃঃ।*
৩৩. *নায়লুল আওত্বার ৯/১০৫।*
৩৪. *ফাৎহুল কারী 'জিহাদ' অধ্যায়, 'আমীরের অনুমতি গ্রহণ' অনুচ্ছেদ ১১৩, হা/২৯৬৭।*

কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রেখো আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সাথে রয়েছেন' *(তাওবাহ ১২৩)*।

(৩) **শাসক যখন কাউকে যুদ্ধে বের হবার নির্দেশ দিবেন।** আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، أَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، فَمَامَتَاعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فِى الْآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيْلٌ– 'তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে বের হবার জন্য বলা হয়, তখন তোমরা মাটি কামড়ে পড়ে থাক। তোমরা কি আখেরাতের বদলে দুনিয়ার জীবনের উপরে তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াবী জীবনের উপকরণ অতীব সামান্য' *(তাওবাহ ৩৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মক্কা বিজয়ের পরে আর হিজরত নেই। কিন্তু জিহাদ ও নিয়ত বাকী রইল। এক্ষণে যখন তোমাদেরকে যুদ্ধে বের হ'তে বলা হবে, তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে'।[৩৫]

জিহাদে পিতা-মাতা ও ঋণদাতার অনুমতি গ্রহণঃ

উল্লেখ্য যে, জিহাদ যখন 'ফরযে কেফায়াহ' বা ইচ্ছাধীন বিষয়ে পরিণত হবে, তখন জিহাদে যাওয়ার জন্য পিতা-মাতার অনুমতি থাকা যরূরী। বরং এমতাবস্থায় জিহাদে গমন ঐব্যক্তির জন্য মোটেই সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি স্বীয় পরিবার, সন্তান-সন্ততি ও পিতা-মাতার খিদমতের দায়িত্ব হ'তে মুক্ত হ'তে না পেরেছে।[৩৬] ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ কোন আমল আল্লাহ্র নিকটে সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, ওয়াক্ত মত ছালাত আদায় করা (অন্য বর্ণনায় এসেছে, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'[৩৭])। আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, পিতামাতার সেবা করা। বললাম তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা'।[৩৮] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে জিহাদে গমনের অনুমতি চাইল। রাসূল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কি? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে তাঁদের মাঝেই জিহাদ কর (অর্থাৎ তাঁদের সেবাযত্নে মনোনিবেশ কর)।[৩৯]

একইভাবে ইচ্ছাধীন জিহাদে গমনের পূর্বে ঋণদাতার অনুমতি প্রয়োজন হবে। কেননা জিহাদ সকল গোনাহের কাফফারা হ'লেও ঋণের দায়িত্ব থেকে মুজাহিদ ব্যক্তি মুক্ত নন।[৪০] সাইয়িদ সাবিক্ব বলেন, ঋণের সঙ্গে যুক্ত হবে তার অন্যান্য যুলম সমূহ। যেমন মানুষ খুন করা, অন্যায়ভাবে জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করা ইত্যাদি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৯১)*।

জিহাদ কাদের উপরে ফরয ও কাদের উপরে নয়

সুস্থ, বয়ঃপ্রাপ্ত, জ্ঞান সম্পন্ন, মুসলিম পুরুষের উপরে জিহাদ ফরয, যখন তার নিকটে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের বাইরে জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ, সুযোগ ও সামর্থ্য থাকবে।[৪১] জিহাদ ফরয নয় কোন অমুসলিমের উপরে, দুর্বলের উপরে, নারীর উপরে, রোগীর উপরে, শিশু ও পাগলের উপরে। এইসব লোকদের কেউ জিহাদ থেকে দূরে থাকলেও কোন দোষ বর্তাবে না। বরং জিহাদে এদের উপস্থিতি উপকারের চাইতে ক্ষতির কারণ বেশী হবে। আল্লাহ বলেন, لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوْا لِلّهِ وَ رَسُوْلِهِ، 'দুর্বলদের উপরে, রোগীদের উপরে, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থদের উপরে (জিহাদ থেকে দূরে থাকায়) কোন দোষ নেই, যখন তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি খালেছ অনুরাগী হবে'..*(তওবাহ ৯১)*।

(ক) **শিশুঃ** আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন যে, ওহোদ যুদ্ধে যোগদানের জন্য আমি রাসূলের নিকটে গেলাম, তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না।[৪২] কেননা জিহাদ একটি ইবাদত, যা বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যতীত অন্যদের উপরে ফরয নয়।[৪৩]

(খ) **মহিলাঃ** মা আয়েশা (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে রাসূল! মেয়েদের জন্য কি জিহাদ নেই? রাসূল বললেন, অবশ্যই আছে। তবে সে জিহাদে ক্বিতাল নেই (অর্থাৎ যুদ্ধ নেই)। সেটি হ'লঃ হজ্জ ও ওমরাহ'।[৪৪] উম্মে সালামা (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে রাসূল! পুরুষেরা যুদ্ধ করে, অথচ আমরা করি না। সম্পত্তির অংশ বন্টনেও আমরা পুরুষের অর্ধেক পাই। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়, وَلاَتَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا– 'তোমরা আকাংখা করো না এমন সব

৩৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৫।*
৩৬. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৬; ফাৎহুলবারী 'জিহাদ' অধ্যায় 'জিহাদ গমনে পিতামাতার অনুমতি' অনুচ্ছেদ ১৩৮।*
৩৭. *আহমাদ, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৬০৭।*
৩৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৮।*
৩৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮১৭।*
৪০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৬;: ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৬।*
৪১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৫।*
৪২. *বুখারী ও মুসলিম; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৬।*
৪৩. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৫।*
৪৪. *আহমাদ, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/২৫৩৪।*

বিষয়ে, যেসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে, সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে, সেটা তার অংশ। তোমরা আল্লাহ্র নিকটে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত' *(নিসা ৩২)*। অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর যোগ্যতা ও কর্মক্ষেত্র পৃথক ও সুনির্দিষ্ট। অতএব একে অপরের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার আকাংখা করবে না। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করলে পূর্ণ নেকীর হকদার হবে।[৪৫]

অবশ্য নারীদের জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ ব্যতীত অন্যান্য সেবা দান ও চিকিৎসা কার্যে নিয়োজিত হ'তে বাধা দেওয়া হয়নি। আনাস (রাঃ) বলেন, ওহোদ বিপর্যয়ের দিন আমি আয়েশা ও উম্মে সুলাইম (রাঃ)-কে পানির মশক পিঠে করে নিয়ে আহতদের নিকটে গিয়ে গিয়ে পানি পান করাতে দেখেছি।[৪৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, উম্মে সুলাইম ও তার সাথী আনছার মহিলাদের একটি দল যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যদের পানি পান করিয়েছে এবং আহতদের চিকিৎসা করেছে'।[৪৭] ওহোদ যুদ্ধে আহত রক্তাক্ত রাসূলের যখম সমূহ ফাতিমা (রাঃ) নিজ হাতে পরিষ্কার করেন। পাথরের আঘাতে চারটি দাঁত ভাঙ্গার ফলে কপোল গণ্ডের ফিনকি দেওয়া রক্ত বন্ধ না হওয়ায় চাটাই পুড়িয়ে তার পোড়া ছাই দিয়ে তিনি সে রক্ত বন্ধ করেন'।[৪৮] এছাড়াও রাসূলের নিহত হবার খবর শুনে মদীনা থেকে সম্মানিতা মহিলাগণ দলে দলে দৌড়ে ওহোদের ময়দানে চলে আসেন।[৪৯] উম্মে সালীত্ব আনছারী (রাঃ) ওহোদ যুদ্ধে মুজাহিদদের জন্য পানির মশক সেলাই করে দিয়েছিলেন।[৫০] রুবাই'ই বিনতে মু'আউভিয (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে যুদ্ধে যেতাম এবং লোকদের পানি পান করাতাম ও তাদের খেদমত করতাম। আহত ও নিহতদের মদীনায় নিয়ে আসতাম'। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, যরূরী প্রয়োজনে মহিলাগণ বেগানা পুরুষের চিকিৎসা করতে পারেন।[৫১]

আনাস (রাঃ) বলেন যে, হুনাইনের যুদ্ধে উম্মে সুলাইমের হাতে খঞ্জর অর্থাৎ দু'ধারী লম্বা ছুরি দেখে রাসূল (ছাঃ) তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যদি কাফের সৈন্য আমার নিকটবর্তী হয়, তবে এ দিয়ে আমি তার পেট ফেড়ে ফেলব। জবাব শুনে রাসূল (ছাঃ) হেসে ফেললেন।[৫২] খ্যাতনামা ছাহাবী 'উবাদা বিন ছামেতের স্ত্রী মহিলা ছাহাবী উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রাঃ) মু'আবিয়া (রাঃ)-এর স্ত্রী ফাখেতাহ বিনতে ক্বারাযাহ্র সাথে হযরত ওছমানের আমলে (২৩-৩৫ হিঃ) ২৮ হিজরী সনে ইসলামের ইতিহাসের ১ম নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৫৩]

উপরের আলোচনায় বুঝা গেল যে, যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও যুদ্ধে সহযোগিতার অন্যান্য ক্ষেত্রে মহিলাগণ সহ যে কোন দুর্বল ও অপারগ মুমিন অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বরং দুর্বলদের সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هٰذِهِ الأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَ صَلاَتِهِمْ وَ اِخْلاَصِهِمْ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সাহায্য করেছেন এই উম্মতকে তার দুর্বল শ্রেণীর দ্বারা; তাদের দাওয়াতের মাধ্যমে, ছালাত ও দো'আর মাধ্যমে ও তাদের খুলূছিয়াতের মাধ্যমে'[৫৪] আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ص) يَقُوْلُ: اِبْغُوْنِىْ فِى الضُّعَفَاءِ. فَاِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَ تُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ– 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, তোমরা আমাকে দুর্বলদের মধ্যে সন্ধান কর। কেননা তোমরা রূযীপ্রাপ্ত হয়ে থাক ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাক তোমাদের মধ্যকার দুর্বলদের মাধ্যমে'।[৫৫]

এর অর্থ এটা নয় যে, মুসলমানদের দুর্বল হয়ে থাকতে হবে। বরং **এর অর্থ হ'লঃ মুসলিম উম্মাহ্র সকল সদস্য ও সদস্যার উপরে সর্বদা জিহাদ ফরয**। তার মধ্যে কেউ সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, কেউ যুদ্ধে সহযোগিতা করবে। কিন্তু অন্তর থেকে কেউ জিহাদ থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা পোষণ করলে সে মুনাফিক হয়ে মরবে।[৫৬] আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের পক্ষ হ'তে সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিয়মিত সেনাবাহিনী সরাসরি যুদ্ধের দায়িত্ব পালন করবে এবং অন্যেরা তাদের সহযোগিতা করবে। নিয়ত খালেছ থাকলে ও যুদ্ধ আল্লাহ্র জন্য হ'লে সকলেই জিহাদের পূর্ণ নেকী লাভে ধন্য হবেন ইনশাআল্লাহ। এমনকি 'জিহাদের জন্য অমুসলিমদের নিকট থেকেও সাহায্য গ্রহণ করা জায়েয আছে, যদি তাদের থেকে কোনরূপ ক্ষতির আশংকা না করা হয়'।[৫৭]

---

৪৫. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৬ টীকা- ১।*
৪৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ফাৎহুল বারী হা/২৮৮০ 'জিহাদ' অধ্যায়, ৬৫ অনুচ্ছেদ।*
৪৭. *মুসলিম হা/১৮১০ 'জিহাদ' অধ্যায় অনুচ্ছেদ ৪৭।*
৪৮. *ফাৎহুল বারী হা/৩০৩৭ 'জিহাদ' অধ্যায় ১৬৩ অনুচ্ছেদ।*
৪৯. *সুলায়মান মানছূরপুরী, রাহমাতুল লিল আলামীন ১/১০৯।*
৫০. *ফাৎহুল বারী হা/২৮৮১ 'জিহাদ' অধ্যায়, ৬৬ অনুচ্ছেদ।*
৫১. *ফাৎহুল বারী 'জিহাদ' অধ্যায়, ৬৮ অনুচ্ছেদ।*
৫২. *মুসলিম হা/১৮০৯ 'জিহাদ' অধ্যায় ৪৭ অনুচ্ছেদ।*
৫৩. *ফাৎহুলবারী হা/২৮৭৮ 'জিহাদ' অধ্যায়, ৬৩ অনুচ্ছেদ।*
৫৪. *নাসাঈ, বুখারী; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৭।*
৫৫. *সুনানের কিতাব সমূহ; মিশকাত হা/৫২৩২, ৫২৪৬।*
৫৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১৩।*
৫৭. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৭।*

জিহাদ হবে আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য ও তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য

আল্লাহ বলেন, وَ أَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى. وَكَلِمَةُ اللهِ هِىَ الْعُلْيَا. 'তিনি রাসূলকে সাহায্য করেন এমন বাহিনী দ্বারা, যাদেরকে তোমরা দেখোনি এবং তিনি কাফিরদের ঝাণ্ডাকে অবনমিত করেন ও আল্লাহ্র ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করেন' *(তাওবাহ ৪০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'যে ব্যক্তি লড়াই করে এজন্য যে, আল্লাহ্র কালেমা সমুন্নত হৌক, সে ব্যক্তিই কেবল আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে'।[৫৮] আল্লাহ বলেন, هُوَالَّذِىْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ– 'তিনিই সেই সত্তা যিনি স্বীয় রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে তাকে সকল দ্বীনের উপরে তিনি বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকগণ এটা পসন্দ করে না' *(ছফ ৯)*।

আল্লাহ্র কলেমাকে সমুন্নত করা ও আল্লাহ্র দ্বীনকে সমাজে প্রচলিত অন্যান্য দ্বীনসমূহের উপরে বিজয়ী করার বিষয়টি শুধুমাত্র সামরিক বা রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে সম্ভব নয়। বরং এর জন্য প্রয়োজন জনগণের আক্বীদা ও আমলের সংস্কারের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার যথাযথ বাস্তাবায়ন। সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা এবং শাসন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য যেমন প্রয়োজনে সশস্ত্র যুদ্ধ করা যরূরী, তেমনি শান্তির অবস্থায় কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ-যুদ্ধ অব্যাহত রাখা যরূরী।

১৯০ বছরের ইংরেজ শাসন যেমন এদেশের মানুষকে খৃষ্টান বানাতে পারেনি, তেমনি প্রায় ৬৫০ বছরের মুসলিম শাসন ভারতবর্ষকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পরিণত করতে পারেনি। কেননা অস্ত্র, অর্থ ও ক্ষমতা কখনোই স্থায়ী হয় না এবং তা কখনোই মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী রেখাপাত করে না। কিন্তু আদর্শ বা দ্বীন মানুষের মধ্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যা শত শত বছর ধরে বজায় থাকে। তাই অন্যান্য দ্বীনের উপরে ইসলামকে বিজয়ী করতে গেলে সাময়িক সশস্ত্র যুদ্ধ বা রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এর জন্য চাই চিন্তা, যুক্তি, বিজ্ঞান সবকিছু দিয়ে অন্য দ্বীনকে পরাভূত করা। নবীগণ সকল যুগে মূলতঃ এ দায়িত্বই পালন করে গিয়েছেন।

অতএব আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য প্রয়োজন মুহূর্তে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যেমন 'জিহাদ', মুখের ভাষা ও লেখনীর মাধ্যমে ও নিরন্তর সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আমল-আচরণে পরিবর্তন আনাও তেমনি 'জিহাদ'। এর জন্য জান-মাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করাও তেমনি 'জিহাদ'। কেননা অন্যান্যদের ন্যায় দুনিয়াবী স্বার্থে যুদ্ধ-বিগ্রহকে ইসলাম কখনোই সমর্থন করেনি। বরং ইসলামী জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হ'ল 'মানবতার কল্যাণ সাধন ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন'। আর এজন্য সর্বতোভাবে শক্তি অর্জন করা যরূরী। আল্লাহ বলেন, وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّااسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَ آخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ. لاَتَعْلَمُوْنَهُمْ. اَللهُ يَعْلَمُهُمْ. وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَتُظْلَمُوْنَ– 'তোমরা প্রস্তুত কর তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সকল শক্তি এবং পালিত সুশিক্ষিত ঘোড়া। এর মাধ্যমে তোমরা ভীত করবে আল্লাহ্র শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে এবং ঐসব শত্রুকে যাদেরকে তোমরা জানো না। আল্লাহ তাদের জানেন। মনে রেখ, আল্লাহ্র রাস্তায় তোমরা যা কিছু খরচ করবে, তোমাদেরকে তা পরিপূর্ণ রূপে ফেরৎ দেওয়া হবে এবং তোমাদের উপর মোটেই যুলম করা হবে না' *(আনফাল ৬০)*। আয়াতে বর্ণিত 'ঘোড়া' কথাটি এসেছে উদাহরণ স্বরূপ তৎকালীন সময়ের প্রধান যুদ্ধবাহন হিসাবে। এর দ্বারা সকল যুগের সকল প্রকারের যুদ্ধোপকরণ বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে 'শক্তি' কথাটি 'আম'। এ দ্বারা অর্থ, অস্ত্র, কথা-কলম, সংগঠন সবই বুঝানো হয়েছে। হাদীছে পরিষ্কারভাবে এর ব্যাখ্যা এসেছে এভাবে 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।[৫৯]

মোট কথা শিরক ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে মুমিনের সর্বাত্মক ও আপোষহীন প্রচেষ্টা নিয়োজিত করাকে 'জিহাদ' বলে। এখানে গিয়ে জিহাদকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথাঃ (১) **নফসের বিরুদ্ধে জিহাদঃ** নফসের মধ্যে খারাব চিন্তা আসাটা স্বাভাবিক। সেকারণ নফসকে কলুষিত করে ও আখেরাতের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এমন সব সাহিত্য, পরিবেশ ও প্রচার মাধ্যম থেকে ও দুনিয়াবী জৌলুস থেকে নিজেকে সাধ্যমত দূরে সরিয়ে রাখতে হবে এবং সর্বদা দ্বীনী আলোচনা ও পরিবেশের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে হবে। যেমন আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ

৫৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮১৪ 'জিহাদ' অধ্যায়।*

৫৯. *আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৩৮২১।*

وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَتَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا، وَلاَتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا– 'আপনি নিজেকে ঐসব লোকদের সাথে ধরে রাখুন, যারা তাদের প্রভুকে ডাকে সকালে ও সন্ধ্যায়। তারা কামনা করে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আপনি তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না। আপনি কি দুনিয়াবী জীবনের জৌলুস কামনা করেন? আপনি ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না, যার অন্তর আমাদের স্মরণ থেকে খালি হয়েছে এবং সে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে ও তার কাজকর্মে সীমালংঘন এসে গেছে' *(কাহফ ২৮)*।

(২) **শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদঃ** শয়তান জিন ও ইনসান উভয়ের মধ্য থেকে হ'তে পারে *(নাস ৬)*। এদের দিনরাতের কাজ হ'ল বিভিন্ন ধোঁকার মাধ্যমে মুমিনকে পথভ্রষ্ট করা। আল্লাহ বলেন, وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا، 'এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করেছি মানুষ ও জিন থেকে একদল শয়তানকে। যারা ধোঁকা দেওয়ার জন্য একে অপরকে কারুকার্য খচিত কথাবার্তা পৌঁছে দেয়' *(আন'আম ১১২)*। এদের থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ– 'যখন আপনি ঐসব লোকদের দেখবেন যে, আমার আয়াত সমূহ নিয়ে উপহাস করছে, তখন আপনি তাদেরকে এড়িয়ে চলবেন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়' *(আন'আম ৬৮)*।

(৩) **কাফির-মুশরিক ও ফাসিক-মুনাফিকের বিরুদ্ধে জিহাদঃ** আল্লাহ বলেন, يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ 'হে নবী! আপনি জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং তাদের উপরে কঠোর হৌন' *(তাওবাহ ৭৩, তাহরীম ৯)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে অস্ত্রের দ্বারা এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে যবান দ্বারা এবং অন্যান্য পন্থায় কঠোরতা অবলম্বনের দ্বারা'। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর হাত দ্বারা, না পারলে যবান দ্বারা, না পারলে ওদেরকে এড়িয়ে চল'। ইবনুল আরাবী বলেন, যবান দ্বারা দলীল কায়েম করার বিষয়টি হ'ল স্থায়ী জিহাদ'।[৬০] আধুনিক যুগে যবান, কলম ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম একই গুরুত্ব বহন করে। বরং কলমই হ'ল স্থায়ী জিহাদ।

৬০. *কুরতুবী ৮/২০৪।*

উপসংহারঃ

উপরের আলোচনা সমূহ থেকে কয়েকটি বিষয় ফুটে ওঠে। যেমন-

(১) মক্কী জীবনে সশস্ত্র যুদ্ধের নির্দেশ ছিল না। মাদানী জীবনের দ্বিতীয় বছরে অর্থাৎ ২য় হিজরীতে বাক্বারাহ ১৯০ আয়াতের মধ্যমে বদর যুদ্ধের সময় হামলাকারী সশস্ত্র কাফির ও মুশরিক শত্রুদের বিরুদ্ধেই কেবল সশস্ত্র যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার ঘটনার পরে হজ্জ ৩৯-৪০ আয়াতের মাধ্যমে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের সাধারণ অনুমতি দেওয়া হয়।

(২) যুদ্ধকালীন অবস্থায় আক্রান্ত এলাকার সকল মুসলমানের উপরে জিহাদ 'ফরযে আয়েন'। কেউ সরাসরি যুদ্ধে রত হবে। কেউ যুদ্ধে বিভিন্নভাবে সাহায্য করবে। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোন মুসলিম রাষ্ট্র অন্য কোন অমুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে আক্রান্ত রাষ্ট্রের সকল মুসলিম নাগরিকের উপরে জিহাদ 'ফরযে আয়েন'। অন্য রাষ্ট্রের মুসলমানদের উপরে 'ফরযে কেফায়াহ'। তারা আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সহযোগিতা দেবে।

(৩) শান্তির অবস্থায় কুরআন, হাদীছ, বিজ্ঞান ও বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে অন্যান্য দ্বীনের উপরে ইসলামকে বিজয়ী করবার সংগ্রামকেই বলা হবে 'জিহাদ'। এই জিহাদে দৃঢ় ও আপোষহীন থাকা এবং জান-মাল ব্যয় করাকে জান্নাত লাভের কারণ হিসাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।[৬১]

(৪) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে বসবাস করেও যারা অনৈসলামী আইনে শাসিত হচ্ছেন, তারা নিজ রাষ্ট্রে ইসলামী আইন ও শাসন জারির পক্ষে জনমত সংগঠন করবেন ও সবশেষে তা পরিবর্তনের জন্য ইসলামী পন্থায় চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাবেন। আর যারা অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে বসবাস করেন, তারা ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচার করবেন এবং বাতিলের বিরুদ্ধে সাধ্যমত আপোষহীন থাকবেন। যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কী জীবনে বাস করেছিলেন।

কিন্তু 'অনৈসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা চূর্ণ করে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামী জিহাদের মূল উদ্দেশ্য'[৬২] জিহাদের এই ধরনের ব্যাখ্যার পিছনে কুরআন, হাদীছ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবন থেকে সরাসরি কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। যদিও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ব্যতিত

৬১. *আলে ইমরান ১৪২, তওবাহ ১৬, ছফ ১১।*
৬২. *সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী, আল্লাহর পথে জিহাদ (অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুর রহীম, ঢাকাঃ মার্চ ১৯৭০) পৃঃ ৩৫।*

ইসলামী বিধান সমূহ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে 'কবীরা গোনাহগার' মুসলমানদের খতম করে সমাজকে নির্ভেজাল করার জঙ্গীবাদী তৎপরতা কোন 'জিহাদ' নয়, কিতালও নয়। আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন খলীফা হিসাবে। সাধারণ নাগরিক হিসাবে এই অধিকার অন্যদের নেই। দ্বিতীয়তঃ যাকাত সহ যেকোন ফরযকে অস্বীকার করলে সে 'কাফির' হয়ে যায়। সে হিসাবে অনুরূপ কোন নামধারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মুসলিম সরকার আজও কঠোর দণ্ড দিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ নাগরিকেরা ঐ দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা রাখেন না।

(৫) দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে জিহাদের ময়দানে শাহাদাত পিয়াসী সৈনিকের মত কুফর, শিরক ও যাবতীয় বাতিল প্রতিরোধে সদা কর্মচঞ্চল রাখতে হবে। অমনিভাবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য মুমিন-ফাসিক সকল ধরনের শাসকের নির্দেশ মতে[৬৩] অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় যেমন সীমান্ত পাহারা দিতে হবে, তেমনি যেকোন সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

জিহাদের ফযীলতঃ

(১) আল্লাহপাক এরশাদ করেন, اِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ. فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা লড়াই করে আল্লাহ্র রাস্তায়। অতঃপর তারা মারে ও মরে' (তাওবাহ ১১১)। (২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَ مَنْ مَاتَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়, সে ব্যক্তি শহীদ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে, সে ব্যক্তি শহীদ'...।[৬৪] (৩) তিনি বলেন, لَنْ يَبْرَحَ هٰذَا الدِّيْنُ قَائِمًا. يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ– এই দ্বীন চিরকাল কায়েম থাকবে। মুসলমানদের একটি দল ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীনের জন্য লড়াই করবে।[৬৫] (৪) তিনি বলেন, اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ. مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ. فَاِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَاِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَ مِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ– 'আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহপাক জান্নাতে একশতটি স্তর করেছেন। প্রতিটি স্তরের মধ্যকার দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের ন্যায়। অতএব যখন তোমরা প্রার্থনা করবে, তখন 'ফেরদৌস' প্রার্থনা করবে। কেননা এটি হ'ল জান্নাতের মধ্যবর্তী ও সর্বোচ্চ স্তর। এর উপরেই আরশ অবস্থিত এবং সেখান থেকে জান্নাতের নহর সমূহ প্রবাহিত হয়'।[৬৬] (৫) তিনি বলেন, مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ 'যার পদযুগল আল্লাহ্র রাস্তায় ধূলি ধূসরিত হয়েছে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না'।[৬৭] পদযুগল ধূলি ধূসরিত হওয়া' অর্থঃ দেহ-মন সবকিছু আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা। (৬) যেমন অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا– 'আল্লাহ্র রাস্তায় একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা, দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল কিছু হ'তে উত্তম'।[৬৮] (৭) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ اِلاَّ الَّذِىْ مَاتَ مُرَابِطًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ. فَاِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ يَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ– 'প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল বন্ধ হয়ে যায় কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তার নেকী ক্বিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ঐ ব্যক্তি কবরের পরীক্ষা হ'তে নিরাপদ থাকে'।[৬৯]

এই নেকী ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারায় রত সৈনিক যেমন পাবেন, ইসলাম বিরোধী আক্বীদা ও আমলরোধে নিরত ব্যক্তিও তেমনি পাবেন। আল্লাহপাক আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের পাহারাদার সৈনিক হিসাবে ও সত্যিকারের সার্বক্ষণিক মুজাহিদ হিসাবে কবুল করে নিন- আমীন!

মুক্তির একই পথ
দাওয়াত ও জিহাদ

৬৩. ফাৎহুলবারী 'জিহাদ' অধ্যায় 'ভাল ও মন্দ সবধরনের শাসকের অধীনে জিহাদ' অনুচ্ছেদ ৪৪।
৬৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১১ 'জিহাদ' অধ্যায়।
৬৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০১।
৬৬. ফাৎহুলবারী হা/২৭৯০ 'জিহাদ' অধ্যায় ৪ অনুচ্ছেদ।
৬৭. বুখারী, মিশকাত হা/৩৭৯৪।
৬৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭৯২।
৬৯. তিরমিযী, আবুদাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৮২৩ 'জিহাদ' অধ্যায়।

হালাল জীবিকা ইবাদত কবুলের আবশ্যিক শর্ত

*-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম**

মহান আল্লাহ তা'আলা সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা। তিনি বিশ্বলোককে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে বের করে অস্তিত্ব দান করেছেন। অণু-পরমাণু থেকে প্রয়োজন পূরণ ও খাদ্য পরিবেশনের মাধ্যমে লালন-পালন করে ক্রমশ বৃদ্ধি দান করেছেন অন্তহীন বস্তু, জীব ও প্রাণী। প্রতি মুহূর্তেই তাদের লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ, ক্রমবৃদ্ধি ও বিকাশদানের জন্য সরবরাহ করছেন পর্যাপ্ত উপাদান। তাঁর এই রুবূবিয়াত বিশ্বলোকে পরিব্যাপ্ত। তিনিই একমাত্র রাব্বুল আলামীন।

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِيْنٍ–

'আর পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত নয়। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে' *(হূদ ৬)*।

বিশ্বলোকে সৃষ্টিকুলের সেরা সৃষ্টি (আশরাফুল মাখলূক্বাত) মানুষ। মহান আল্লাহ মানুষের উপরেই দায়িত্ব দিয়েছেন পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করার। তিনিই তাদেরকে উন্নত জীবন যাপনের যাবতীয় উপায়-উপকরণ ও হেদায়াত দান করেছেন। এ মর্মে আল্লাহপাক বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً–

'নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' *(বনী ইসরাঈল ৭০)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً–

'তোমরা কি দেখ না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নে'মতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন?' *(লোক্বমান ২০)*।

মানুষকে এত সব নে'মত দান করলেন এ জন্য যে, মানুষ তার জ্ঞান দিয়ে, প্রজ্ঞা দিয়ে, বিবেক দিয়ে দেখবে কোনটি তার দেহ ও আত্মার জন্য উপাদেয় ও হালাল, আর কোনটি ক্ষতিকর ও হারাম। এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে, আল্লাহ তা'আলা কি মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে হালাল-হারামের বিধান জারী করেছেন? উত্তরে আমরা বলব, না; বরং মানুষের জন্য যা কল্যাণকর, পবিত্র, উত্তম ও উপাদেয় তা তিনি হালাল করেছেন। এ প্রেক্ষিতে আরো উল্লেখ্য যে, ইসলামী শরীয়তে হারামের পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং হালালের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত। কেননা অকাট্য ভাষায় হারাম ঘোষণাকারী আয়াতের সংখ্যা নিতান্তই অল্প।

পরিভাষায় যেসব জিনিষের বৈধ হওয়া পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় তা-ই হালাল। অনুরূপভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) নির্দেশিত ও অনুমোদিত পথে যে উপার্জন বা আয়-রোযগার করা হয় তাকে হালাল উপার্জন বলে।

হালাল উপার্জনের গুরুত্বঃ

মানুষের খাদ্যের সার পদার্থ তার দেহের শিরা-উপশিরায় পৌঁছে দেহকে সবল ও সতেজ করে। খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের মধ্যে এমন কতগুলি উপাদান আছে, যা সুস্থ মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটায়, উন্মাদনার সৃষ্টি করে, স্মরণশক্তি লোপ করে দেয়। যেমন মাদকদ্রব্য। পক্ষান্তরে হালাল বস্তু ভক্ষণে মানুষের স্বভাব-চরিত্র সুন্দর হয়, সুকুমার বৃত্তিসমূহের বিকাশ ঘটে এবং সত্যানুরাগী হ'তে সহায়তা করে। অপরদিকে হারাম উপার্জন মানুষের দেহ-মনের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে, নৈতিক অধঃপতনের প্রেরণা যোগায় এবং বিপথগামী হ'তে সহায়তা করে।

হালাল উপার্জনে আল্লাহ্‌র নির্দেশঃ

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ–

'অতঃপর যখন ছালাত সমাপ্ত হবে, তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ কর এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(জুম'আহ ১০)*।

হালাল উপার্জন করা ফরযঃ

আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করা এবং তার ইবাদত করা প্রত্যেকের জন্য ফরয। আর ইবাদত কবুল হওয়ার আবশ্যিক শর্ত হ'ল হালাল রুযী। যেমন আল্লাহপাক বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ–

** প্রভাষক, গাংনী ডিগ্রী কলেজ, মেহেরপুর।*

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলি আমি তোমাদেরকে রূযী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহ্র, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে থাক' *(বাক্বারাহ ১৭২)*।

আল্লাহ্র নিকটে দো'আ কবুল হওয়ার জন্য হালাল রূযী শর্ত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি দীর্ঘ সফর শেষে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে দু'হাত তুলে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতে থাকে, হে প্রভু! তুমি আমার দো'আ কবুল কর। অথচ তার খাদ্য হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম, পানীয় হারাম, এমনকি যে খাবার সে খেয়েছে সেটাও হারাম। তাহ'লে তার দো'আ কিভাবে কবুল হবে?'[১]

হালাল উপার্জনকারী মুজাহিদের মর্যাদা পাবেনঃ

মানুষ তার পার্থিব লোভ-লালসাকে চরিতার্থ করার জন্য জুয়া, মিথ্যাচার, প্রতারণা, সূদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি অসংখ্য সামাজিক অনাচারে লিপ্ত হয়ে অর্থ উপার্জন করে। ফলে মানুষের অন্তর্নিহিত মানবীয় গুণাবলী লোপ পেয়ে পশুত্বের স্তরে নেমে যায়। হালাল উপার্জন করতে গিয়ে মানুষের ঐ পশুত্বের বিরুদ্ধে জিহাদ করে সহজলব্ধ অন্যায় উপার্জন পরিহার করা সত্যিই মনের বিরুদ্ধে বড় জিহাদ।

হালাল উপার্জন কর্মঠ ও জনশক্তি সৃষ্টি করেঃ

ইসলাম মানুষকে কাজ করে খেতে উৎসাহ প্রদান করে। অলসতা, কর্মবিমুখতা ও কুড়েমি ইসলাম আদৌ পছন্দ করে না। দক্ষ জনশক্তি দেশ ও জাতির সম্পদ। হালাল উপার্জনে নিয়োজিত ব্যক্তি কর্মঠ হিসাবে গড়ে উঠে। পরিশ্রমী ব্যক্তি মর্যাদার অধিকারী। এ বিষয়ে আল্লাহপাক হযরত দাউদ (আঃ) -এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ 'আর আমি দাউদকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে' (আম্বিয়া ৮০)। আয়াতে আল্লাহপাক হযরত দাউদ (আঃ)-কে শিল্পকর্ম শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে কাজের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করার শিক্ষা দিয়েছেন।

হালাল উপার্জনের নিয়ত রোযগারের পথ নির্দেশকঃ

যিনি হালাল রোযগারের নিয়ত করেন এবং তার উপর অটল থাকেন, আল্লাহপাক তার জন্য নতুন পথ বাতলিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ- أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَّ قَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ-

'আর আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষীকুল! তোমরাও তাই কর। আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করেছিলাম এবং তাকে বলেছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি' *(সাবা ১০-১১)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনে কাছীরে উল্লেখ আছে, হযরত দাউদ (আঃ) ছদ্মবেশে জনগণকে জিজ্ঞেস করতেন, দাউদ কেমন লোক? লোকজন কেমন সুখে আছে? ইত্যাদি। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন প্যালেষ্টাইনের রাজা। তার সুবিচার ও সুশাসনে দেশের সব জনগণ সুখে-শান্তিতে ছিল। তাই যাকেই প্রশ্ন করা হ'ত, সে-ই দাউদ (আঃ)-এর প্রশংসা করত। আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মানব রূপে একজন ফেরেশতা পাঠালে দাউদ (আঃ) তাঁকেও জিজ্ঞেস করলেন। জওয়াবে ফেরেশতা বলল, দাউদ (আঃ) ভাল লোক, নিজের জন্য ও উম্মতের জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি। তবে তাঁর মধ্যে একটি অভ্যাস বিদ্যমান, যা না থাকলে তিনি পূর্ণ ভাল হ'তেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কি অভ্যাস? ফেরেশতা বললেন, তিনি পরিবারের ভরণ-পোষণ বায়তুল মাল থেকে গ্রহণ করেন। এ শুনে দাউদ (আঃ) আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে এমন কিছু শিল্পকর্ম শিক্ষা দাও, যা দ্বারা আমি পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারি' আল্লাহপাক তাঁর দো'আ কবুল করে তাঁকে বর্ম তৈরী শিক্ষা দিলেন'।[২] দাউদ (আঃ) ব্যতীত অন্যান্য নবীগণও কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মূসা (আঃ) আট বছর শু'আইব (আঃ)-এর বাড়ীতে কাজ করেছেন। যাকারিয়া (আঃ) কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। নূহ (আঃ) জাহাজ নির্মাণ করেছেন।

হালাল উপার্জন আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেঃ

হালাল উপার্জনের প্রয়োজনে মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী-বাকুরী ছাড়াও পশু পালন, মৎস্য চাষ, হাস-মুরগীর খামার, বৃক্ষ রোপন, নার্সারী ও কুটির শিল্প স্থাপন প্রভৃতি পেশা অবলম্বন করে। ফলে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। তাতে দেশের উন্নতি হয়।

সত্যিকার অর্থে ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র সীমারেখা মেনে চলা ও না চলার মধ্যে। মুসলমান সেই হ'তে পারে, যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র পথকে বেছে নিয়েছে ও তদনুযায়ী তার জীবন পরিচালনা করেছে। একজন প্রকৃত মুসলমান হালাল পন্থা ত্যাগ করে হারাম পন্থা গ্রহণ করতে পারে না। আল্লাহপাক সীমালংঘনকারীকে মোটেই পসন্দ করেন না। মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করতে হ'লে হালাল উপার্জনে কোন বিকল্প নেই। এতেই রয়েছে দেহ, মন ও আত্মার পবিত্রতা ও উন্নতি এবং ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি। হালাল উপার্জন ইসলামী যিন্দেগীর এক, অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ আমাদেরকে হালাল উপার্জনের তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!!

১. মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০।

২. *ইবনে আসাকিরের বরাতে তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/৫৩৫ পৃঃ।*

Contents

আল্লাহ্‌র পথে দা'ওয়াত ও উহার বাধা সমূহ

*-আহমাদ আব্দুল লতীফ নাছীর**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(ঙ) এটি উপলব্ধি করা যে, দাঈদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হবে। অতএব মৌখিক, দৈহিক বা যেকোন পরীক্ষার সম্মুখীন হ'লে তা হ'তে উত্তরণের জন্য প্রস্তুত থাকা যরূরী। মহান আল্লাহ বলেন,

يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر

على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور -

'হে আমার বৎস! ছালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এটি সাহসিকতার কাজ' *(লোক্বমান ১৭)*। যদিও অধুনা দা'ওয়াতী ক্ষেত্রসমূহে অস্থিতিশীলতা এবং তেমন কোন বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

(চ) দা'ওয়াতী কর্মসমূহে ফলাফল নির্ণয় করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এই ফলাফলই দা'ওয়াতী কাজে মানুষকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগায়। তবে দা'ওয়াতের এই প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। দাঈ হয়ত এই ফলাফল প্রত্যক্ষ করতেও পারেন, নাও পারেন। তাই বলে দা'ওয়াতের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত না হ'লে দা'ওয়াতী ক্ষেত্র থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া কোন দাঈর জন্য উচিৎ হবে না; বরং দা'ওয়াতের পদক্ষেপ ও কর্মসূচীসমূহ অব্যাহত রাখতে হবে।

(ছ) আল্লাহপাক যাদেরকে গুরুদায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন তাদের উচিত সমাজের যুবকদেরকে ইসলামী কর্মকাণ্ডের দিকে ধাবিত করার জন্য ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেওয়া এবং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রগুলি তাদের সামনে উন্মোচিত করা। যাতে করে যুবকরাও তাদের সময় ও শ্রম দা'ওয়াতের কাজে ব্যয় করতে পারে।

(জ) বর্তমান সমাজে শিক্ষিতের হার অনেকাংশে বেড়ে গেলেও মূলতঃ তারা দ্বীনী ইলম সম্পর্কে বলতে গেলে একেবারেই অজ্ঞ। বিষয়টি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের জন্য আরো বেশী প্রযোজ্য। আমাদের দাঈদেরকে এ বিষয়টি অবগত হওয়া অত্যাবশ্যক। সুতরাং যার যতটুকু শারঈ জ্ঞান রয়েছে, তদানুযায়ী তাকে দা'ওয়াতী কাজ করে যেতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, بلغوا عني ولو آية 'আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হ'লেও তা তোমরা (মানুষের মাঝে পৌঁছে দাও' *(বুখারী)*।

কেবল দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা দিলে দায়িত্ব শেষ হবে না; বরং এ ব্যাপারে তারা যেন উদাসীন না হয়, তা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ বলেন,

و ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين

'আর মানুষকে স্মরণ করাতে থাক। কেননা স্মরণ করানোতে মুমিনদের উপকার হবে' *(যারিয়াত ৫৫)*।

এ পদক্ষেপ বাস্তবায়নে মানুষের অধিক পরিমাণে ভুল-ভ্রান্তি এবং ইসলাম বিরোধী রীতি-নীতি হ্রাস পাবে।

(ঝ) অধিক আন্তরিকতা, সাহসিকতা, আলস্য বিমুখতা প্রভৃতি দাঈ জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী। সুতরাং অলসতা ও বিলাসিতা পরিহার করে জ্ঞান চর্চা, তদানুযায়ী নিজে আমল এবং অপরকে আমল করানোর ব্যাপারে মনোযোগী হ'তে হবে। কবি বলেন,

অন্তরগুলি যদি অহংকারী হয়ে যায়
তার উদ্দেশ্য অর্জনে শরীরগুলি ক্লান্ত হয়ে যায়।

(ঞ) দা'ওয়াতী কাজে 'এখলাছ' -এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। 'এখলাছ' এমন একটি স্থায়ী উপাদান, যা দাঈদের দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। কেননা মুখলেছ ব্যক্তি সর্বদাই চাইবে লোকদের দা'ওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে নেকী কামাতে এবং তাদেরকেও পূণ্যবান বানাতে।

অনুরূপভাবে মুখলেছ ব্যক্তি পদলোভী হয় না। সেজন্য তাকে যে পদই দেওয়া হৌক না কেন, সে জাতিকে উত্তম কিছু উপহার দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং সে তার দায়িত্ব পালনে কোনরূপ কার্পন্য করে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه فى سبيل الله اشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة و إن كان فى الساقة كان فى الساقة

'সুসংবাদ সে বান্দার জন্য, যে আল্লাহ্‌র পথে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে এমতাবস্থায় যে, তার মাথার চুলগুলি এলোমেলো, পদযুগল ধুলায় ধূসরিত। তাকে যদি পাহারাদার হিসাবে রাখা হয়, তাহ'লে সে পাহারাদার হিসাবেই থাকে। আর যদি সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদভাগে রাখা হয়, তাহ'লে সে পশ্চাদভাগেই থাকে *(বুখারী)*।

দা'ওয়াত বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা থাকলেও সময়ের স্বল্পতার কারণে এখলাছের আলোচনা দ্বারাই আলোচনার সমাপ্তি টানছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!!

* *ডাইরেক্টর, বাংলাদেশ অফিস, জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী, কুয়েত।*

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য়

প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ*

(১৪ তম কিস্তি)

(٩١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ "وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ" فَانْتَهَى إِلَى "أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ" فَلْيَقُلْ "بَلَى وَ أَنَا عَلَى ذَالِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ" وَ مَنْ قَرَأَ "لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ" فَانْتَهَى إِلَى "أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى" فَلْيَقُلْ "بَلَى" وَ مَنْ قَرَأَ "وَالْمُرْسَلاَتِ" فَبَلَغَ "فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ" فَلْيَقُلْ "آمَنَّا بِاللهِ"-

(৯১) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সূরা ত্বীন পড়ে শেষ করবে, সে যেন বলে "بَلَى وَ أَنَا عَلَى ذَالِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ" হ্যাঁ আমিও ঐ সাক্ষ্যদাতদের একজন'। যে ব্যক্তি لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ সূরা পড়বে এবং শেষ আয়াত أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى পর্যন্ত পৌঁছবে, সে যেন বলে "بَلَى" 'হ্যাঁ'। আর যে ব্যক্তি সূরা 'আল-মুরসালাত' পড়বে এবং "فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ" আয়াত পর্যন্ত পৌঁছবে, সে যেন বলে آمَنَّا بِاللهِ 'আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম' *(আবুদাঊদ)*। হাদীছটি যঈফ। অত্র হাদীছে একজন বেদুঈন রাবী রয়েছে, যার নাম উল্লেখ করা হয়নি।[১] তবে সূরা 'ক্বিয়ামা'র শেষে "سبحانك بلي" বলার হাদীছটি ছহীহ'।[২]

(٩٢) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ص) إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَ إِذَا انْهَضَى رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ-

(৯২) ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তাঁর দু'হাঁটু দু'হাতের আগে রাখতেন। আর যখন দাঁড়াতেন, তখন তাঁর দু'হাত দু'হাঁটুর আগে উঠাতেন' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ)*। হাদীছটি যঈফ। অত্র হাদীছে শারীক নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।[৩]

(٩٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلاَةً-

(৯৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর উপরে একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী তার উপর ৭০ বার রহমত ও ক্ষমা বর্ষণ করেন' *(আহমাদ)*। হাদীছটি যঈফ। অত্র হাদীছে ইবনে লাহইয়া নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।[৪] উল্লেখ্য যে, ছহীহ হাদীছে ১০ বার রহমত বর্ষণের কথা রয়েছে।[৫]

(٩٤) عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ الْعُطَاسُ وَالنُّعَاسُ وَالتَّثَاؤُبُ فِي الصَّلاَةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَيْئُ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ-

(৯৪) আদি ইবনে ছাবিত তার দাদার মধ্যস্থতায় তার পিতা হ'তে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ছালাতে হাঁচি, তন্দ্রা ও হাই এবং ঋতু, বমন ও নাকশিরা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়' *(তিরমিযী)*। হাদীছটি যঈফ। হাদীছটিতে শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।[৬]

(٩٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ جَلَسَ فِيْ آخِرِ صَلاَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ-

(৯৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ছালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে বায়ু ছাড়ে, তাহ'লে তার ছালাত জায়েয হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাকে সালাম ফিরাতে হবে না' *(তিরমিযী)*। হাদীছটি যঈফ। অত্র হাদীছে আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আন'আম নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।[৭] এছাড়া হাদীছটি ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী।

সংশোধনী

(১) অক্টোবর ২০০১ সংখ্যায় নিয়মিত বিভাগ 'প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ'য়ে প্রকাশিত ৮২ নং হাদীছটি যঈফ হ'লেও ছহীহ বুখারীতে ৪০ বৎসর দাঁড়িয়ে থাকার কথা এসেছে (বুখারী হা/৫১০, ১/১৬১ পৃঃ 'মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার গোনাহ' অনুচ্ছেদ)। অতএব ছালাতের সামনে দিয়ে চলাফেরা করা আদৌ সমীচিন নয়, তবে জামা'আত চলাকালে একান্ত প্রয়োজনে মুক্তাদীদের কাতারের সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৮০)।

(২) একই বিভাগ সেপ্টেম্বর ২০০১ সংখ্যার ৭৭ নং হাদীছটি যঈফ হ'লেও অন্যত্র ছহীহ হাদীছে এসেছে 'যে ব্যক্তি ১২ বছর আযান দিবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং আযান দেওয়ার কারণে প্রতিদিন ৬০টি নেকী লেখা হবে ও প্রত্যেক ইক্বামতের জন্য ৩০টি নেকী লেখা হবে' (ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬৭৮, ১/২১৪ পৃঃ টীকা নং ৩ 'আযানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)।

* সদস্য, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. *তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/৮৬০, টীকা নং ৬।*
২. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৮৬, ১/১৬৮ পৃঃ।*
৩. *তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৮৯৮-এর টীকা নং ১।*
৪. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৯৩৫-এর টীকা নং ২।
৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৯২১।*
৬. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৯৯৯-এর টীকা নং ১।
৭. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১০০৮ এর টীকা নং ৩।

আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)

-ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী*

উপক্রমণিকাঃ

অন্ধকারের কীট আলোকে ভয় পায়, আলো তাদের চিরশত্রু। তেমনিভাবে অসত্য ও বাতিলের ধ্বজাধারী আল্লাহদ্রোহী ত্বাগূতী শক্তি কখনও শাশ্বত ইসলামের শান্তি সুন্দর অনুপম মতাদর্শকে সহ্য করতে পারেনি। তাই তারা বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর আহ্বানে সাড়াদানকারী নিবেদিতপ্রাণ ছাহাবীগণের উপর চালায় নির্যাতনের ষ্টীম রোলার। আর তাদের নির্যাতনের সবচেয়ে বড় শিকার হ'লেন হযরত আম্মার (রাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গ। মক্কার কাফেরদের নির্যাতনের যাতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে ইসলামে সর্বপ্রথম জীবন উৎসর্গ করে শাহাদতের নযরানা পেশ করেন তাঁর পরম স্নেহময়ী মাতা হযরত সুমাইয়াহ বিনতে খুব্বাত্ব।[১] খুলাফায়ে রাশেদার প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ভণ্ডনবী মুসাইলামাতুল কাযযাব -এর বিরুদ্ধে পরিচালিত ইয়ামামার রণাঙ্গনে তিনি যে রণনৈপুণ্যতা, সাহসিকতা, তেজস্বীতা ও পশ্চাৎপসারিত ছত্রভঙ্গ মুসলিম মুজাহিদগণকে রণপ্রান্তরে পুনরায় একত্রিত করার যে নযীর পেশ করেছেন তা বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই বিরল। তিনি এমনই এক মহান সম্মানিত ছাহাবী যাঁকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশাতেই হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ) -এর মাঝে সংঘটিত সিফফীনের যুদ্ধের সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড হিসাবে নির্বাচিত করে গিয়েছেন।[২]

নাম ও পরিচয়ঃ

নাম আম্মার। পিতার নাম ইয়াসির।[৩] মাতার নাম সুমাইয়াহ বিনতে খুব্বাত্ব।[৪]

পুরো বংশ পরিক্রমা হ'ল- আম্মার বিন ইয়াসির বিন আমের বিন মালিক বিন কিনানাহ বিন ক্বায়েস বিন হুসাইন বিন ওয়ামইয়াম বিন ছা'লাবা বিন আউফ বিন হারিছা বিন আমের বিন ছামির।[৫]

হযরত আম্মার (রাঃ)-এর পূর্বপুরুষগণ ইয়ামেনের অধিবাসী। তাঁর পিতা ইয়াসির (রাঃ) স্বীয় দু'ভাই মালিক ও হারিছের সাথে মক্কায় আসেন তাদের হারানো চতুর্থ ভাইকে খোঁজার জন্য। কিন্তু হারানো ভাইকে খুঁজে না পাওয়ায় ইয়াসির (রাঃ)-এর ভ্রাতৃদ্বয় ইয়ামেনে ফিরে গেলেন, কিন্তু তিনি মক্কায় অবস্থানকেই পসন্দ করলেন এবং আবু হুযাইফা ইবনে মুগীরার নিকট আশ্রয় লাভ করেন।[৬] তিনি আবু হুযাইফা ইবনে মুগীরার কৃতদাসী সুমাইয়াহ বিনতে খুব্বাত্বকে বিয়ে করেন। অতঃপর আম্মার (রাঃ) জন্মগ্রহণ করলে আবু হুযাইফা তাঁদেরকে দাসত্বের জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে দেন।[৭]

ইসলাম গ্রহণ ও তার প্রতিক্রিয়াঃ

হযরত আম্মার (রাঃ) 'আস-সাবিক্বূনাল আওয়ালূন' তথা প্রথম সারির ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম একজন। তিনি 'দারুল আরক্বামে' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আম্মার (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূল (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত অমীয় বাণী শ্রবণ করার জন্য 'দারুল আরক্বামে' রওয়ানা হ'লাম। দারুল আরক্বামের সন্নিকটে ছুহাইব ইবনে সিনান-এর সাথে সাক্ষাত হ'ল। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? তিনি আমাকে বললেন, আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন সেটা আগে বলুন। আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদের মুখনিঃসৃত অমীয় বাণী শ্রবণ করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেছি। তখন ছুহাইব ইবনে সিনান বললেন, আমারও ইচ্ছা তাই। অতঃপর আমরা উভয়ই রাসূল (ছাঃ) -এর নিকট প্রবেশ করলাম এবং তাঁর হৃদয়গ্রাহী তথ্য ও হিকমতপূর্ণ ভাষণে আমাদের হৃদয় ইসলামের মহাবাণীর সিক্তরসে সিঞ্চিত হ'ল। তাই আমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর মোবারক হাতে হাত রেখে ইসলামে দীক্ষিত হ'লাম।[৮] উল্লেখ্য যে, হযরত আম্মার (রাঃ) -এর পূর্বে মাত্র ত্রিশ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৯]

---

* পরিচালক, ইসলামিক এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট একাডেমী, রেলওয়ে ষ্টেশন রোড, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

১. শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬ইং/১৪১৭হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৯।

২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৬।

৩. হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুতঃ দারুস সাদার, ১৯৬৮ ইং), ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৮।

৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৭।

৫. তাহযীবুত তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৮।

৬. মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, ডঃ মুহাম্মাদ মোস্তাফীযুর রহমান প্রমুখ, আল-মুস্তাখাবুল আরাবী লিদ-দাখিল (ঢাকাঃ মুহাম্মাদী লাইব্রেরী, ১৯৮৬ইং), পৃঃ ২৯।

৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৭।

৮. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, ফী মা'রেফাতিছ ছাহাবাহ (বৈরুতঃ দারু এহইয়াউত তুরাছ আল-আরাবী, তাবি), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩-৪৪।

৯. প্রাগুক্ত।

তিনি ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁর পিতা ইয়াসির ও মাতা সুমাইয়াহ ইসলাম গ্রহণ করেন।[১০] ইমাম মুজাহিদ (রহঃ) বলেন,

أول من اظهر إسلامه سبعة– رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبوبكر و بلال و خباب و صهيب و عمار و أمه سمية–

'সাতজন লোক সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করে তা প্রকাশ করেন। তাঁরা হ'লেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর, বেলাল, খাব্বাব, ছুহাইব, আম্মার ও তাঁর মাতা সুমাইয়াহ (রাঃ)।[১১]

হযরত আম্মার (রাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের ইসলাম গ্রহণ করাকে বনী মাখযূম গোত্রের লোকেরা সহ্য করতে পারল না। তাই তারা আম্মার (রাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালাতে লাগল।[১২] তারা প্রজ্বলিত অগ্নীতে লৌহ উত্তপ্ত করে তাঁদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে দাগ দিচ্ছিল, নির্মমভাবে বেত্রাঘাতও করছিল। ইতিমধ্যে তাঁদের নিকট দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পথ অতিক্রম করছিলেন।[১৩] তাঁদের উপর এ অমানবিক নিষ্ঠুর নির্মম নির্যাতন দেখে তিনি আগুনকে লক্ষ্য করে বললেন,

يا نار كونى بردا و سلاما على آل عمار كما كنت على إبراهيم–

'হে প্রজ্বলিত অগ্নী! তুমি আম্মার ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও, যেমনটি শীতল ও শান্তিদায়ক হয়েছিলে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর'।[১৪] অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আম্মার (রাঃ)-এর পরিবারবর্গকে লক্ষ্য করে শোকাহত ভাষায় বললেন,

صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة–

'ধৈর্যধারণ কর হে ইয়াসিরের পরিবারবর্গ! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান জান্নাত'।[১৫]

আম্মার (রাঃ) -এর পরিবারবর্গের প্রতি মক্কার কাফির-মুশরিকদের অত্যাচার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলল। একদা কুখ্যাত কুরাইশ নেতা আবু জাহল হযরত আম্মার (রাঃ) -এর মাতা সুমাইয়াহ (রাঃ) -এর দেহের সম্মুখভাগের নিম্নাংশে নির্মমভাবে বর্শাঘাত করে। ফলে হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেন।[১৬] উল্লেখ্য যে, তিনিই ইসলামের প্রথম শহীদ।[১৭]

হিজরতঃ

হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) -এর শাহাদাতের পরও নরকের কীট আবুজাহল বাহিনীর হৃদয় শীতল হয়নি। তারা আম্মার (রাঃ)-এর প্রতি আরও নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। তাই বাধ্য হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর অনুমতি নিয়ে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন আম্মার (রাঃ) আবিসিনিয়া হ'তে মদীনায় হিজরত করেন।[১৮] মদীনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) -এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন।[১৯]

শয়তানের সাথে লড়াইঃ

হযরত আম্মার (রাঃ) একদা বলেন, আমি শয়তানের সাথে লড়াই করেছি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কিভাবে? আম্মার (রাঃ) বললেন, কোন এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সফরসঙ্গী হ'লাম। পথিমধ্যে রাত্রী ঘনিয়ে আসলে আমরা এক পাহাড়ের পাদদেশে রাত্রী যাপনের জন্য যাত্রা বিরতি করলাম। আমি বালতি ও মশক নিয়ে পানি অন্বেষণের জন্য রওয়ানা হ'লাম। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সাবধান থেকো, পানির ভেতর থেকে কেউ এসে তোমাকে পানি আনতে বাধা দিতে পারে। আম্মার (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি জলাশয়ের মোহনায় পৌঁছলাম। ইতিমধ্যে পানির ভেতর থেকে কাকের চেয়েও কুৎসিত এক লোক বের হয়ে এসে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাকে আমি কিছুতেই পানি নিতে দেব না। আমি তার কথায় কর্ণপাত না করে সম্মুখে অগ্রসর হ'লাম। তখন সে এগিয়ে এসে আমাকে আক্রমণ করল। আমিও প্রচণ্ড বেগে তাকে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলাম। তখন সে আমাকেও প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করল। তখন আমি পাথর দিয়ে সজোরে তার মুখে ও কানে আঘাত করলাম। এতে সে পিছে হটে গেল। আমি বালতি ও মশক পূর্ণ করে ফিরে এলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, هل اتاك على

---

১০. *আল-মুন্তাখাবুল আরাবী, পৃঃ ২৯।*
১১. *হাফেয জামালুদ্দীন আবীল হাজ্জাজ ইউসুফ আল-মায়যী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৪ইং/১৪১৪ হিঃ), ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৬।*
১২. *তাহযীবুত তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৮।*
১৩. *উসদুল গাবাহ ফী মা'রেফাতিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪।*
১৪. *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪১০।*
১৫. *ইবনে হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আ'ল-ইলমিইয়াহ, তাবি), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৩; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৩; উসদুল গাবাহ ফী মা'রেফাতিছ ছাহাবাহ ৪/৪৪পৃঃ।*
১৬. *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৩।*
১৭. *তাহযীবুত তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৮; সিয়ার ১/৪০৯।*
১৮. *ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৬হিঃ/১৩৯৪বাঃ/১৯৮৬ইং), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৭; ইছাবা ২/২৭৩; তাহযীবুল কামাল ১৩/৪৪৩পৃঃ।*
১৯. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৭।*

الماء احد 'পানির ভেতর থেকে কেউ তোমার নিকট এসেছিল কি'? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি জান, সে কে? আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, সে হ'ল শয়তান।[২০]

ইসলামের সেবায় আম্মার (রাঃ)ঃ

ইসলাম প্রতিষ্ঠায় হযরত আম্মার (রাঃ) -এর অবদান অপরিসীম। তিনি বদর, ওহোদ, খন্দকসহ তাঁর জীবদ্দশায় সংগঠিত প্রতিটি যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২১] তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত 'বায়তুর রিযওয়ানে'ও অংশগ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে হাত রেখে দীপ্তকঠিন বায়'আত করেছিলেন।[২২] হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।[২৩] হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ভণ্ডনবী মুসাইলামাতুল কাযযাব-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদগণ প্রথম দিকে শত্রুবাহিনীর মোকাবিলায় টিকতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যেতে থাকে। তখন আমি আম্মার (রাঃ) -কে দেখলাম একটা প্রস্তর খণ্ডের উপর দণ্ডায়মান হয়ে মুসলিম মুজাহিদগণকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে বলছেন,

يا معشر المسلمين أمن الجنة تفرون؟ انا عمار بن ياسر هلموا إلى! إلي! و أنا انظر اذنه قد قطعت فهي تذبذب و هو يقاتل اشد القتال–

'হে মুসলিম মুজাহিদগণ! তোমরা কি জান্নাত থেকে পালাচ্ছ? আমি আম্মার ইবনে ইয়াসির, আমার দিকে ফিরে এসো, আমার দিকে ফিরে এসো। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ঐ সময় আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম শত্রু সৈন্যদের আঘাতে তাঁর কান কেটে ঢলঢল করে রক্ত ঝরছে। অথচ তখনও তিনি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন।[২৪] হযরত আম্মার (রাঃ) ছদ্মবেশে শত্রু সৈন্যদের মাঝে ঘুরাফেরা করতেন এবং তাদের গোপন তথ্য রাসূল (ছাঃ) -এর নিকট পৌঁছাতেন।[২৫]

ইলমে হাদীছে অবদানঃ

হযরত আম্মার (রাঃ) ইলমে হাদীছেও যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তিনি হাদীছ বর্ণনায় চতুর্থ স্তরের রাবী। তাঁর থেকে একশতের কিছু কম হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[২৬]

তাঁর নিকট থেকে যারা হাদীছ বর্ণনা করেছেনঃ

হযরত আলী ইবনে আবু ত্বালিব, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু মূসা আল-আশ'আরী, আবু উমামা আল-বাহেলী, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া, আলক্বামা, আবু ওয়ায়েল, হাম্মাম ইবনুল হারিছ, নাঈম ইবনে হানযালা, আব্দুর রহমান ইবনে আবাযী, নাযিরা ইবনে কা'ব, আবুল আসয়াল আল-খাযায়ী, আব্দুল্লাহ ইবনে সালমা আল-মুরাদী, ছারওয়ান ইবনে মিলহান, ইয়াহইয়া ইবনে ছা'দাহ, ক্বায়েস ইবনে উব্বাদ, ছিলাহ ইবনে যুফার, মুখারেক্ব ইবনে সুলাইম, আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, হাসান বাছরী, আবুল বাখতারী প্রমুখ।[২৭]

হযরত আম্মার (রাঃ) -এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীঃ

عن عكرمة قال قال لي ابن عباس ولابنه علي إنطلقا إلى ابي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذ هو في حائط يصلحه فاخذ ردائه فاحتبى ثم إنشاء يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة و عمار لبنتين لبنتين فراه النبي صلى الله عليه و سلم فجعل ينفض التراب عنه و يقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة و يدعونه إلى النار قال يقول عمار اعوذ بالله من الفتن–

হযরত ইকরামা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে ও তাঁর ছেলে আলীকে বললেন, তোমরা হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) -এর নিকট গিয়ে হাদীছ শুনে আস। আমরা আবু সাঈদ খুদরীর নিকট গেলাম, তখন তিনি একটা ফলের বাগানে কাজ করছিলেন। তিনি আমাদেরকে দেখে তাঁর চাদর খানি তুলে পেঁচিয়ে গায়ে দিলেন এবং হাদীছ বর্ণনা শুরু করলেন। তিনি মসজিদে নববী নির্মাণ প্রসঙ্গে বলেন,

---

২০. সিয়ার ১/৪১২ পৃঃ।
২১. ইবনে কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৯৯৪ ইং/১৪১৫হিঃ), ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ২৪৮; তাহযীবুত তাহযীব, ৭/৪৯০; ইছাবা ২/২৭৩।
২২. উসদুল গাবাহ ৪/৪৫পৃঃ।
২৩. ইছাবাহ ২/২৭৩; উসদুল গাবাহ ৪/৪৬ পৃঃ; ইসলামী বিশ্বকোষ ২/১৯৭ পৃঃ।
২৪. মুহাম্মাদ ইউসুফ আল-কান্ধালুভী, হায়াতুছ ছাহাবাহ (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫৩; সিয়ার ১/৪২২; উসদুল গাবাহ ৪/৪৬
২৫. আল-মুন্তাখাবুল আরাবী, পৃঃ ২৯-৩০
২৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ইং), পৃঃ ২৯৮-৯৯।
২৭. সিয়ার ১/৪০৭ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল ১৩/৪৪৩ পৃঃ

আমরা প্রত্যেকেই এক একটা করে ইট বহন করছিলাম; কিন্তু আম্মার (রাঃ) দু'দু'টো করে ইট বহন করছিলেন। মহানবী (ছাঃ) তাঁকে দেখে তাঁর শরীর হ'তে ধূলাবালি ঝেড়ে দিতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন, হায়! একটি বিদ্রোহী দল আম্মারকে হত্যা করবে। অথচ সে তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকতে থাকবে এবং তারা তাঁকে ডাকতে থাকবে জাহান্নামের দিকে। বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এরপর থেকে আম্মার (রাঃ) সব সময় দো'আ করতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ফিতনা থেকে বাঁচাও'।[২৮]

শাহাদাতঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালমা (রাঃ) বলেন, 'আমি সিফফীনের যুদ্ধে আম্মারকে দেখলাম তিনি একটি শানিত বর্শা হাতে নিয়ে বলছেন, 'সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি এই বর্শা দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সাথে তিনবার যুদ্ধ করেছি। এবার হ'ল চতুর্থ বার। আমি আমার অন্তিম কাল পর্যন্ত এই বর্শা দ্বারা যুদ্ধ করব। আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, আমরা (আলী (রাঃ) -এর পক্ষ) হক্ব তথা সত্যের ঝাণ্ডাবাহী। আর তারা (মু'আবিয়ার পক্ষ) বাতিলের ধ্বজাধারী'।[২৯]

আবুল বাখতারী বলেন, আম্মার (রাঃ) সিফফীনের যুদ্ধের প্রাক্কালে বললেন, 'আমাকে এক পেয়ালা দুধ দাও! তাঁকে দুধ দেয়া হ'লে তিনি তা পান করলেন এবং মুচকি হেসে বললেন,

قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن–

'আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই দুনিয়ার জীবনের তোমার সর্বশেষ পানীয় হবে দুধ'।[৩০] অতঃপর হাশিম বিন উতবা (রাঃ) -কে লক্ষ্য করে বললেন,

يا هاشم! تقدم! تقدم!!
الجنة تحت ظلال السيوف
والموت فى أطراف الاسنة
و قد فتحت ابواب الجنة
و تزينت الحور العين
اليوم نلقى حبيبنا محمدا (ص).

সম্মুখপানে এগিয়ে এসো হে হাশিম! এগিয়ে এসো!!
অসীর ছায়াতেই রয়েছে জান্নাত
আর মৃত্যু তো জীবনের প্রান্তসীমায়।
আজ জান্নাতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত হয়েছে,
আর চক্ষু শীতলকারিণী হূরদেরকে সুশোভিত করা হয়েছে,
আজ আমরা প্রাণপ্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদের সাথে মিলিত হব।[৩১]

এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সিংহের মত রণহুংকার দিয়ে তিনি রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শত্রুদের সাথে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে আবুল গাদিয়া নামক এক ব্যক্তি আম্মার (রাঃ)-কে তীরাঘাত করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এমন সময় আরেকজন লোক এসে তাঁর মাথাকে দেহচ্ছিন্ন করে ফেলে।[৩২] শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর[৩৩], মতান্তরে ৯৩ বছর।[৩৪] তাঁকে গোসল না করিয়ে যুদ্ধের পোষাকেই[৩৫] সিফফীনের প্রান্তরে দাফন করা হয়েছে।[৩৬] হযরত আলী (রাঃ) তাঁর জানাযার ইমামতি করেন।[৩৭]

হক্ব-বাতিলের মানদণ্ডঃ

সিফফীন যুদ্ধের প্রাক্কালে উভয় পক্ষই নিজেদের সত্যের ঝাণ্ডাবহী বলে দাবী করেন। ফলে নিরপেক্ষ মুসলমানগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তাই ছিফফীন যুদ্ধের প্রাক্কালে জনৈক লোক প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) -কে বললেন,

ارأيت إذا نزلت فتنة كيف اصنع–

'আপনি কি ফেতনা প্রত্যক্ষ করছেন না? এ মুহূর্তে আমরা কি করব? আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বললেন, عليك بكتاب الله 'তোমার জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে'।

লোকটি এবার বলল,

ارأيت إن جاء قوم كلهم يدعون الى كتاب الله؟

'আপনি কি দেখছেন না, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে মানুষকে আহ্বান করছেন'?

তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বললেন,

سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق–

---

২৮. *ছহীহ বুখারী (দিল্লীঃ কুতুবখানা রশীদিয়া, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪; মুসনাদে আহমাদ হা/২১৯৩২; ছহীহ মুসলিম হা/২৯১৬।*
২৯. *সিয়ার ১/৪০৮।*
৩০. *প্রাগুক্ত পৃঃ ৪২৫।*
৩১. *হায়াতুছ ছাহাবাহ, ১/৫৫৫; সিয়ার ১/৪০৮।*
৩২. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ ২৪৮।*
৩৩. *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ১৩/৪৪৯ পৃঃ।*
৩৪. *তাহযীবুত তাহযীব, ৭/৪১০; সিয়ার ১/৪২৬ পৃঃ।*
৩৫. *উসদুল গাবাহ ফী মা'রেফাতিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৭; আল-বিদায়া ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ ২৪৮।*
৩৬. *তাহযীবুত তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪১০।*
৩৭. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ ২৪৮।*

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন মানুষ মতপার্থক্যে উপনীত হবে, তখন সুমাইয়াহ -এর বেটা আম্মার সত্যের পক্ষে থাকবে'।[৩৮]

চরিত্রঃ

হযরত আম্মার (রাঃ) অনুপম মার্জিত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময়ই নীরব থাকতেন, অপ্রয়োজনীয় কোন কথা বলতেন না। আর সদা সর্বদা মহান প্রভুর নিকট ফেতনা-ফাসাদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।[৩৯] তিনি সাধাসিধে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। কূফার শাসনকর্তা থাকাকালেও তিনি স্বীয় কাঁধে আটার বস্তা বহন করতেন।

মর্যাদাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ছাহাবীগণের মাঝে অন্যতম মর্যাদাবান ছাহাবী ছিলেন হযরত আম্মার (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে এরশাদ করেন,

إن الجنة تشتاق الى ثلاثة على و عمار و سلمان–

'নিশ্চয়ই আমার উম্মতদের মধ্য হ'তে তিনজনের জন্য জান্নাতকে সুশোভিত করা হয়েছে। তারা হ'ল আলী ইবনে আবু ত্বালিব, আম্মার ইবনে ইয়াসির ও সালমান ফারেসী।[৪০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আম্মার (রাঃ)-কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। একদা হযরত আম্মার (রাঃ)-এর সাথে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-এর কথা কাটাকাটি হয় এবং এতে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) হযরত আম্মার (রাঃ)-এর প্রতি রাগান্বিত হন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

من عادى عمارا عاداه الله و من ابغض عمارا ابغضه الله–

'যে ব্যক্তি আম্মারের সাথে শত্রুতা করবে, আল্লাহ তার সাথে শত্রুতা করবেন। আর যে ব্যক্তি আম্মার (রাঃ)-এর প্রতি রাগান্বিত হবে, আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হবেন'।[৪১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আম্মার (রাঃ)-এর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন,

دم عمار و لحمه حرام على النار–

'আম্মারের রক্ত ও মাংস জাহান্নামের অগ্নির উপর হারাম'।[৪২]

হযরত ইবরাহীম হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলক্বামা শাম (বর্তমানে সিরিয়া) দেশে গেলেন, অতঃপর যখন শামের মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমার জন্য একজন সৎ সাথীর সাহচর্যকে সুলভ করে দাও। অতঃপর আলক্বামা (রহঃ) প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আবু দারদাহ (রাঃ) -এর পাশে বসলেন, তখন আবু দারদাহ (রাঃ) বললেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? তিনি বললেন, কূফা হ'তে। তখন আবু দারদাহ (রাঃ) বললেন, আপনাদের মাঝে কি সেই মহান ব্যক্তিটি নেই? যাঁকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর যবান দ্বারা উত্তম প্রতিদান দিয়েছেন? আর তিনি হ'লেন হযরত আম্মার (রাঃ)। তাঁর সাহচর্য লাভ করলেই তো যথেষ্ট হ'ত।[৪৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু দারদাহ (রাঃ) আলক্বামা (রহঃ) -কে বলেছেন,

اليس فيكم الذى أعاذه الله على لسان نبيه من الشيطان يعنى عمارا–

'তোমাদের মাঝে কি সেই মহান ব্যক্তিটি নেই? যাঁকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর ভাষায় শয়তান থেকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছেন'? অর্থাৎ তিনি হ'লেন হযরত আম্মার (রাঃ)।[৪৪]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এমন কোন নবী নেই যে, আল্লাহ তাঁকে সাতজন পরম বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক দান করেননি। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে চৌদ্দজন নিবেদিতপ্রাণ বন্ধু দান করেছেন। তাঁরা হ'ল, হামযাহ বিন আব্দুল মোত্তালিব, আবুবকর ইবনে আবু কুহাফা, ওমর ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনে আবু ত্বালিব, জা'ফর বিন আবু ত্বালিব, হাসান ইবনে আলী, হোসাইন ইবনে আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আবু যর গিফারী, মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ আল-কিন্দী, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান, আম্মার ইবনে ইয়াসির, বিলাল ইবনে রাবাহ ও সালমান আল-ফারেসী (রাঃ)।[৪৫]

সমাপনীঃ

হযরত আম্মার (রাঃ) ছিলেন সত্য-ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক। তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছিলেন ইসলামের জন্য। আমরা যেন তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা লাভ করে সত্য ও ন্যায়ের পথে অটল ও অবিচল থাকতে পারি, দরবারে এলাহীতে এই প্রার্থনা জানাই। আল্লাহুম্মা আমীন!!

---

৩৮. *সিয়ার ১/৪১৬।*
৩৯. *সিয়ার ১/৪২৪।*
৪০. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২৩।*
৪১. *তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম জুয, পৃঃ ২৪৮; সিয়ার ১/৪১৩; তাহযীবুত তাহযীব ৪/১২২; তাহযীবুল কামাল ১৩/৪৪৭ পৃঃ।*
৪২. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৬৮১৪; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ ২৪৮; তাহযীবুল কামাল ১৩/৪৪৮; ইছাবাহ ২/২৭৪; সিয়ার ১/৪১৫ পৃঃ।*
৪৩. *সিয়ার ১/৪১৫ পৃঃ।*
৪৪. *ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৯।*
৪৫. *ছহীহ বুখারী হা/৩৭৪২ ও ৩৭৬১; সিয়ার ১/৪১৭ পৃঃ।*
৪৬. *জামে তিরমিযী, হা/৩৭৮৭ ও ৩৭৯১; তাহযীবুল কামাল ওয়া আসমাইর রিজাল, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৬-৪৭।*

অর্থনীতির পাতা

বাংলাদেশে ইসলামী বীমাঃ সমস্যা ও আমাদের করণীয়

*-শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

** প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

পটভূমিঃ

ইসলামী বীমা বা 'তাকাফুলে'র পরিধি মুসলিম দেশ সমূহের সীমানা ছাড়িয়ে অমুসলিম দেশেও পৌঁছে গেছে এক দশকেরও বেশী আগে। বাংলাদেশে এর যাত্রা কেবল শুরু। বলা চলে এদেশে ইসলামী তাকাফুলের এখন শৈশবকাল। মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনেই সহায়-সম্পদ ও পণ্য সামগ্রীর নিরাপত্তার পাশাপাশি পরিবার-পরিজনদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা ভেবেই বীমার আশ্রয় নিয়ে আসছে শতাব্দী কাল আগে থেকেই। কিন্তু মুসলমানদের জন্য এই বীমায় অংশগ্রহণ করা বৈধ বা জায়েয ছিল না। কারণ এর মধ্যে চারটি এমন আপত্তিকর উপাদান রয়েছে, যা ইসলামে সর্বৈব নিষিদ্ধ। এগুলি হ'ল যথাক্রমে (ক) আর-রিবা (সুদ), (খ) আল-মাইসির (ঘুস), (গ) আল-গারার (অজ্ঞতা/অনিশ্চয়তা) এবং (ঘ) শরী'আহ বিরোধী উত্তরাধিকারী বা নোমিনী মনোয়নের ব্যবস্থা। এজন্যই দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম বিশ্বে বিকল্প বীমার প্রয়োজন ও অপরিহার্যতা অনুভূত হচ্ছে। বিশেষতঃ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সহযাগী হিসাবে ইসলামী বীমা চালুর প্রয়োজন আরও তীব্র হয়ে দেখা দেয়।

এই অভাব পূরণের জন্য প্রখ্যাত ফকীহগণের সহযোগিতা ও পরামর্শে এবং বীমা ব্যবসায়ীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সম্মিলনে যে পদ্ধতিটি দুই দশক আগে উদ্ভাবিত হয়েছে তারই নাম 'শিরকাত আত-তাকাফুল আল-ইসলামিয়া'। এর মূল কথা হ'ল, যৌথভাবে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। হালাল উপায়ে উপার্জন বৃদ্ধির পাশাপাশি সহযোগী সদস্যদের কারো উপরে বিপদ-আপদ আপতিত হ'লে সেই দুঃসময়ে তার পাশে দাঁড়াবার প্রক্রিয়াই হ'ল তাকাফুলের মূল কথা। 'তাবাররু' বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ডোনেশনের মাধ্যমে এই সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক প্রিমিয়াম প্রদানের সময়েই একজন গ্রহীতা একই সঙ্গে তার অদেখা সহযোগী সদস্যের নিরাপত্তার প্রয়োজনের কথা ভেবেই নির্দিষ্ট একটা হারে নির্দিষ্ট একটা অংকের অর্থ জমা দেন। এর উপর তার কোন দাবী থাকবে না বা এই অর্থের মুনাফাও তিনি পাবেন না। এটাই 'তাবাররু'। বীমা বা তাকাফুল কোম্পানী 'তাবাররু' হিসাবে প্রাপ্ত এই অর্থ বিনিয়োগ বা উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহার করবে এবং এজন্য এর লাভ জমা করবে নির্ধারিত পৃথক একাউন্টে। আল্লাহ না করুন, কেউ বিপদগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে এই অর্থই তার কাজে আসবে। বীমাকারীর নিজের জন্যও এটা প্রযোজ্য হয়ে বসতে পারে। পূর্ণ প্রিমিয়াম পরিশোধের পূর্বেই বীমাগ্রহীতা মারা গেলে তার প্রাপ্তব্য অর্থের বাকী অংশ পূরণ করা হয় এই 'তাবাররু' তহবিল হ'তেই। সুতরাং পূর্ণ বীমা দাবী পরিশোধের ক্ষেত্রে 'তাবাররু'-এর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশেষ তহবিল সৃষ্টি ও যাবতীয় লেনদেনে সূদের কোন সংশ্রব না থাকাই একে ইসলামী শরী'আহর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।

ইসলামী তাকাফুলের প্রথম প্রয়াস এদেশে গ্রহণ করে 'হোমল্যাণ্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স'। এরাই সুদী বীমার পাশাপাশি পরীক্ষামূলকভাবে ইসলামী বীমা বা তাকাফুলের প্রবর্তন করে এবং বিপুল সাড়া পায়। এরপরে একে একে এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে 'ইসলামী ইন্সিওরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড', 'ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্সিওরেন্স লিমিটেড' এবং অতি সম্প্রতি 'ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্সিওরেন্স লিমিটেড' প্রমুখ প্রতিষ্ঠান। এর নেপথ্যে যে দু'টি বিষয় কাজ করেছে সে সম্বন্ধে ধারণা থাকা ভাল। **প্রথমতঃ** বাংলাদেশে বীমা ব্যবসার অগ্রগতি বিস্ময়কর। তবে তা ঘটেছে মাত্র গত দশকেই। স্বাধীনতা লাভের পর পরই এদেশের সকল বেসরকারী বীমা কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্বকরণ করে মাত্র দু'টো প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সরকারী ব্যাংকগুলি বিরাষ্ট্রীয়করণের পাশাপাশি যেমন বেসরকারী খাতেও ব্যাংক খোলার অনুমতি দেওয়া হয়, তেমনি বেসরকারী খাতে বীমা কোম্পানী-সাধারণ ও জীবন-বীমা উভয়ই প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে দেশের জনগণের কাছে, বিশেষতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত লোকদের বীমার প্রয়োজনও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্যই একদিকে যেমন হু হু করে বীমা কোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকে, তেমনি অন্যদিকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে অবিশ্বাস্যরকম দ্রুতগতিতে।

বর্তমানে দেশে ১৮টি জীবন বীমা ও ৪৩টি সাধারণ বীমা কোম্পানী কাজ করে যাচ্ছে। দশ বছর পূর্বে ১৯৯১ সালে জীবন বীমা খাতে বার্ষিক প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি টাকা। দশ বছর পরে ২০০০ সালের শেষ নাগাদ এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার+৫০০%। সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে এই অংক ১৯৯১ সালের ২০০ কোটি টাকা হ'তে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৪০০ কোটি টাকায়। এক্ষেত্রে নীট বৃদ্ধির পরিমাণ +১০০%। ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন উদ্যোক্তাদের সম্ভাবনাময় এই বিশাল বাজারে প্রবেশ করতে চাওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। **দ্বিতীয়তঃ** বাংলাদেশের

জনগণের ৮৫% মুসলমান। এই জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশই মনেপ্রাণে ইসলামী আক্বীদার অনুসরণ করতে আগ্রহী। তাই তারা প্রচলিত সুদভিত্তিক বীমার গ্রহীতা হ'তে উৎসাহ দেখায় না। এই জনগোষ্ঠীর হাতে যে অর্থবিত্ত রয়েছে তা একমাত্র ইসলামী পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানই ব্যবহারের সুযোগ পেতে পারে। নতুন চালু হওয়া ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলি এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করতে চাচ্ছে। জানা গেছে, ইতিমধ্যেই ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলি একযোগে শতকোটি টাকার প্রিমিয়াম সংগ্রহে সমর্থ হয়েছে।

এই অবস্থায় ইসলামী বীমার প্রকৃত সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হ'লে এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঠিকভাবে পথ চলা খুবই যরূরী। কিন্তু ইতিমধ্যেই নানা অনিয়ম ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এ ধরনের সমস্যা যদি অংকুরেই বিনাশ না করা যায় তাহ'লে এক সময়ে সংশ্লিষ্ট জনগণের ক্ষতি হবে, প্রতিষ্ঠানগুলি সমস্যায় জর্জরিত হবে; সর্বোপরি ইসলাম বিরোধীদের হাতে ইসলামী অর্থনীতি তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিষোদগারের একটা মোক্ষম অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই। উপরন্তু ইসলামপন্থীরা যে জনগণের উপকার করার নাম করে শেষ অবধি তাদের ক্ষতিই করে এটা সাব্যস্ত করারও অপপ্রয়াস চালানো হবে। সেজন্যেই আজ যথাবিহিত সতর্ক হ'তে হবে, সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে বের করে তা দূর করতে হবে এবং একই সঙ্গে সমস্যা চিহ্নিত করে সেসবও সমাধানের জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ নেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় এ ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সম্ভাব্য সমস্যা চিহ্নিত করার প্রয়াস পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে সমাধানেরও পথ নির্দেশ প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে।

সমস্যাসমূহঃ

ইসলামী বীমার প্রথম ও কাঠামোগত সমস্যা হ'ল এর জনবল বা জনশক্তি। জানা গেছে, ইসলামী বীমা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেই, শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে ইসলামের অনুসারী, এমন লোকেরাই বেশী সংখ্যায় এসব কোম্পানীতে যোগ দিয়েছে। এর পিছনে দু'টো কারণ রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। **প্রথমতঃ** ইসলামী বীমার কর্মকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির অভাব। **দ্বিতীয়তঃ** নতুন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলি পরিচালনার জন্য উঁচুপদ ও আকর্ষণীয় বেতনে অন্যান্য সনাতনী বীমা কোম্পানীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের নিয়োগ।

প্রথম সমস্যাটির সমাধানের জন্য ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে যোগ্য কর্মী বাছাই করে তাদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়াই সমীচীন হবে। যথোচিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর অভাব পূরণের জন্যে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে এগুতে হবে; সাময়িক কোন উদ্যোগে স্থায়ী ও ফলপ্রসূ উপকার দর্শাবে না। বাছাই করা কর্মীদের প্রয়োজনীয় পাঠদানের পাশাপাশি মাঠপর্যায়ের কাজের প্রশিক্ষণ ও কর্মশিবিরের মাধ্যমে বীমার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা সম্বন্ধে তাদের দক্ষ করে তোলা সম্ভব। এর পরেও তাদের কাজের নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও তদারকী করতে হবে, শাখাগুলির শরী'আহ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা হ'তে হবে। এর ফলে ভুল-ত্রুটি শুধরে তারা ধীরে ধীরে দক্ষ কর্মী হয়ে উঠবে।

তবে দ্বিতীয় সমস্যাটির সমাধান অতীব দুরূহ। কারণ কতিপয় সম্মানজনক ব্যতিক্রম বাদ দিলে অন্য সুদী প্রতিষ্ঠান হ'তে আগত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ দীর্ঘদিনের চর্চা ও অভ্যাসের ফলে গড়ে ওঠা মন-মানসিকতা ও কর্মপদ্ধতিতে অভ্যস্ত হওয়ায় নতুনকে সহজে গ্রহণ করতে চাইবে না। এমনকি আন্তরিক সদিচ্ছা থাকলেও বহুক্ষেত্রে তার বাস্তব প্রতিফলন না হয়ে ঘটবে বিপরীত। তারা বরং বোর্ড অব ডিরেকটরস ও শরী'আহ কাউন্সিলকে তাদের সুবিধামতো ব্যাখ্যা ও কর্মকৌশলই কায়দা করে উপস্থাপন করে সেটাই অনুমোদন করিয়ে নেবার চেষ্টা করে থাকেন। দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে এই তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। এর প্রতিবিধানের জন্যে শরী'আহ কাউন্সিলকেই দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু বিদ্যমান অবস্থায় তাও সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয় সে সম্পর্কে যথাযথ স্থানে আলোচনা করা যাবে।

বাংলাদেশে ইসলামী বীমার দ্বিতীয় সমস্যা হ'ল কমিটমেন্টের অভাব। যথার্থ কমিটমেন্ট না থাকলে কোন সৎ কাজও শেষ অবধি সফলতার মুখ দেখে না। এদেশে ইসলামী বীমার প্রচলন সনাতন বীমা পদ্ধতির প্রতি এক চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় ইসলামী বীমার উদ্যোক্তা, কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের যদি ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়নের কমিটমেন্ট না থাকে তাহ'লে এর ভবিষ্যৎ সাফল্য, বিশেষতঃ ইসলামী শরী'আহ পরিচালনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। ইতিমধ্যেই জনশ্রুতি রটেছে, ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলির কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদের অনেকেই ইসলামের ফরয অনুশাসনগুলি পর্যন্ত মেনে চলেন না। যাদের নিজেদের ব্যক্তি জীবনেই ইসলামের প্রতি আনুগত্য নেই তারা বেতনভুক্ত ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠানের ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে কতখানি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দেবে তা অবশ্যই প্রশ্নসাপেক্ষ। বস্তুতপক্ষে ইসলামী শরী'আহ বাস্তবায়নে যে নিষ্ঠা, শ্রম, সততা, ত্যাগ স্বীকার ও আন্তরিকতার প্রয়োজন সেই নিরিখেই কর্মকর্তা ও মাঠকর্মী

নির্বাচিত ও নিয়োজিত না হ'লে এই বীমা কোম্পানীগুলিও সাইনবোর্ডসর্বস্ব ইসলামী প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াতে বেশী সময় লাগবে না।

তৃতীয় যে সমস্যা ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে ভয়ংকর হিসাবে দেখা দিতে পারে সেটি হ'ল বীমাপত্র বিক্রির জন্যে মাঠকর্মীদের দ্বারা সৃষ্ট তথ্য বিকৃতি, অর্ধসত্য বক্তব্য ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। গ্রাহক বীমা পলিসি কিনলেই তবে মাঠকর্মী কমিশন পাবে। এক্ষেত্রে যত বেশী অংকের এবং যত বেশী সংখ্যক পলিসি বিক্রি করতে পারবে ততই তার প্রাপ্ত কমিশনের অংক স্ফীত হবে। উপরন্তু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হ'তে কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার হিসাবে পাওয়া যাবে মোটর সাইকেল, দামী উপহার সামগ্রী ও নগদ পারিতোষিক। এই প্রলোভন জয় করা দুরূহ। সুতরাং নানাভাবে 'হয়' কে 'নয়' এবং 'নয়' কে 'হয়' করে পলিসি বিক্রি, বিশেষতঃ জীবনবীমার পলিসি বিক্রির প্রবণতা কর্মীদের মধ্যে থাকতেই পারে। উপরন্তু প্রতিষ্ঠানও চাইবে দ্রুত বেশী সংখ্যায় মোটা অংকের যদি নাও বা হয় অন্ততঃ ছোট অংকের প্রচুর সংখ্যক পলিসি বিক্রির মাধ্যমে প্রিমিয়াম সংগ্রহ ও সেই প্রবাহ ধরে রেখে একটা স্ফীত অংকের পুঁজি গঠন করতে। তাই নিতান্তই বেকায়দায় না পড়লে মাঠকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ না করে বরং উৎসাহ প্রদানই অব্যাহত থাকে। সেজন্যই কায়দা করে পরিবেশিত ঈষৎ বিকৃত তথ্য ও মিথ্যা আশ্বাসের প্রেক্ষিতে বীমার টোপ যারা গিলবে, শেষ অবধি তা তাদের গলায় বিঁধবার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া যায় না।

দেশের সাধারণ মানুষ বা আম জনতা যারা ইসলামকে ভালবাসার কারণে প্রয়োজনে মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে মাঠে নামে তারা যদি প্রতারিত হয় তাহ'লে দুঃখ রাখার জায়গা থাকবে না। ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছে কোন কোন এলাকায় মাঠকর্মীরা ও অফিসাররা সর্বোচ্চ সততা ও সতর্কতার পরিবর্তে ভুয়া মেডিক্যাল সার্টিফিকেট বানিয়ে পলিসি বিক্রি করছে। এজন্যে ইসিজিসহ রক্ত ও অন্যান্য পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। এরকম ক্ষেত্রে প্রয়োজনের সময়ে গ্রহীতার বীমা দাবী পরিশোধে জটিলতা সৃষ্টি হ'তে পারে। প্রকৃত অবস্থার সাথে গরমিল দেখা দিলে বীমা গ্রহীতার ভোগান্তির সীমা রইবে না। তবে যেহেতু তাৎক্ষণিকভাবে অর্থাৎ খুব নিকটবর্তী সময়ে বীমা দাবী পরিশোধের ঘটনা অতি নগণ্য সেহেতু এই কারচুপি সহজে ধরা পড়ার নয়। যখন ধরা পড়ে ততদিনে ঐ বীমাকর্মী পগার পার।

ইসলামী বীমার মাধ্যমে পক্বতই উদ্যোক্তা, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাশাপাশি ব্যক্তি বীমাগ্রহীতাদের কল্যাণ চাইলে প্রতিষ্ঠান তথা কোম্পানীর কোন পর্যায় বা স্তরেই কোন প্রকার অনৈতিকতা, কারচুপি বা প্রতারণার আশ্রয় নেওয়াকে প্রতিরোধ করতে হবে। বরং পলিসি বিক্রির ক্ষেত্রে বীমাকর্মীদের বক্তব্য, আলোচনা ও পরামর্শে থাকতে হবে প্রকৃত আন্তরিকতা ও স্বচ্ছতা। কোন রকম ধোঁকা, অসত্য বা অর্ধসত্যের আশ্রয় নেওয়া চলবে না; বরং এ ধরনের অভিযোগ পেলে তাৎক্ষণিক তদন্ত করে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হ'লে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণই হবে উচিৎ পদক্ষেপ।

আমাদের করণীয়ঃ

বাংলাদেশে ইসলামী তাকাফুলের রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। তাক্বওয়া ও পরহেযগারী সম্পন্ন এমন লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমান নর-নারী রয়েছেন, যারা প্রচলিত সুদী বীমার সঙ্গে কোন প্রকার সংশ্রব রাখতে চান না। এরাই হবেন তাকাফুলের শক্তি ও সাফল্যের উৎস। সৎ, পরিশ্রমী, ঈমানী চেতনায় মযবূত ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনীর মাধ্যমে এদের দোরগোড়ায় তাকাফুলের দা'ওয়াত পৌঁছাতে পারলে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাবে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের মধ্য দিয়ে এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এজন্যে কিছু করণীয় রয়েছে আমাদের, কিছু প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদের। সেগুলি সম্পর্কেই এখানে আলোচনা করা হ'ল।

প্রথমতঃ দেশবাসীকে ইসলামী বীমা বা তাকাফুলের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে দেশের বরেণ্য ওলামা-মাশায়েখদেরই সম্যক ধারণা প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের কোটি কোটি ইসলাম প্রিয় জনগণ তাদের দিকেই তাকিয়ে থাকে। তাই এ সম্বন্ধে তাঁদের নিজেদেরও স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে হবে। তাঁরা যদি নিজেরা এর পরিধি, শরী'আহ্র বক্তব্য এবং কর্মকৌশল সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হয়ে আশ্বস্তবোধ করেন এবং এরই পাশাপাশি তাঁদের আলোচনা-বক্তৃতা-ওয়ায-মাহফিলে এই পদ্ধতির বীমা গ্রহণ সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন, পরামর্শ দেন, তাহ'লে ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলির জন্য সাফল্যের সিংহদ্বার খুলে যাবে। এদেশের বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বেলায়। সুদী ব্যাংকের বিরুদ্ধে তাঁদের বক্তব্য ছিল কঠোর। সুতরাং আজও যদি তাঁরা অনুরূপ ভূমিকা রাখেন, তাহ'লে ইসলামী বীমার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি না পাওয়ার কোন কারণ নেই। বীমার এই বিশাল বাজার শরী'আহভিত্তিক পরিচালিত কোম্পানীগুলিই ভোগ করবে। সুতরাং এই লক্ষ্যে তাদেরকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তৎপর হ'তে হবে।

দ্বিতীয়তঃ আঞ্চলিক যেলাভিত্তিক সেমিনার-সিম্পোজিয়াম তাকাফুলের পরিচিতি ও এর অনুকূলে জনমত গঠনে খুবই উপযোগী হবে। রাজধানী ঢাকাতে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার ও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হ'তেই পারে। কিন্তু তার ঢেউ গ্রামাঞ্চলে তো দূরের কথা, দূরবর্তী শহর

বা শহরতলীতে পৌঁছায় কদাচিৎ। এর প্রতিবিধানের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে বিভাগীয় শহরগুলিসহ ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রংপুর ও বগুড়ার মত শহরগুলিতে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যান্য যেলা শহরগুলিতে সেমিনার-ওয়ার্কশপের আয়োজন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে শিক্ষিত লোকদের ঔৎসুক্যের যেমন জবাব দেওয়া সহজ হবে তেমনি নানা ধরনের লোককে তাকাফুল সম্বন্ধে সরাসরি ওয়াকিফহাল করাও সহজ-সাধ্য হবে। এরই ঢেউ গিয়ে লাগবে শহরতলী এলাকায় এবং সেখান হ'তে পর্যায়ক্রমে থানা বা উপযেলাগুলিতে। স্বল্প বাজেটের এইসব সেমিনার বা ওয়ার্কশপের সুফল পরীক্ষিত। এদেশে কর্মরত এনজিওগুলি অব্যাহতভাবে এই কৌশল ব্যবহার করে যাচ্ছে তাদের কর্মসূচীকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য। সেই একই কৌশল তাকাফুলকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে ব্যবহারে ক্ষতি নেই, বরং লাভই ষোল আনা।

তৃতীয়তঃ প্রিমিয়াম সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ কোথায় ও কিভাবে ব্যবহৃত হবে সে সম্বন্ধেও কোম্পানীর পক্ষ হ'তে জনগণকে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া খুবই আবশ্যক। এ দেশের প্রধান দু'টি ইসলামী ব্যাংক যেমন তাদের নিজেদের মূলধন ও জনগণের প্রদত্ত আমানতের অর্থ কিভাবে ব্যবহার করবে ও কোন্ কোন্ খাতকে অগ্রাধিকার দেবে তা পূর্বাহেই জানিয়ে দেয়, ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলিরও সেই একই পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিৎ। তা না হ'লে ঠিক কোথা থেকে বা কোন উৎস হ'তে আলোচ্য বীমা কোম্পানীগুলি উপার্জন করবে, সেই উপার্জনের মধ্যে সন্দেহজনক কোন উপাদান রয়েছে কি-না এবং সে কারণেই প্রদত্ত মুনাফা গ্রহণযোগ্য হবে কি-না এসব প্রশ্ন বা সংশয় মুমিনদের মধ্যে রয়েই যাবে। এই সংশয়ের অপনোদন বা জিজ্ঞাসার খোলাসা জবাব বীমা কোম্পানীগুলিরই দেওয়া উচিৎ তাদের নিজেদের স্বার্থেই।

চতুর্থতঃ প্রিমিয়ামের সাথেই প্রদেয় তাবাররুকে অঙ্গীভূত করে না দেখিয়ে এটা পৃথকভাবেই দেখানো উচিৎ। তাহ'লে বীমাগ্রহীতার মনে একটা সুস্পষ্ট তথ্য থাকবে যে, সত্যি সত্যি সহযোগী বীমা গ্রহীতাদের জন্য তাকে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে এবং এর মোট পরিমাণ তার নিজের ক্ষেত্রে কত দাঁড়াচ্ছে। এই স্বচ্ছতা অতীব যরূরী। এক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা বা ধোঁয়াশার পরিণাম ফল অশুভ হওয়া বিচিত্র নয়। বর্তমানে দেয় প্রিমিয়াম ও তাবাররু এক সঙ্গে অঙ্গীভূত করে দেখানো হচ্ছে এবং মাঠকর্মীরা তো বটেই, মাষ্টারী গোছের কর্মকর্তারাও সঠিক বলতে পারেন না তাবাররুর পরিমাণ, বয়স, মেয়াদ ও বীমা ভেদে কি হারে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এই অস্পষ্টতার জন্যে ভুল বোঝাবুঝি খুব স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পঞ্চমতঃ ইসলামী বীমা বা তাকাফুলকে জনপ্রিয় ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলার স্বার্থে প্রিমিয়াম হ'তেই বা প্রিমিয়ামের সাথেই 'তাবাররু' গ্রহণ না করে তার পরিবর্তে অর্জিত মুনাফার একটা সুনির্দিষ্ট অংশ 'তাবাররু' হিসাবে জমা রাখা হবে এমন পূর্বশর্ত নির্ধারণ করা অধিকতর কাম্য হবে। এর ফলে বীমা গ্রহীতাদের প্রদেয় প্রিমিয়ামের পরিমাণ হ্রাস পাবে। পরিণামে বীমা গ্রহীতাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং বিপুল সংখ্যক লোক বীমা সুবিধার আওতায় চলে আসবে।

প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার 'তাবাররু' প্রদানের বর্তমান পদ্ধতিই যদি চালু রাখতে হয়, তাহ'লে এক্ষেত্রে প্রদেয় অর্থ যেন অন্যান্য সাধারণ ব্যবসায়িক চুক্তির মত পরস্পর নির্ভরশীল না হয়। অর্থাৎ প্রদেয় প্রিমিয়ামের উপর তাবাররুর অনুপাত প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল না হওয়াই শ্রেয়। কারণ প্রিমিয়াম ও 'তাবাররু'র মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক হ'লে ইনছাফের প্রসঙ্গ পালিত হ'লেও ইহসানের দিক পুরোপুরিই অবহেলিত রয়ে যায়। যার বেশী প্রিমিয়াম দেবার ক্ষমতা রয়েছে তার বেশী পরিমাণ ত্যাগ স্বীকারেরও ক্ষমতা রয়েছে। তাই সমানুপাতিক হারের পরিবর্তে ক্রমবর্ধনশীল হারেই 'তাবাররু'র পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া উচিত।

ষষ্ঠতঃ ইসলামী বীমার প্রসারের জন্যে একে যেমন সমস্যা মুক্ত করতে হবে, তেমনি একই সাথে ক্রমপ্রসারমান প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে জনগণের উপযোগী বীমা প্রকল্প উদ্ভাবন করতে হবে। উদাহরণতঃ দেনমোহর বীমা, হজ্জবীমা, ওয়েজ আর্নার বীমা প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই পরিবর্তন আনয়নের জন্যেই চাই অব্যাহত গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ। এই লক্ষ্যে একদল সুদক্ষ গবেষক কর্মী নিয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে গাফলতির অর্থই হবে পিছিয়ে পড়া, যা হবে আত্মঘাতীর শামিল। গবেষণার দ্বারা নতুন নতুন প্রকল্পের প্রয়োগযোগ্যতা পরীক্ষা করা সম্ভব। এর মাধ্যমে বাজারের বিস্তৃতি ঘটবে। একই সঙ্গে কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে নিয়মিত কর্মসূচীও থাকতে হবে।

সপ্তমতঃ জনগণকে ইসলামী বীমা সম্পর্কে ভাল ভাবে বুঝাতে হ'লে চাই সুলিখিত পুস্তিকা ও পরিচিতিপত্র। বর্তমানে যে লিটারেচার রয়েছে তা এজন্যে একেবারেই অনুপযুক্ত। সুলিখিত ও তথ্যসমৃদ্ধ ক্ষুদ্র আকারের পরিচিতিপত্র ও পুস্তিকার মাধ্যমে ইসলামী তাকাফুল সম্পর্কে জনগণকে যেমন অবহিত করা যায়, তেমনি তা নানা ভ্রান্তি অপনোদনেও সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম। 'তাকাফুল' সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা অর্জনে সক্ষম হ'লে তারা নিজেরা তো পলিসি গ্রহণ করবেই, অন্যদেরও এজন্যে উৎসাহিত করবে। তাই এসব লিটারেচারে প্রচলিত বীমা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী, তাকাফুল কেন উন্নত ও

কল্যাণধর্মী ব্যবস্থা, শরী'আহ পরিচালনে এর অঙ্গীকার ইত্যাকার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। এসব পুস্তিকা ও পরিচিতিপত্রের বক্তব্য হবে গোছানো, জোরালো ও স্বচ্ছ। এতে মাঠকর্মীদের কাজেও প্রভূত সহায়তা হবে।

অষ্টমতঃ ইসলামী তাকাফুলের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন তৈরীর লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোও যরূরী। এদেশের সকল বীমা কোম্পানীই বৃটিশ শাসন আমলে প্রবর্তিত ১৯৩৮ সালের বীমা আইনের দ্বারা নিবন্ধিত ও নিয়ন্ত্রিত। এতে ইসলামী বীমা কোম্পানী তৈরীর কোন সুযোগ নেই। তাই বিদ্যমান আইন কাঠামোর মধ্যে ইসলামী শরী'আহ্র অনুসরণ এক কথায় দুঃসাধ্য। যেসব সমস্যায় ইসলামী ব্যাংকিং বাধাগ্রস্ত সেই একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হ'তে হবে ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলিকেও। বরং আরও বেশীই। কারণ বীমার জন্যে আলাদা আইন কার্যকর। উপরন্তু বীমা কোম্পানীগুলি তাদের অর্থ বিনিয়োগের জন্যে ব্যাংকের উপর দারুণ নির্ভরশীল। এজন্যেই উচিৎ হবে ইসলামী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীগুলির সম্মিলিত ও সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে প্রচলিত আইনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনার জন্যে জোরদার তৎপরতা চালানো। বাংলাদেশ ব্যাংক বা প্রধান বীমা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের আশ্বাস বা অনুমতি পত্র এজন্যে নির্ভরযোগ্য কোন দলীল নয়, দেশের আদালতে তা গ্রাহ্য হবে না। উপরন্তু শরী'আহ কাউন্সিলগুলি এজন্যে কতদিন 'বিশেষ বিবেচনায়' 'পরিস্থিতির আলোকে সাময়িক অস্থায়ী অনুমতি' ইত্যাদি আকারে অনুমোদন বা ছাড়পত্র দিয়ে যেতে পারবে তাও বিবেচ্য।

নবমতঃ নতুন এই বীমা পদ্ধতির বিকাশ ও সাফল্য, বিশেষ করে এর গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করবে এর শরী'আহ কাউন্সিলগুলির ক্ষমতা ও তৎপরতার উপর। শরী'আহ কাউন্সিলগুলি যদি শুধুই পরামর্শকের ভূমিকায় থাকে, তাহ'লে সম্ভাবনা রয়েছে কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে বা সর্বোচ্চ আর্থিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। এমনও হ'তে পারে শাখা পর্যায়ে যেসব অনিয়ম ও ত্রুটি ঘটবে সেসব আদৌ শরী'আহ বোর্ডের সামনে আসবে না। শরী'আহ বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণের পক্ষেও সকল শাখায় সরেজমিনে সকল কাগজপত্র ও লেনদেন কার্যক্রম পরীক্ষা করাও সম্ভব নয়। তাঁদের পক্ষে এই কাজটি করবেন মুরাকিবগণ। 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' এই প্রক্রিয়াই এখন অনুসরণ করছে। শুরুতে এই ব্যবসা তাদেরও ছিল না। পরবর্তীকালে শরী'আহ কাউন্সিলের প্রবল চাপেই তারা মুরাকিব (পর্যবেক্ষণ) নিয়োগ ও তাদের মাধ্যমেই শাখাগুলির শরী'আহ অডিট কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

মনে রাখতে হবে, শরী'আহ কাউন্সিলের সদস্যগণ দেশের অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাঁদের প্রদত্ত সার্টিফিকেটই ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলির শরী'আহ পরিচালনের নিশ্চয়তা তথা গ্রহণযোগ্যতার ছাড়পত্র। সুতরাং এই সার্টিফিকেটটি যেন যথাযথভাবে গ্রহণ করা হয়। শরী'আহ কাউন্সিলও মাঠ পর্যায়ের হাল-হকীকত জেনে এবং বাস্তবেই অফিসাররা শরী'আহ্র বিধি যথাযথ অনুশীলন করছেন কি-না তা পরখ করেই যেন তাঁদের মূল্যবান সার্টিফিকেটটি দেন। তা না হ'লে সমূহ সর্বনাশ নিশ্চিত। একদিকে শরী'আহ্র বরখেলাপ ঘটবে, অন্যদিকে এরই রন্ধ্র পথে সূদের অনুপ্রবেশ ঘটবে। তবে এই দায়িত্ব যথাযথ পালনের জন্যে শরী'আহ বোর্ডের ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে নিয়ন্ত্রক বা তত্ত্বাবধায়কের। তাদের অনুমোদন না হ'লে কোন কাজই করা যাবে না এমন ক্ষমতা বোর্ডকে পেতে হবে। উর্ধ্বতন অফিসার নিয়োগ হ'তে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের কর্মী বাছাইয়ে যেমন তাদের মতামত বা সুপারিশ থাকতে হবে তেমনি প্রতিটি স্কীম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, বিনিয়োগ কৌশল নির্ধারণ, আয়ের বৈধতা নিরূপণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের তত্ত্বাবধানমূলক দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকতে হবে। তবেই তাকাফুল কর্তৃপক্ষ শরী'আহ পালনে বাধ্য হবে। দেশবাসীও কৃতজ্ঞ থাকবে কাউন্সিলের কাছে।

সবশেষে যে বিষয়টির প্রতি বিশেষ নযর দেবার জন্যে তৎপর হওয়া উচিৎ সেটি হ'ল গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধান। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশই নিম্নবিত্ত ও ভূমিহীন কৃষক এবং একই সঙ্গে পল্লীবাসী। এদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধান তথা ভাগ্য উন্নয়নই হওয়া উচিৎ আমাদের সকল কর্মসূচীর কেন্দ্রবিন্দু। কারণ দারিদ্র্য মানুষকে কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যায়। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু গোটা পরিবারটিকেই ঠেলে দেয় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। এই অবস্থার প্রতিবিধানে ইসলামী তাকাফুল বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। অবশ্য এ জন্যে চাই প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও যথাযথ কর্মোদ্যোগ গ্রহণ। এই কাজে অংশগ্রহণের উদ্যোগ বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না থাকলে তেলা মাথাতেই তেল দেওয়া হবে, দরিদ্র এবং সবচেয়ে যাদের প্রয়োজন তাদের অবস্থার কোনই পরিবর্তন হবে না। ফলে জাতি হিসাবে আমরা দুর্বল ও পশ্চাৎপদই রয়ে যাব। এজন্যেই আল-কুরআনে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে 'এবং তাদের (বিত্তশালীদের) সম্পদে হক্ব রয়েছে বঞ্চিত ও যাচঞাকারীদের' *(জারিয়াহ ১৯)*। এরই আলোকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে তাকাফুলের মত একটি চমৎকার পদ্ধতিকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় সেই কৌশল উদ্ভাবন এখন সময়ের দাবী। এই উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নিঃসন্দেহে আমরা রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ অর্জন করতে পারি।

নবীনদের পাতা

মায়ের দুধ ও অন্যান্য দুধঃ কুরআন, সুন্নাহ ও আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাশীর**

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এমনি এক বিস্ময়কর বিজ্ঞান, বিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিজ্ঞানও যাকে নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। কারণ আল-কুরআনের একটি বাক্যও অহেতুক নয়। এর প্রতিটি বাক্য নিয়ে বিজ্ঞানীরা যতই গবেষণা করছেন, ততই তাদের বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও সুফল বয়ে আনছে। নতুন নতুন জ্ঞানের রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে। তাইতো কবি ইমাম বুছীরী (রহঃ)-এর 'কাছীদায়ে বুরদা'র চরণ দু'টি বার বার মনে পড়ে যায়-

دامتْ لَدَيْنَا فَفَاقَتْ كُلَّ مُعْجِزَةٍ

مِن النَّبِيِّيْنَ إِذْ جَاءتْ وَ لَمْ تَدُم

'সব কিতাবের শ্রেষ্ঠ কিতাব

শ্রেষ্ঠ এ যে সব মো'জেযার

শেষ হয়েছে সব মো'জেযা

হবে না শেষ মো'জেযা তাঁর'।[১]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বিজ্ঞানকে সফলভাবে পথনির্দেশনা দিয়ে আসছে। কুরআনে বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। তন্মধ্যে মায়ের দুধও একটি। দুধ সম্পর্কে আল-কুরআনে যেমন বৈজ্ঞানিক আলোচনা পেশ করা হয়েছে, তেমনি দুধের অপরিসীম গুরুত্বের বর্ণনা দিয়ে বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অসংখ্য মুখনিঃসৃত বাণী স্বর্ণাক্ষরে বিভিন্ন হাদীছগ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণা করে সেগুলির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য উদ্ধার করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে মাতৃদুগ্ধ সহ চতুষ্পদ জন্তুর দুগ্ধ যেমন- গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদির দুগ্ধ সম্পর্কে কুরআন, হাদীছ ও আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ!

মাতৃদুগ্ধ সম্পর্কে আলোচনাঃ

"All babies need milk. Milk is their first food and mother's milk contain everything for them. Very young babies must drink their mother's milk".

অর্থাৎ 'সব শিশুর দুধের প্রয়োজন। দুধ তাদের প্রথম খাদ্য এবং মায়ের দুধে তাদের জন্য সবকিছুই থাকে। খুব ছোট শিশুরা অবশ্যই তাদের মায়ের দুধ পান করবে'।[২] মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে মাতৃদুগ্ধ দান ও মাতৃদুগ্ধ পানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন,

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة–

'এবং মায়েরা নিজের সন্তানকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে। যদি পূর্ণ সময় পর্যন্ত দুধ খাওয়াতে চায়' *(বাক্বারাহ ২৩৩)*। উল্লেখিত আয়াতাংশে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুগ্ধদানের প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ অন্যান্য আয়াতেও দুগ্ধপোষ্য শিশুকে স্তন্য দানের হালকা ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তার মা কষ্ট স্বীকার করে তাকে পেটে রেখেছে, কষ্ট স্বীকার করে জন্ম দিয়েছে এবং তার অন্তঃসত্ত্বা থেকে শুরু করে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত ৩০ মাস লেগে গেছে' *(আহক্বাফ ১৫)*। এ আয়াতের শেষাংশে দুধ পানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। স্বীয় সন্তানকে দুধ পানের প্রথাটি মহান আল্লাহ কর্তৃক হাযার হাযার বছর পূর্বের নির্ধারিত বিধান। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আমি মূসার মাকে নির্দেশ দিলাম তাকে (মূসাকে) দুধপান করাও' *(ক্বাছাছ ৭)*। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইহা বহু পুরাতন প্রথা। যা হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগেও কার্যকর ছিল। মূলতঃ ইহা মানবসৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই চলে আসছে।

মাতৃদুগ্ধ পানে শিশুর উপকারঃ

মাতৃদুগ্ধ পানে শিশুর জন্য রয়েছে বহুবিধ উপকার, যা নেই গরু কিংবা কৌটার দুধে। যে তাপমাত্রায় বাচ্চার শরীর সহজেই এই দুধকে গ্রহণ ও কাজে লাগাতে পারে, বুকের দুধ ঠিক সে তাপমাত্রায় পাওয়া যায়। বাচ্চা যখন মায়ের দুধ খাওয়া শুরু করে, তখন প্রথম চোটেই তার তৃষ্ণা মিটে যায়। কারণ প্রথম দিকের দুধে পানির পরিমাণ বেশী থাকে, চর্বি জাতীয় পদার্থ কম থাকে। গ্রীষ্মের ভীষণ গরমে

---

* আলীম ২য় বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. *মূলঃ ইমাম বুসিরী (রহঃ), কাব্যানুবাদঃ রূহুল আমীন খান, কাসীদা-ই-বুরদা (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় সংস্করণঃ মে ১৯৯৮), পৃঃ ৪৩। অনুরূপই মন্তব্য করা হয়েছে 'কমপিউটার ও আল-কোরআন' গ্রন্থে। যেমন- 'পবিত্র কুরআনের একটি বর্ণনাও এরূপ নেই, যার কোন একটি অংশের উপর আধুনিক বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যায়'। -দ্রঃ ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান, ঐ (ঢাকাঃ কোরআন শরীফ রিসার্স সেন্টার, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইং), পৃঃ ৫৮।*

২. *মোহাম্মদ হোসাইন আলী, কিশোর বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা (চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ কিশোর লাইব্রেরী, ৮ম মুদ্রণঃ জানুয়ারী ১৯৯৭), পৃঃ ২৯৮*

শিশুর শরীর থেকে বের হয়ে যাওয়া পানি ও প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের অভাব মায়ের দুধ সহজেই পূরণ করতে পারে।

এই দুধ একেবারে জীবাণু মুক্ত থাকে যদি মা পরিচ্ছন্নতা মেনে চলেন। অপরিচ্ছন্ন স্তন ও তার বোঁটা থেকে জীবাণু দ্বারা দুধ সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু দুধ বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বাচ্চা তা পান করে ফেলে বলে জীবাণু যদি এতে এসেও পড়ে, তবেও তা বংশ বিস্তারের সুযোগ পায় না। তাই মায়ের দুধ প্রকৃতই জীবাণু মুক্ত।[৩]

শিশুর জন্য মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই। শিশুর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জীবাণু ধ্বংসকারী ল্যাকটোফেরিন, লাইসেজাইম মায়ের দুধে বিদ্যমান। ল্যাকটোফেরিন কেনডিভা, এলবিকেনস জাতীয় ফাংগাস ও ইকোলাই, সিগেলা জাতীয় জীবাণুর বিস্তৃতি প্রতিহত করে।[৪] মায়ের দুধে প্রথমেই যে রোগ প্রতিরোধক দ্রব্য থাকে তার নাম 'ইম্যুনো গ্লোবিউলিন-এ'। সন্তান প্রসবের পর গাঢ় এবং হলুদ রঙ্গের যে দুধ মায়ের স্তন থেকে বের হয়ে আসে তাতে বেশীর ভাগই থাকে আমিষ। আর এ আমিষের শতকরা ৯৭ ভাগই 'ইম্যুনো গ্লোবিউলিন-এ'। এটা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট রোগ প্রতিরোধক দ্রব্য।[৫] তাছাড়া মায়ের দুধে থাকে পানি, আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফ্লোরাইড, ভিটামিন, এ্যামাইনো এসিড, হিষ্টিডিন, লিউসিন, ফ্রিওনিন প্রভৃতি পদার্থ। বিধায় মায়ের দুধ যেমন উপাদেয় তেমনি উপকারীও বটে।[৬] গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, মায়ের দুধ যে শুধু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিশুর নিরাপত্তা বিধানেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে তা নয়। উপরন্তু মায়ের দুধ শিশুদের বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতাও বাড়ায়।[৭]

দুগ্ধদানে মায়ের উপকারঃ

মাতৃদুগ্ধ পানে যেমন শিশুর অনেক উপকার আছে, তেমনি দুগ্ধদানে মায়েরও বহুবিধ উপকার রয়েছে। যারা বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করান তাদের জরায়ু খুব তাড়াতাড়ি গর্ভধারণের পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে। ফলে তলপেটের থলথলে ভাব সহজেই চলে যায়। দ্বিতীয়তঃ গর্ভধারণের সময় শরীরে যে চর্বি জমা হয়, তা বাচ্চাকে দুধ খাওয়ালে নিঃশেষ হয়ে যায়। সম্মিলিতভাবে তা মায়ের শারীরিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। দুগ্ধদানরত মায়েদের প্রসব পরবর্তী স্রাব তুলনামূলকভাবে অনেক কম হয়।[৮]

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর বুকের দুধ পান করানোর পরই মায়ের শরীর দ্রুত গতিতে সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসে। এছাড়া মায়ের পূর্বেই ভূমিষ্ঠ শিশুর দুর্বলতাও মাতৃদুগ্ধেই দূর হয়ে যায়।[৯] যেমন মায়ের দুধপানকারী শিশুদের উদরাময়, ফ্লু ও চর্মরোগ হয় না। তেমন নিয়মিত দুধদানকারী মায়ের স্তন ক্যান্সারের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।[১০] যে শিশু নিয়মিত মায়ের বুকের দুধ পান করে ক্রমে ক্রমে বড় হ'তে থাকে, সে শিশু এবং দুগ্ধ প্রদানকারী মা অনেক রোগ থেকে বেঁচে থাকে। এটা আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত।

উভয়ের মাঝে হৃদ্যতাঃ

মাতৃদুগ্ধ দানে শিশুর প্রতি মায়ের একটা মমত্ববোধ সৃষ্টি হয়। শিশু তার মায়ের দুধ পান কালে মায়ের বুকের উষ্ণতা অনুভব করে। ফলে ছোট থেকেই মায়ের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধাবোধ জন্ম নেয়। মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞগণের মতে, যখন মা তার শিশুকে দুধ পান করান, তখন দুধের সাথে অনুভূতিহীন তরঙ্গ ও স্পন্দন ও তরঙ্গই শিশু ও মায়ের মধ্যে ভালবাসা, স্নেহ-মমতা, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাবোধের কারণ হয়।

চিন্তা করুন! যে মা শিশুকে দুধ পান করান না, বরং কৃত্রিম দুধ অর্থাৎ কৌটার দুধ (সাদা বিষ) পান করান, সেবিকা ও আয়া দ্বারা লালিত-পালিত হয়ে একদিন সে বড় ও যুবক হয়ে যায়। অথচ মায়ের মিষ্টি দুধ পান করে না, তার মায়া-মমতা লাভ করে না, মায়ের কোলের উষ্ণতা অনুভব করে না, এমন বাচ্চার নিকট থেকে মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের আশা কিভাবে করা যায়?[১১]

---

৩. ডাঃ উবাইদ মুহসিন, কেন এবং কেমন করে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে (ঢাকাঃ গ্রন্থকার, দ্বিতীয় সংস্করণঃ নভেম্বর ১৯৯৩), পৃঃ ১১।

৪. ডাঃ মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন সুন্নাহ (ঢাকাঃ কাসেমিয়া লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯), পৃঃ ৩১।

৫. কেন এবং কেমন করে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, পৃঃ ১১। কিন্তু আমাদের দেশে অজ্ঞতার কারণে অনেক মা-ই সে দুধ শিশুর জন্য ক্ষতিকর মনে করে গেলে ফেলেন, যা অনুচিত। কারণ তা রোগ প্রতিষেধক বলে ডাক্তারদের কাছে বিবেচিত। ডাঃ উবাইদ মুহসিন আক্ষেপের সাথে বলেন, 'মাতৃদুগ্ধ পানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থার আরও দু'টি দিক আছে। একঃ প্রসব পরবর্তী গাঢ় হলুদ বর্ণের দুধ বা শাল দুধ গেলে ফেলে দেওয়া হয়। আর কতদিন দুধ খাওয়াতে হবে, কতদিন শুধু মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে, কোন সময় থেকে পরিপূরক খাদ্য দিতে হবে সে ব্যাপারে অনেকের মাঝে অজ্ঞতা রয়েছে। -ঐ, পৃঃ ১০।

৬. বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন সুন্নাহ, পৃঃ ৩২।

৭. মাসিক প্রজন্ম, ঢাকাঃ ১৮ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৯৯, পৃঃ ২।

৮. কেন এবং কেমন করে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, পৃঃ ১২।

৯. মূলঃ আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, অনুবাদঃ আবদুল কাদের, মাতা পিতা ও সন্তানের অধিকার (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫ইং), পৃঃ ১০২।

১০. কেন এবং কেমন করে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, পৃঃ ১২; বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন সুন্নাহ, পৃঃ ৩২।

১১. মূলঃ ডাঃ মুহাম্মাদ তারেক মাহমুদ, অনুবাদঃ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান (ঢাকাঃ আল-কাউছার প্রকাশনী, ১৪০২ হিজরী), পৃঃ ৩২২।

যে মা শিশুকে নিজের বুকে নিয়ে দুধ পান করায় সে শিশু দুধ পান ছাড়াও মায়ের নিকটে হেফাযতের অনুভূতি লাভ করে। আর এ অনুভূতি সারা জীবনই তার জাগ্রত থাকে এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে তাকে একজন ভাল মানুষ তৈরী করে। দুধের এ সম্পর্ক মা ও শিশুর মধ্যে অটুট বন্ধন সৃষ্টি করে। এ বন্ধন ও মায়া-মমতার সম্পর্ক বাজারে ক্রয়ের বস্তু হ'তে পারে না। মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, এ রোগের (হৃদরোগ) বর্ধিত সংখ্যার অন্যতম কারণ হ'ল আজকাল মানুষ মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত। আধুনিক সভ্যতা মা ও শিশুর মধ্যে এক কৃত্রিম প্রাচীর খাড়া করেছে। কাঁচের বা প্লাষ্টিকের জীবনহীন বোতল এবং তাতে ভরা পশুর দুধ মা'র নরম বাহু ও সবদিক থেকে পূর্ণ দুধের বিকল্প হ'তে পারে না। উপরন্তু দুধ পান করানোর সময় মা যে প্রশান্তি লাভ করেন তার কোন জবাব হয় না।[১২]

মায়ের সাথে শিশুর যে অসাধারণ সম্পর্ক ও গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয় তার প্রধানতম কারণ হ'ল দুধ। যেসব মা শিশুদেরকে নিজের দুধ পান করান না তারা সন্তানের জন্য সে আকর্ষণ অনুভব করেন না, যা শুধু দুধ পান করানোর কারণেই সৃষ্টি হয়। যদি তারা সন্তানদের সম্পর্কে সম্পর্কহীনতা ও শীতল সম্পর্কের অভিযোগ উত্থাপন করেন তাহ'লে সে জন্য তারাই দায়ী। কারণ সন্তানদের জীবনের প্রথম দু'বছরে তারা উত্তপ্ত বুকে লাগিয়ে যখন স্নেহ-ভালোবাসা ও আত্মিক সম্পর্ক সঞ্জীবিত করেননি, তখন স্বাভাবিকভাবেই পরিণতি এ হবে।[১৩] মাতৃদুগ্ধ পানে মাতা ও সন্তানের মাঝে আল্লাহ প্রদত্ত যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে, কৃত্রিম দুধে তা কখনই সম্ভব নয়।

মাতৃদুগ্ধ ও অন্যান্য দুগ্ধের পার্থক্যঃ

অনেকে শিশুকে গুঁড়ো দুধ খাওয়ান, যা ঠিক নয়। গরু ও গুঁড়ো দুধের চেয়ে পুষ্টি উপাদান মায়ের দুধে বেশী। যা পুষ্টি বিজ্ঞানীদের গবেষণানুযায়ী প্রাপ্ত। নীচে প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী বিভিন্ন রকম দুধে পাওয়া পুষ্টিমান তুলে ধরা হ'ল-[১৪]

পুষ্টি উপাদান	মায়ের দুধ	গরুর দুধ	গুঁড়ো দুধ
খাদ্য শক্তি (%)	৭৫	৬৬	৪৫.৬৮
প্রোটিন (গ্রাম)	১.৫	৩.৫	১.৫-৩.৯
চর্বি (গ্রাম)	৪.৫	৩.৭	১.৫-৫.৮
কার্বোহাইড্রেট (গ্রাম)	৬.৮	৪.৯	৪.৯-৭.৮
ভিটামিন 'এ' (আইউই)	১৮৯৬	১০২৪	১৩৪-৩০০
ভিটামিন 'সি' (মিলিগ্রাম)	৪৩	১১	৫.৯
ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	৩৪০	১৭০	১১০

দুগ্ধ পানকালে মায়ের বুকের দুধ ব্যতীত শিশুর জন্য আর কোন উৎকৃষ্ট, উপযোগী ও বিশুদ্ধ খাদ্য নেই। ভেড়া ও বকরীর বাচ্চার জন্য গাভী ও মহিষের দুধ ততটা উপযোগী নয় যতটা উপযোগী স্ব স্ব শ্রেণীর মায়ের দুধ। তাই প্রবাদ বাক্যের মত কথাগুলি চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠে-

"Many people do not give their babies mother's milk. They think that cows milk is as good as mother's milk. But they worng. Calves and babies are not the same. They are different. They need different milk. Cows milk is good for calves. Mother's milk is good for babies." অর্থাৎ 'অনেক লোক তাদের শিশুদের মায়ের দুধ দেয় না। তারা মনে করে গাভীর দুধ মায়ের দুধের মতই ভাল; কিন্তু তারা ভুল করে। বাছুর আর শিশু এক নয়। জাতিতে ভিন্ন। তাদের ভিন্ন দুধেরও প্রয়োজন। গাভীর দুধ বাছুরের জন্য ভাল আর মায়ের দুধ শিশুর জন্য ভাল'।[১৫] চতুষ্পদ জন্তুদের দুধ কখনই শিশুর জন্য মায়ের দুধের মত উপকারী হ'তে পারে না।

শিশুর জন্য গুঁড়ো দুধ ক্ষতিকরঃ

ইংল্যাণ্ডের স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগের বিশেষজ্ঞদের অভিমত হ'ল রাসায়নিক ও তড়িৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে গুঁড়ো দুধ তৈরী করা হয়, তাতে পরিচিত ও অপরিচিত অনেক উপাদান নষ্ট হয়ে যায়- যা কোনভাবেই পূরণ করা সম্ভব নয়। টিনের দুধে যেসব উৎপাদানের কথা বলা হয় অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়। ফলে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে শিশুরা আক্রান্ত ও বাধাগ্রস্ত হয়। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র এক তথ্যে প্রকাশ, বোতলের দুধ অর্থাৎ কৌটাজাত গুঁড়ো দুধ খাওয়ার ফলে প্রতি বছর অন্ততঃ ১০ লাখ শিশু মারা যায়। ১৯৮৬ সনে চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনার ফলে গুঁড়ো দুধের তেজস্ক্রিয়তার ফলে মানব দেহে (কৌটার দুধ গ্রহণে অভ্যস্ত এমন) দেখা যায় নানা রকম ভয়ঙ্কর সমস্যা। যেমন- চোখে ক্যাটারাক্ট দেখা দেওয়া, ত্বকের পরিবর্তন, রক্ত গঠনের কোষগুলি ধ্বংস হওয়া, বাচ্চা স্থলন, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদায়ন্ত্রের উপর আলাদা প্রলেপ পড়া, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হওয়া, মৃত বাচ্চা প্রসব, ক্যান্সার প্রভৃতি। গুঁড়ো দুধের মাধ্যমে বাড়তি তেজস্ক্রিয় পদার্থ গ্রহণ করা আমাদের

১২. *মাতা পিতা ও সন্তানের অধিকার, পৃঃ ১০৫।*
১৩. *তদেব, পৃঃ ৯৯।*
১৪. *মাসিক 'প্রেসক্রিপশন', ঢাকাঃ বর্ষ ৮, সংখ্যা ১, জুলাই ১৯৯৮, পৃঃ ৩৫।*
১৫. *কিশোর বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা, পৃঃ ২৯৯।*

মোটেই উচিৎ নয়। গুঁড়ো দুধের চেয়ে পুষ্টি উপাদান মায়ের দুধে বেশী। যা পুষ্টি বিজ্ঞানীদের গবেষণানুযায়ী প্রাপ্ত।[১৬] উল্লেখ্য, গুঁড়ো দুধ সর্বপ্রথম উৎপাদিত হয় সুইজারল্যাণ্ডের 'নেসলে' কোম্পানীতে ১৮৬৬ সালে।

তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশেই 'সাদা বিষ'[১৭] অর্থাৎ পাউডার দুধের চাহিদা যথেষ্ট হারে বেড়ে গেছে। এমনকি যে সকল দুধ ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলিতে অবৈধ ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে মন্তব্য করা হয়েছে এবং নিষিদ্ধও ঘোষণা করা হয়েছে, সে সকল দুধ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে খোলা বাজারে বিক্রয় হয়ে থাকে।[১৮] অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় ছাড়াও আমাদের দেশে আমদানীকৃত গুঁড়ো দুধের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের মতামত হচ্ছে, এই দুধ মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অতিরিক্ত গুঁড়ো দুধ খাওয়ার ফলে এ ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী বেড়ে যায়। শিশুকে গুঁড়ো দুধ বেশী খাওয়ানো হ'লে শিশুর উদরাময় রোগ বেশী হয়। গুঁড়ো দুধে যেসব উপাদানের নাম উল্লেখ থাকে তার অধিকাংশই উল্লেখিত পরিমাণে থাকে না। তাছাড়া শিশুর জন্য অত্যাবশ্যক জীবাণু ধ্বংসকারী ল্যাকটোফেরিন, ইমিউনিগ্লোবিউলস, লাইসোজাইম প্রভৃতি গুঁড়ো দুধে থাকে না। ফলে উদারময় ছাড়া শিশুর স্বাস্থ্যের অন্যান্য দিকের জন্যও এটা ক্ষতিকর।[১৯] মায়ের দুধ শিশুর জন্য যেরূপ উপকারী, গুঁড়ো দুধ সেরূপ উপকারী নয়। বরং ক্ষতিকর। বিধায় ইহা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য।

সর্বোপরি বলা যায় যে, সন্তানকে বুকের দুধ পান করালে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক সর্ববিষয়ে সুফল পাওয়া যায়। মা ও শিশুর মাঝে গভীর ভালবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি হয়। যা মা ও সন্তানের ভালবাসার বন্ধনকে সারা জীবন অটুট রাখে। পক্ষান্তরে গাভী বা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতকৃত দুধ পান করালে সন্তানের প্রতি মায়ের তেমন স্নেহ-ভালবাসা জন্মে না, যতটুকু জন্মে বুকের দুধ খাওয়ালে। অনুরূপ মায়ের প্রতিও ছেলের শ্রদ্ধাবোধ জাগে না, যতটুকু জাগে স্বয় মাতার স্তন পান করলে। আজ অনেক মাতা স্বীয় রূপ, লাবণ্য, যৌবনের উদ্দীপনা ও সৌন্দর্যকে চিরকাল অক্ষুণ্ন রাখার মানসে সন্তানকে বুকের দুধ না খাওয়ায়ে কৌটার দুধ (সাদা বিষ) খাওয়ায়ে থাকেন। এটাই কি কথিত সভ্য যুগের আধুনিক সভ্যতা? মাতাদের এ বিশ্বাস রাখা একেবারে অমূলক ও ভ্রান্ত। যা বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এ অভ্যাস পরিত্যাগ করে স্বীয় সন্তানকে নিজের বক্ষ নিঃসৃত দুধ খাওয়ানো উচিৎ।

১৬. মাসিক 'প্রেসক্রিপশন', পৃঃ ৩৫।
১৭. বর্তমানে সকল বিশেষজ্ঞগণ টিনজাত দুধকে 'সাদা বিষ' নামে অভিহিত করে থাকেন। দ্রঃ সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ৩৩০।
১৮. তদেব, পৃঃ ২৭৬।
১৯. মাসিক 'প্রেসক্রিপশন', পৃঃ ৩৫।

শুভেচ্ছা

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে 'আত-তাহরীকে'র সকল গ্রাহক ও শুভাকাঙ্খিদের আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানায়।

শুভেচ্ছান্তে,

মসজিদ কমিটি ও মুছল্লী বৃন্দ

বানাইপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
(তাওহীদ ট্রাষ্ট, ঢাকা কর্তৃক নির্মিত)
বানাইপুর, পোঃ হাট গাঙ্গোপাড়া
বাগমারা,

ভর্তি চলছে ॥ ভর্তি চলছে ॥

হোসেন বিশ্বাস সালাফিয়া মাদরাসা
শুকুলপট্টি, নাটোর

আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে কওমী মাদরাসার পাঠ্যক্রমসহ

হিফ্জ বিভাগ ও কিতাব বিভাগ এ

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে..... আসন সংখ্যা সীমিত

শিশু শ্রেণী হতে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত (আবাসিক-অনাবাসিক)

পরবর্তী বছর হতে ক্রমান্বয়ে শ্রেণী সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

- বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ভাষা শুদ্ধরূপে লেখা ও পড়া ছাড়াও কথোপকথনের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।
- বাংলা, ইংরেজী, আরবী, অংক, বিজ্ঞান, ভূগোল, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ইলমে কেরাত, শরীর চর্চা, ইসলামী সঙ্গীত, ড্রইং-ও অন্যান্য বিষয়ে, বিষয় ভিত্তিক যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা শিক্ষাদান কার্যপরিচালিত।
- আবাসিক ছাত্রদের থাকা ও খাবার সুব্যবস্থা আছে।
- অনাবাসিক ছাত্রদের যাতায়াতের জন্য নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা আছে।

- ভর্তি ফরম দেয়া হবেঃ ২২ ডিসেম্বর হতে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
- ভর্তি পরীক্ষাঃ ২৯ ডিসেম্বর ২০০১, সময়ঃ সকাল ১১-টায়।
- ভর্তির তারিখঃ ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর (অফিস চলাকালীন সময়ে)
- ক্লাস শুরুঃ ০১ জানুয়ারী ২০০২।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্ন ঠিকানা হতে প্রসপেক্টাস সংগ্রহ করুন

অধ্যক্ষ
হোসেন বিশ্বাস সালাফিয়া মাদরাসা
শুকুলপট্টি, নাটোর

॥ আন্তরিক ধন্যবাদ ॥

সা... চক্র দ্বারা ...চ্ছেদ ও

কলমী ... তাহরীক ... এ ... জন্যে ... দ। সেই স... ত- তাহরীক ... ক শুভেচ্ছা

...পাড়া, রাজশাহী।

॥ ঈদের শুভেচ্ছা ॥

এ যুগে ... ীন কণ্ঠস্বর ... এর সকল ... নের জন্য ... ত্রে ঈদুল ...

ধন্যবাদান্তে,

মসজিদ কমিটি ও মুছল্লী বৃন্দ

হরিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ

(তাওহীদ ট্রাষ্ট ঢাকা কর্তৃক নির্মিত)

হরিপুর, পোঃ হাট গাঙ্গোপাড়া

বাগমারা, রাজশাহী।

চিকিৎসা জগত

হেলথ টিপস

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় রসুন

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় রসুন হ'তে পারে চমৎকার ওষুধ। এছাড়া ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষের বিরুদ্ধেও তা গড়ে তুলতে পারে শক্ত প্রতিরোধ। আটলান্টায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত 'আমেরিকান সোসাইটি অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন এণ্ড হাইজিন'র ৫০তম বার্ষিক সম্মেলনে ইউনিভার্সিটি অব টরেন্টোর গবেষকগণ এ ব্যাপারে এক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। উপস্থাপক ল্যাবরেটরি মেডিসিন এবং প্যাথবায়োলজির সহকারী অধ্যাপক ইয়ান ক্র্যানডল বলেছেন, গবেষণায় দেখা গেছে রসুন খেলে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় পড়ে ইতিবাচক প্রভাব। রসুনসহ পিয়াজ এবং মেহগনি গাছে প্রকৃতগতভাবে পাওয়া যায় ডাইসালফাইড যা ফাংগাস, ক্যান্সার এবং ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। এই ডাইসালফাইড ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধেও কার্যকর বলে পশুর উপর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। ক্র্যানডল এবং তার সহকর্মীরা এই ডাইসালফাইড কি করে এ কাজ সম্পাদন করে তা নিরূপণে গবেষণা চালিয়ে যায়। তারা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি ১১ প্রকার ডাইসালফাইড দিয়ে ম্যালেরিয়অর জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোষের বিরুদ্ধে এদের কার্যকারিতা পরীক্ষা করেন। ক্যান্সার কোষের বিরুদ্ধেও এ পরীক্ষা ক[রা] হয়। ক্যান্সার কোষ নির্মূলে যেসব ডালসাইফাইড কার্যকর [ব]লে প্রমাণিত হয়েছে তার সবগুলো অবশ্য ম্যালেরিয়ার বির[ু]দ্ধে প্রমাণিত হয়নি। কোষে থাকা গ্লুটাথিয়ন সিস্টেমই মূল চালি[কা]শক্তি বলে ক্র্যানডল মনে করেন। যে সব কোষ খুব দ্রুত তৈ[রি] হয় যেমন ক্যান্সার কোষ বা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত কোষের [ক্ষে]ত্রে এই গ্লুটাথিয়ন সিস্টেম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সিস্টেমে গ্লুটাথিয়ন রিডিউসড হয়ে কোষে শক্তি হিসেবে জমা থাকে। প্রকৃতিগতভাবে রসুনে পাওয়া ডাইসালফাইড 'এজো[ে]ন' এই গ্লুটাথিয়ন রিডাকশনে[র] বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। স্[ব]াভাবিক অবস্থায় একে ব্যব[হ]ার করেই কোষ বৃদ্ধি পায়। 'এ[জো]নে' থাকার ফলে এ প[দ্ধ]তিতে বাধার সৃষ্টি হয় বলে রোগের [স]াধারণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হ[য়]। ক্র্যানডল আশা প্রকাশ করে বলেছে[ন], এই ডাইসালফাইড [ভ]বিষ্যতে ম্যালেরিয়া তো অবশ্যই [অ]নেক ক্যান্সারের চিকিৎ[স]ায়ও ব্যবহৃত হবে।

কমলার জুস ঝুঁকি কমায় হৃদরোগের

[ক]মলার জুস [ক]মাতে পারে হৃদরোগের ঝুঁকি। কানাডার এক গ[ব]েষণায় দেখা গেছে, কমলার জুস হাই ডেনিসিটি লিপো[প্রো]টিন [(]এইচডিএল)-এর মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যা কিনা সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই প্রয়োজন। গবেষকগণ দেখেছেন সপ্তাহে একদিন করে চার দিন কমলার জুস খেলে এইচডিএল বা ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায় ২১ শতাংশ। গবেষণা পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পরও

দেখা গেছে এ মাত্রা বেড়েই চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে ২৭ শতাংশ পর্যন্ত। গবেষকরা ধারণা করছেন কমলায় থাকা হেসপিরিডিনের কারণেই এইচডিএল'র মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। অতএব সপ্তাহে একদিন কমলার জুস পান করুন, হৃদরোগ থেকে দূরে থাকুন।

পুরোনো তেলে ভাজা খাবার খাবেন না

হোটেলে ঢুকে চা খাবার পাশাপাশি পুরি, সিঙ্গারা খাওয়া আমাদের অনেকেরই অভ্যাস। তেলে ভাজা খাবারের প্রতি এমনিতেই অনেকে দুর্বল। কিন্তু কখনও আমরা ভেবে দেখি না, যে তেলে ভাজা হচ্ছে তা কতোটা পুরোনো।

আপাতদৃষ্টিতে খাবার সুস্বাদু হ'লেও পরবর্তীতে ঐ তেল আপনার ক্ষতির কারণ হ'তে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, এই তেল ধমনীর স্থিতিস্থাপকতার শক্তি হ্রাস করে। যাতে করে দেখা দিতে পারে আথেরোস্কেরোসিস নামক রোগটি। ফ্রেশ তেলে ভাজা খাবার খেলে অবশ্য তেমন কোন সমস্যা হয় না।

হার্ট অ্যাটাকের কারণ

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় হার্ট অ্যাটাকের নতুন কারণ উদঘাটনে গবেষকরা অনেকে দূর অগ্রসর হয়েছেন। তারা ১০৪৫ জন হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে দেখছেন যাদের রক্ত এপো বি প্রোটিনের মাত্রা বেশী এবং এপো-এ-১ প্রোটিনের মাত্রা কম তাদের দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা চারগুণ বেশী। এপো বি'র কাজ হ'ল কোলেস্টোরলনে ধমনীতে নিয়ে যাওয়া। আর এপো এ-১ এই কোলেস্টোরলনে ধমনী থেকে যকৃতে নিয়ে যায়। তারপর তা বেরিয়ে যায় শরীর থেকে। এই সাইকেলের সামঞ্জস্যে ব্যঘাত ঘটলে শরীরে কোলেস্টোরলনের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে সমানুপাতিক হারে বাড়ে হৃদরোগের ঝুঁকি। ইউনিভার্সিটি অব রোচেস্টারের গবেষকগণ বলছেন, যদি এমন কিছু ঘটে তবে ব্যায়াম এবং ওষুধের মাধ্যমে এ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

টাকের চিকিৎসায় আঙ্গুরের বীচি

চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা নিয়ে অনেকেই চিন্তিত। মানসিকভাবে অনেকে ভেঙ্গে পড়েন। সৌন্দর্যহানির কথা ভেবে চিন্তার অন্ত থাকে না। এ থেকে রক্ষা পেতে হলে ডিহাইড্রোটেস্টোস্টেরনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। এতে জয়ী হ'লে চুল পড়াও বন্ধ হবে। এই হরমোন হেয়ার ফলিকল বৃদ্ধির সাইকেলকে বাধা দেয়। গবেষণায় জানা গেছে, আঙ্গুরের বীচি এ ক্ষেত্রে হতে পারে সেরা অস্ত্র। জাপানের গবেষকরা ইদুরের উপর গবেষণা করে এর সত্যতা প্রমাণ করেছেন এবং এর কার্যক্ষমতা বর্তমানে টাক চিকিৎসায় ব্যবহৃত মিনোক্সিডিলের মতোই। অতএব আপনিও খেয়ে দেখতে পারেন আঙ্গুর।

** ডাঃ রিপন বেগ*

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

ভাগ্যের পরিহাস

*-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান**

এক সুখী দম্পতি সকাল বেলার খাবার খেতে বসেছে। বাড়ীর ফটকটি খোলা রয়েছে। এমন সময় একজন ফকীর আসল ভিক্ষা নিতে। খোলা পথে ফকীর স্বামী-স্ত্রীর খাওয়া দেখতে পেল। তারা রুটি খাচ্ছিল। ফকীর একটি রুটি চাইল। কিন্তু তাকে রুটি তো দেওয়া হ'ল না, উপরন্তু অপমানসূচক কথা বলে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

সময়ের চাকা যেমন থেমে থাকে না তেমনি মানুষের অবস্থাও চিরদিন একরূপ থাকে না। সম্ভবতঃ এ কারণেই জগতে উত্থান-পতন লেগে আছে। ইংল্যাণ্ড এক সময় খুব দরিদ্র দেশ ছিল। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তারা বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তারা জগতে শীর্ষস্থান দখল করতে সমর্থ হয়।

সুখী লোকটিরও ভাগ্যের পরিবর্তন দেখা দিল। কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে ক্রমে ক্রমে সে এত হীন অবস্থায় পতিত হ'ল যে, প্রাণাধিক প্রিয়তমা স্ত্রীকেও সে ধরে রাখতে পারল না। কারণ রূযী-রোযগারের কোন পথই তার আর খোলা নেই। বাধ্য হয়ে সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল।

অপরদিকে রুটি চাওয়া ফকীরের প্রতি আল্লাহ যেন খুবই প্রসন্ন হ'লেন। দিনে দিনে তার অবস্থার উন্নতি হ'তে লাগল। আল্লাহ্র লীলা-খেলা বুঝা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। তালাকপ্রাপ্তা মহিলাটির দ্বিতীয়বার বিবাহ হ'ল ঐ রুটি চাওয়া ফকীরের সাথে। এখানে তার সুখে দিন কাটছিল।

একদিন স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে খেতে বসেছে, এমন সময় এক ফকীর এসে ভিক্ষা চাইল। ফকীর স্বামী-স্ত্রীর খাওয়া দেখতে পেল। এরাও রুটিই খাচ্ছিল। ফকীর একটি রুটি চাইল। মহিলাটি ফকীরের দিকে তাকিয়ে অঝোর নয়নে কাঁদতে শুরু করে দিল। কান্না কিছুটা প্রশমিত হ'লে স্বামী স্ত্রীকে এরূপভাবে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করল। স্ত্রী বলল, ফকীর অন্য কেউ নয়, সে আমার প্রথম স্বামী। তার সাথে আমি দীর্ঘদিন ঘর করেছি। একদিন আমরা স্বামী-স্ত্রীতে এভাবে একসাথে খাচ্ছিলাম, এমন সময় এক ফকীর এসে ভিক্ষা চাইল। আমরাও সেদিন রুটিই খাচ্ছিলাম। ফকীর আমাদেরকে খেতে দেখে একটি রুটি চাইলে স্বামী তাকে রুটি না দিয়ে তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আমার মনে হয়, তার এরূপ আচরণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে এই অবস্থায় ফেলেছেন। তার এরূপ পরিণতির জন্য আমি কান্না রোধ করতে পারছিনা। তখন স্বামী বলল, 'আমিই ছিলাম সেই রুটি চাওয়া ফকীর।

** সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, পোঃ বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।*

কৃপণ ও নিঃস্ব

*-মুহাম্মাদ খুরশিদ আলম**

অনেক দিন আগের কথা। আরব দেশে ছিল এক কৃপণ ব্যক্তি। ধন-সম্পদ ছিল তার অঢেল। হঠাৎ একদিন কোথাও যাওয়ার পথে তার একটা থলে হারিয়ে গেল। পথ চলার সময় এক নিঃস্ব ব্যক্তি থলেটি পেলেন। গরীব হ'লে কি হবে লোক হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও আল্লাহ ভীরু। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তিনি থলের প্রকৃত মালিক ঐ কৃপণ ধনাঢ্য ব্যক্তিকে খুঁজে পেয়ে তার টাকা তাকে ফেরত দিলেন। টাকা পেয়ে সে তো খুশীতে আটখানা। হঠাৎ তার মাথায় চিন্তা ঢুকল যে, লোকটি যে এত কষ্ট করে থলেটি আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে তাই তাকে অবশ্যই কিছু বখশীশ দিতে হবে। কিন্তু কৃপণতাহেতু বখশীশ না দেয়ার জন্য সে কুটবুদ্ধি আঁটল। নিঃস্ব লোকটিকে অপবাদের স্বরে বলল, 'থলেতে তো ২০২০ দিরহাম ছিল। আপনি তা থেকে ২০ দিরহাম নিয়েছেন। তাই আর কোন বখশীশ দিতে পারছিনা। আপনার জন্য ঐ ২০ দিরহামই যথেষ্ট।

লোকটি তার এ কথায় অত্যন্ত মনক্ষুণ্ন হয়ে কৃপণের বিরুদ্ধে ক্বাযীর আদালতে মানহানির অভিযোগ ঠুকলেন। বিচারক কৃপণকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার থলেতে কত টাকা ছিল? উত্তরে সে বলল, ২০২০ দিরহাম। আবার জিজ্ঞেস করলেন, এখন কত আছে? সে বলল, ২০০০ দিরহাম, বাকী ২০ দিরহাম ঐ ব্যক্তি নিয়েছে। এবার বিচারক নিঃস্ব ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি সত্যিই থলে থেকে ২০ দিরহাম নিয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেন, এ ধরনের কোন ইচ্ছা যদি আমার থাকত, তাহ'লে পথে কুড়ানো থলেটি আমি তাকে না দিলেও পারতাম। তাতে কারো কিছু বলার ছিল না। কিন্তু সততায় উদ্বেলিত হয়েই আমি তা করিনি এবং অনেক খোঁজাখুঁজি করে থলের মালিককে তা ফিরিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্‌র শপথ থলে থেকে আমি এক দিরহামও নেইনি।

বিজ্ঞ বিচারক উভয়ের বক্তব্য শুনে দুষ্ট কৃপণ লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি যেহেতু বলছেন, আপনার থলেতে ২০২০ দিরহাম ছিল, আর ওনি থলেতে পেয়েছেন ২০০০ দিরহাম কাজেই থলেটি আপনার নয়, অন্য কারো হয়ে থাকবে। অতঃপর তিনি নিঃস্ব সৎ লোকটিকে বললেন, আপনি যদি এক বছরের মধ্যে থলের প্রকৃত মালিককে খুঁজে পান তাহ'লে তা তাকে ফেরত দিবেন। আর না পেলে আপনি নিজেই তা গ্রহণ করবেন।

ক্বাযী ছাহেবের কথা শুনে কৃপণ তার মিথ্যা বলাকে স্বীকার করে পুনরায় থলে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা চালাল। কিন্তু বিচারক তার কোন কথাই আর শুনলেন না।

* সহকারী শিক্ষক, মৌপাড়া উচ্চবিদ্যালয়, ধোপাঘাটা, মোহনপুর, রাজশাহী।

কবি

সফল ঈদ

-অধ্যক্ষ, আতাউর রহমান মণ্ডল
পুঠিয়া মহিলা ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

ঈদ এলো আজ ঘরে ঘরে এলো খুশির ঈদ-
তাই কি রাতে আমার চোখে নিদ ছিল না নিদ?
এলো খুশির ঈদ।
রাত পোহাবে ফরসা হবে কখন হবে ভোর
তাই দেখেছি বারে বারে খুলে ঘরের দোর।
নতুন পোষাক জুতা পরে ঈদের মাঠে যাব।
শিরনী-পোলাও-সেমাই-পায়েস যত পারি খাব।
খাব না তা দু'চোখ বুঁজে
দুঃখী কোথায় আনব খুঁজে
দুখী জনে দুখ ভুলাতে রাখব খুলে হৃদ
ঈদ এলো আজ ঘরে ঘরে এলো খুশির ঈদ।
নীল আকাশে উঠেছে আজ ঈদের বাঁকা চাঁদ
মন মেতেছে ঈদের গানে ভাঙল দিনের বাঁধ
উঠলো ঈদের চাঁদ।
পায়না যারা পরতে-খেতে, রোযা যাদের রোজ
ঈদ করাব এবার ঈদে-করব তাদের খোঁজ।
কতশত বনী আদম পশুর চেয়েও হীন
দুঃখে জীবন কাটায় তাদের কাটে না দুরদিন
দুখের দিনে দুখের রাতে
থেকেছি কি তাদের সাথে?
ঈদের দিনে ধরব তাদের পেতে প্রীতির ফাঁদ
নীল আকাশে উঠেছে আজ ঈদের বাঁকা চাঁদ।
চাঁদ উঠেছে ঈদ এসেছে সবারই কি ঈদ?
অভাব চোরে যাদের ঘরে কাটল ভয়াল সিঁদ
কিসের তাদের ঈদ?
ওযুর পানির সাথে যাদের মেশে চোখের পানি
মানুষ রূপী পশু যাদের যায় করে হয়রানী
হারিয়ে গেছে চিরতরে যাদের বুকের মানিক
শুনব তাদের করুন গাঁথা দাঁড়িয়ে পাশে খানিক।
ভাই হব এই ঈদের দিনে
সবাইকে আজ রাখব চিনে
হামদরদী থেকে যেন হয় না উম্মিদ
সতর্কতায় ভরে উঠুক এই বারের এই ঈদ
নইলে কীসের ঈদ?

ঈদের খুশী

-মুখতার বিন আব্দুল গণী
মারমা, খাষ শাহজানি, নাগপুর, টাঙ্গাইল।

রামাযান মাস শেষ হ'ল এল খুশীর দিন

ছিয়াম-ছালাত যার ছিল, তিনি সালাম নিন।
প্রতি বছর ছিয়াম আসে ঈদের খুশী লয়ে
হাযার মাসের বেশী নেকী ক্বদর আনে বয়ে।
পাবে কারা ঈদের খুশী, যারা খাঁটি মুমিন
আল্লাহ তারে দিবে ফল, রাখো এতে ইয়াক্বীন।
ঈদের খুশী তাদের জন্য, ছিয়াম যারা ভাঙ্গে না
তাদের প্রতি রব্ খুশী, জান্নাত হবে ঠিকানা।
আনন্দ মনে করে ঈদ, খাঁটি যার ঈমান
হিংসা-বিদ্বেষ, রাগ, গর্ব, করে সে কোরবান।
ধনী-গরীব নেই ভিন্ন, সমান সবে আজ
কোর্মা, পোলাও, জর্দা খাব, ছেড়ে মোদের লাজ।
ছালাতী সব এক হব, ঈদের মাঠে গিয়ে
খুৎবা মোরা শুনি ঈদে, খাঁটি অন্তর দিয়ে।
বিষণ্ণ মনে বসে থাকে, ছিয়াম রাখে না যারা
মনে ফুর্তি নেই তাদের, দুঃখী মানুষ তারা।
রামাযান মাস শেষে যার, গুনাহ থাকে বাকী
কিভাবে তারা মুক্ত হবে, অধিক পাবে নেকী।
রব্বকে রাযী কর সবে, আমল কর বেশী
মুক্ত মনে থাকবে তুমি, পাবে ঈদের খুশী।

***

ঈদুল ফিতর

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

ঈদুল ফিতর দিল ভরা জোশে
মিলনের দিন মুসলিম ঘরে ঘরে
জান্নাতী সওগাতের পুলক পূর্ণ রসে
টলমল করে তামাম দুনিয়া পরে।
সাম্যহীন এ পৃথিবীর বুকে এনে দেয়
শুধু প্রশান্তি আর তীব্র কঠিন সাম্য
আসমানী পয়গাম বয়ে যাক এ ধরায়
মুসলিম দিলের এটাই হবে কাম্য।
ঈদুল ফিতর সব মুমিনের
খোশ আমদেদ কাঙ্খিত শুভদিন
দূর করে দেয় এই নিখিলের
ছিয়ামধারীর কঠিন পাপের ঋণ।
ছিয়াম সাধনায় পেয়েছি এ দিন আজ
চাই কল্যাণ এই বিশ্ব মানবতার
দিকে দিকে চলে ঈদের ছালাতের সাজ
তাকবীর ধ্বনি ওঠে রনি রনি 'আল্লাহু আকবার'।
ঈদুল ফিতর নিয়ে এলো আজ
জোলুস ভরা আনন্দের বারতা
তবুও জাগে আবেদ জনের মাঝে
রহমতের এই মাস হারানোর ব্যথা।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যা মেধা পরীক্ষা (কুরআন)-এর সঠিক উত্তরঃ

১। ছিয়াম অর্থঃ বিরত থাকা। রামাযান অর্থঃ পুড়িয়ে ফেলা। ছিয়াম শব্দটি ১০ স্থানে এবং রামাযান শব্দটি ১ স্থানে আছে।
২। ৯ নং মাস। মুত্তাক্বী হওয়ার জন্য (বাক্বারাহ ১৮৩)।
৩। রামাযান মাসে, হেদায়াত ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের জন্য। বাক্বারাহ ১৮৫।
৪। ১২টি তাওবা ৩৬।
৫। সম্মানিত মর্যাদাপূর্ণ, মহিমান্বিত। ৯৭ নং সূরার ১, ২, ও ৩ নং আয়াতে।

গত সংখ্যা সাধারণ জ্ঞান (রামাযান)-এর সঠিক উত্তরঃ

১। স্বয়ং আল্লাহ। ১০-৭০০ গুণ পর্যন্ত (বুখারী ও মুসলিম)।
২। না। ইহুদী-নাছারাদের কাজ।
৩। রাত্রির শেষ অংশ। বরকত আছে।
৪। না, ভাঙ্গ হবে না (বুখারী)।
৫। ছালাতুল লাইল, কিয়ামুল লাইল (তারাবীহ) বলা হয় (বুখারী)। ৮ রাক'আত। ২ রাক'আত করে সালাম ফিরায়ে নফল ছালাতের মত পড়তে হয়।

চলতি সংখ্যা সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)ঃ

১। জনসংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের না কি?
২। ঢাকা মহানগরী কোন নদীর তীরে অবস্থিত এবং ঢাকার পূর্বনাম কি ছিল?
৩। বাংলাদেশের সামুদ্রিক বন্দর দু'টি কোন কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
৪। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ নদী বন্দরটি কোন যেলার কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
৫। রাজশাহী মহানগরী কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

সংকলনেঃ আতাউর রহমান
সন্যাসবাড়ী
আত্রাই, নওগাঁ।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(২৫০) মজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, বাগমারা, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ এস.এম, সিরাজুল ইসলাম (শিক্ষক)
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ দেওয়ান (শিক্ষক)
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আওরঙ্গজেব দেওয়ান
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম সরদার
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আযাহার আলী।

কর্মপরিষদঃ
১. **সাধারণ সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ সৈয়দ আলী (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
২. **সাংগঠনিক সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ শাহীন আলম (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
৩. **প্রচার সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ ইকবাল হোসাইন (৬ষ্ঠ শ্রেণী)

৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ এমরান আলী
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ মশিউর রহমান।

(২৫১) মজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, বাগমারা, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ এস,এম, সিরাজুল ইসলাম (শিক্ষক)
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ দেওয়ান (শিক্ষক)
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আওরঙ্গজেব দেওয়ান
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম সরদার
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আযাহার আলী।

কর্মপরিষদঃ
১. **সাধারণ সম্পাদিকাঃ** মুসাম্মাৎ তাঞ্জীমা খাতুন
২. **সাংগঠনিক সম্পাদিকাঃ** মুসাম্মাৎ আফরোজা খাতুন
৩. **প্রচার সম্পাদিকাঃ** মুসাম্মাৎ রুনু খাতুন
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকাঃ** মুসাম্মাৎ মরিয়ম খাতুন
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ** মুসাম্মাৎ আঙ্গুরী খাতুন।

(২৫২) সোনাকান্দা ডি,এইচ কামিল মাদরাসা (বালক) শাখা, মুরাদনগর, কুমিল্লাঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আবু নছর মুহাম্মাদ আব্দুন নূর (শিক্ষক)
উপদেষ্টাঃ মাওলানা রূহুল আমীন তালুকদার (শিক্ষক)
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মাকছূদুর রহমান (মা'ছূম)
সহ-পরিচালকঃ হাফেয মুহাম্মাদ গোলাম কিবরিয়া
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ বেলাল হুসাইন (মাহমূদ)।

কর্মপরিষদঃ
১. **সাধারণ সম্পাদকঃ** আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ছালেহ
২. **সাংগঠনিক সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
৩. **প্রচার সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ ওমর ফারূক
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ আব্দুল মোমেন
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ নূরুদ্দীন (নাঈম)।

(২৫৩) সোনাকান্দা ডি,এইচ কামিল মাদরাসা (বালিকা) শাখা, মুরাদনগর, কুমিল্লাঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আবু নছর মুহাম্মাদ আব্দুন নূর (শিক্ষক)
উপদেষ্টাঃ মাওলানা রূহুল আমীন তালুকদার (শিক্ষক)
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মাকছূদুর রহমান (মা'ছূম)
সহ-পরিচালকঃ হাফেয মুহাম্মাদ গোলাম কিবরিয়া
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ বেলাল হুসাইন (মাহমূদ)।

কর্মপরিষদঃ
১. **সাধারণ সম্পাদিকাঃ** মুসাম্মাৎ নাজমুন নাহার
২. **সাংগঠনিক সম্পাদিকাঃ** মুসাম্মাৎ নূরে জান্নাত (তামান্না)
৩. **প্রচার সম্পাদিকাঃ** মুসাম্মাৎ তানজীনা আক্তার
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকাঃ** রুবাইয়্যাত-ই-আযীম (তানি)
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ** সুরাইয়া আক্তার।

(২৫৪) মৌগাছি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নঈমুদ্দীন
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ সুজন শৈখ
সহ-পরিচালকঃ হাফেয আতীকুর রহমান
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ শাহীন রেযা।

কর্মপরিষদঃ
১. **সাধারণ সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ তোফায়েল আহমাদ
২. **সাংগঠনিক সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ মিলন শেখ
৩. **প্রচার সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ মাহবূব হাসান
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ কামরুল হাসান।

(২৫৫) মৌগাছি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহেদ
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন
পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ সীমা খাতুন
সহ-পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ শান্তা খাতুন
সহ-পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ রেশমা খাতুন।

কর্মপরিষদঃ
১. **সাধারণ সম্পাদিকাঃ** মুসাম্মাৎ চামেলী খাতুন
২. **সাংগঠনিক সম্পাদিকাঃ** মুসাম্মাৎ রীপা খাতুন
৩. **প্রচার সম্পাদিকাঃ** মুসাম্মাৎ হাসীনা খাতুন
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকাঃ** মুসাম্মাৎ শাহনাজ খাতুন
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ** মুসাম্মাৎ শরীফা খাতুন।

২০০১-২০০৩ সেশনের গঠনকৃত সোনামণি যেলা/উপযেলা পরিচালনা পরিষদ-এর তালিকাঃ

যেলা পরিষদঃ

১। কুষ্টিয়া (পশ্চিম)ঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ গোলাম যিল কিবরিয়া (যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি)
উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মাজীদুল ইসলাম
পরিচালক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মুহসিন আলী
সহ-পরিচালক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ শামসুল আলম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মুক্বীত।

২। বাগেরহাটঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আহমাদ আলী (যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি)
উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মীযানুর রহমান (যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি)
পরিচালক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক্ব
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আবুদাঊদ
সহ-পরিচালক ঃ ক্বারী রইস-উদ-দৌলা
সহ-পরিচালক ঃ ক্বারী এরশাদ আলী।

৩। চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি)
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম (যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি)
পরিচালক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মুহসিন আলী
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মশিউযযামান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আসগর আলী

সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ফীরোজ কবীর।

উপযেলা পরিচালনা পরিষদঃ

১। মোহনপুর, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন দেওয়ান
উপদেষ্টা ঃ ডাঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয
সহ-পরিচালক ঃ জান মুহাম্মাদ
সহ-পরিচালক ঃ আব্দুল ওয়াহ্হাব।

১। বাগমারা, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা এ,বি,এম, আহমাদ আলী
উপদেষ্টা ঃ এস,এম, সিরাজুল ইসলাম (বি,কম,বি,এড)
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক্ব।

প্রশিক্ষণঃ

নাটোর যেলাঃ গত ১০ নভেম্বর ২০০১ শনিবার নাড়ীবাড়ী দারুল হাদীছ সালাফিয়া মাদরাসা, গুরুদাসপুর, নাটোরে সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র, ইসলামী জ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন সোনামণি মোহনপুর উপযেলার প্রধান উপদেষ্টা নিযামুদ্দীন দেওয়ান, অত্র মাদরাসার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা বেলাল হোসাইন ও সভাপতি হাসীনুর রহমান।

রাজশাহী যেলাঃ (১) গত ৯ নভেম্বর ২০০১ শুক্রবার সকাল ৯-টা হ'তে ১২-টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত মজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ বাগমারা, রাজশাহীতে সোনামণি মাসিক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচীর আলোকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। তিনি অত্র মসজিদে সূরা নূরের ৬১ নং আয়াতের আলোকে নিজ বাড়ীতে প্রবেশ, পরিবারের সদস্যদেরকে সালাম প্রদান এবং আচরণ বিষয়ে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব আব্দুস সাত্তার, অত্র শাখার প্রধান উপদেষ্টা এস,এম, সিরাজুল ইসলাম, উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ দেওয়ান এবং অত্র শাখার সহ-পরিচালক ও অত্র মসজিদের ইমাম আব্দুস সালাম।

(২) গত ১৩ নভেম্বর মঙ্গলবার বেলা ৪-টায় মৌগাছি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মোহনপুর, রাজশাহীতে সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি হাফেয কাওছার-এর তেলাওয়াত এবং সুজন শেখ-এর জাগরণী পাঠের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উদ্বোধনী ভাষণ দেন নতুন সেশনের উপযেলা পরিচালক আব্দুল আযীয। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠন পরিচিতি, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষার উপর আলোচনা রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন সোনামণি মোহনপুর উপযেলার উপদেষ্টা ডাঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম এবং সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ডাঃ আব্দুস সাত্তার।

(৩) গত ১৬ নভেম্বর ২০০১ শুক্রবার সকাল ১০-টা হ'তে ১২-টা পর্যন্ত হরিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, দেড়টা হ'তে ২-টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত মঙ্গলপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এবং বাদ আছর হ'তে মাগরিব পর্যন্ত হাট গাঙ্গোপাড়া হাফেযিয়া মাদরাসায় সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবির সমূহে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র, গুরুত্ব ও মর্যাদা, সাধারণ জ্ঞান, মেধা পরীক্ষা, যাদু নয় বিজ্ঞান ইত্যাদির উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি মঙ্গলপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। তাঁর সফর সঙ্গী হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা রাখেন জনাব আবুবকর ছিদ্দীক্ব, সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী যেলার তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মাহতাবুদ্দীন, সোনামণি বাগমারা উপযেলার পরিচালক আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক এনামুলক হক্ব এবং হাটগাঙ্গোপাড়া হাফেযিয়া মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আব্দুর রশীদ। অত্র হাফেযিয়া মাদরাসার ছাত্র জয়নাল আবেদীন-এর তেলাওয়াত শুনে উপস্থিত মেহমানগণ বিমোহিত হন। বৈঠক শেষের দো'আ পাঠের মাধ্যমে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ

২০০১-২০০৩ সেশনের সকল সোনামণি যেলা, উপযেলা ও শাখা পরিচালনা পরিষদ এবং শাখা কর্মপরিষদ গঠনের মূল দায়িত্ব সোনামণি কেন্দ্রের থাকা সত্ত্বেও সকল যেলায় আপাততঃ সফর করা সম্ভব হচ্ছে না। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমেলা বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পদাধিকার বলে সকল যেলা 'আন্দোলনের' সভাপতি সোনামণি যেলা 'পরিচালনা পরিষদ'-এর প্রধান উপদেষ্টা এবং যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি উপদেষ্টা। অতঃপর উল্লেখিত 'পরিচালনা পরিষদ ও কর্মপরিষদ' সোনামণি গঠনতন্ত্রের আলোকে (চতুর্থ অধ্যায়ের ১২ নং ধারা) গঠন করে কেন্দ্রে প্রেরণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। সোনামণি সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাই সোনামণি সংগঠন আপনাদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি ও এয়ানত সহ সার্বিক সহযোগিতা ও দো'আ কামনা করে।

হে আল্লাহ! তুমি দায়িত্বশীল সহ এদেশের আপামর জনসাধারণকে সোনামণি সংগঠনের জন্য অর্থ, মেধা, সময় ও শ্রম সহ সকল প্রকার সহযোগিতা করার তাওফীক্ব দাও। ওয়াসসালাম।

বিনীত নিবেদক
কেন্দ্রীয় পরিচালক
সোনামণি

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা

শুক্র ও শনি দু'দিনের সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করে কেবলমাত্র শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। গত ৫ নভেম্বর মন্ত্রীপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকে অফিস সময়েরও পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সপ্তাহের শনিবার থেকে বুধবার প্রতিদিন সকাল ৯-টা থেকে বিকাল ৪-টা পর্যন্ত অফিস সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ৫দিন দুপুর ১-টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত ছালাত ও মধ্যাহভোজের বিরতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সপ্তাহের শেষ কর্মদিবস বৃহস্পতিবারে অফিস সময় নির্ধারিত হয়েছে সকাল ৯-টা থেকে দুপুর ২-টা পর্যন্ত এবং এই দিনে বিরতিহীনভাবে অফিস চলবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালের ২৯ মে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার সাপ্তাহিক ছুটি ২দিন ঘোষণা করে শুক্রবারের সাথে শনিবারও যোগ করেছিল।

মাদারীপুরে গ্যাসের সন্ধান লাভ

মাদারীপুর যেলার রাজৈর উপযেলার সুন্দকবী গ্রামের মৃত এচকেন আকনের বাড়ীতে একটি অগভীর নলকূপ স্থাপনের সময় গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এচকেন আকনের বিধবা স্ত্রী লাইলী বেগম নলকূপের পাইপ দিয়ে নির্গত গ্যাস দিয়ে রান্নাবান্নার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য, রাজৈর উপযেলার বেশীরভাগ এলাকায়ই নলকূপ স্থাপনকালে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে সরকারীভাবে উদ্যোগ নেওয়া দরকার বলে সচেতন মহল মনে করেন।

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে সন্ধানদাতাদের পুরস্কার প্রদান করা হবে

-প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দৈনন্দিন জীবন ব্যাহতকারী সকল প্রকার অপরাধ দমনের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান ও সন্ত্রাস দমন জোরদার করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন। বেগম জিয়া সন্ত্রাস দমনের দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারী পুলিশ বিশেষ করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও টহল পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে সন্ধানদাতাদের পুরস্কৃত করারও পরামর্শ দেন। মহলবিশেষ কর্তৃক কোন নাগরিককে হয়রানি রোধের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের কঠোর হস্তে দমন এবং এ ধরনের ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

[সম্প্রতি মানিকগঞ্জে চীফ হুইপ ও জনৈক দফতর বিহীন মন্ত্রীর দু'দল বিএনপি ক্যাডারের দিনে-দুপুরে প্রকাশ্য গোলাগুলী এবং ঢাকার ফতুল্লায় একই দলের জনৈক কর্মীকে শত শত লোকের সম্মুখে গুলী করে হত্যা করে বোমাবাজির মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি করে তিন মাইক্রো ভর্তি যে ক্যাডাররা চলে গেল, এদের অনেকের নাম-ধাম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজ দলীয় এইসব ক্যাডারদের কি শাস্তি দিলেন, জনগণ সেটা দেখার অপেক্ষায় রয়েছে। -সম্পাদক]

দেশে প্রতিবছর বায়ু দূষণজনিত শ্বাসকষ্টে ১৫ হাযার লোকের মৃত্যু হচ্ছে

-পরিবেশ ও বনমন্ত্রী

পরিবেশ ও বনমন্ত্রী শাহজাহান সিরাজ বলেছেন, প্রতিবছর দেশে বায়ু দূষণজনিত শ্বাসকষ্টে প্রায় ১৫ হাযার মানুষের অকালমৃত্যু হচ্ছে। আরও কয়েক লাখ মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। একই কারণে বছরে প্রায় ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে দেশের। বায়ু দূষণের মাত্রা অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকলে ক্ষতির মাত্রাও ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে। মন্ত্রী গত ৩০ অক্টোবর সকালে আগারগাঁওস্থ 'এলজিইডি' মিলনায়তনে 'ফ্রাংকো-বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব স্কলারস এণ্ড ট্রেনীজ' আয়োজিত একদিনের এক আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধনকালে এ তথ্য পরিবেশন করেন। মন্ত্রী বলেন, রাজধানীর বাতাসে সীসার উপস্থিতি মারাত্মক। এর শিকার হচ্ছে শিশুরা। মস্তিষ্কে সীসার ভার ও স্নায়ু বিষাক্ততায় আক্রান্ত হয়ে বেড়ে ওঠা শিশুদের সামাজিক বিকাশ অনিবার্যভাবে বাধাগ্রস্ত হবে।

মক্কায় ৫০ হাযার বাংলাদেশী হজ্জযাত্রীর জন্য আবাস নির্মাণের উদ্যোগ

প্রায় ৫০ হাযার বাংলাদেশী হজ্জযাত্রীর জন্য পবিত্র মক্কা নগরীতে আবাসিক হাউজিং নির্মাণের এক উদ্যোগ নিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের যে সকল হজ্জযাত্রী মক্কায় যাবেন, তারাই কেবল হজ্জ মৌসুমে ঐ নির্দিষ্ট হাউজিংয়ে থাকতে পারবেন। এতে সকল হজ্জযাত্রীর একত্রে থাকার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং হজ্জ পালনে সরকারের বিভিন্ন সহযোগী টীমের সেবাদান কার্যক্রম পরিচালনা সহজতর হবে। সঊদী আরবের ব্যবসায়ী একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান, বিদেশী একটি সঊদী ব্যাংক এবং অপর একটি কোম্পানী বাংলাদেশের মানুষের প্রতিবছরের কষ্ট লাঘবে আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করবে।

ধর্ম মন্ত্রণালয় আশা ব্যক্ত করেছে যে, নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছায় সঊদীতে বাংলাদেশী হজ্জযাত্রীদের স্থায়ীভাবে হাউজিং নির্মাণের ব্যবস্থা হবে। এতে দীর্ঘ দিনের আবাসিক সমস্যার অবসান ঘটবে বলে আশা করা যায়।

বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশের ১৪ তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদ, বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান ও জননন্দিত চিকিৎসক অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশের ১৪তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট পদে তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টি (এ)-এর ব্যারিষ্টার রওশন আলী গত ১২ নভেম্বর সকাল ১১-টা ২৫ মিনিটে তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের আবেদন জানালে একমাত্র

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য়

প্রার্থী হিসাবে অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

গত ১৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি শপথ গ্রহণ করেন। প্রধান বিচারপতি মাহমূদুল আমীন চৌধুরী প্রেসিডেন্টকে শপথ বাক্য পাঠ করান। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমাদ এ সময় নতুন প্রেসিডেন্ট-এর পাশে ছিলেন। কেবিনেট সচিব ডঃ আকবর আলী খানের পরিচালনায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত নয়া প্রেসিডেন্ট-এর শপথ অনুষ্ঠানটি মাত্র ৩ মিনিটে সমাপ্ত হয়। শপথ গ্রহণের পর অধ্যাপক বি. চৌধুরী নিরপেক্ষভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালনের কথা উল্লেখ করে বলেন, দেশ ও জনগণের কল্যাণে আমি আমার যাবতীয় কাজ পরিচালনা করব।

উল্লেখ্য, ৫ বছর ১ মাস ৬ দিন বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট হিসাবে অবস্থান করে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমাদ গত ১৪ নভেম্বর বেলা আড়াইটায় বঙ্গভবন ত্যাগ করে লালমাটিয়ায় এক ভাড়া করা বাসায় চলে যান। তিনি বঙ্গভবনের দরবার হলে বঙ্গভবনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণে তাদেরকে সরকারী দায়িত্ব পালনকালে সময়ানুবর্তিতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে এবং বঙ্গভবনের মর্যাদা সমুন্নত রাখার পরামর্শ দেন।

সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হারূন-অর-রশীদ, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল আবু তাহের ও বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এম রফীকুল ইসলাম সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমাদকে বিদায় জানাতে বঙ্গভবনে যান।

সংসদ সদস্যদের 'সাংসদ' বলা যাবে না

জাতীয় সংসদের সদস্যগণকে 'সাংসদ' বলা যাবে না, সংসদ সদস্য বলতে হবে। গত ৪ঠা অক্টোবর জাতীয় সংসদে স্পীকার ব্যারিষ্টার যমীরুদ্দীন সরকার তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওছমান ফারূক সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে সম্পূরক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সংসদ সদস্যদেরকে 'সাংসদ' বলে সম্বোধন করেন। তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরদানকালে 'সাংসদ' শব্দটি মোট ৮ বার উচ্চারণ করেন। প্রশ্নোত্তরকাল শেষ হওয়ার পর সরকারী দলের অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম পয়েন্ট অব অর্ডারে বিষয়টি স্পীকারের দৃষ্টিতে আনেন। জনাব শহীদুল ইসলাম ক্ষোভের সাথে বলেন, বাংলাদেশে অবৈধ পথে ভারতের নানারকম পণ্য আসছে। সেখান থেকে পাচার হয়ে বিভিন্ন শব্দও আসছে। আমাদের সংবিধানে কোথাও 'সাংসদ' শব্দটি নেই। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী সংসদ সদস্যদেরকে 'সাংসদ' বলে সম্বোধন করলেন, এটা সংবিধান লংঘনের শামিল। আমাদের পরিভাষায় এ শব্দের অস্তিত্ব নেই। ভবিষ্যতে কেউ যেন সংসদ সদস্যদেরকে 'সাংসদ' বলতে না পারেন আমি সে ব্যাপারে রুলিং চাই। এ সময় গোটা হাউজের সংসদ সদস্যগণ টেবিল চাপড়িয়ে তার বক্তব্যকে সমর্থন করেন।

সবশেষে স্পীকার ব্যারিষ্টার যমীরুদ্দীন সরকার বলেন, সংবিধানে 'সাংসদ' বলে কোন শব্দের অস্তিত্ব নেই। সংসদ সদস্যগণকে তাই 'সাংসদ' বলা চলবে না; বরং সংসদ সদস্য বলতে হবে।

নতুন সরকারের জন্য বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন

বাংলাদেশের নতুন সরকারকে আগামী ৫ বছর কি করতে হবে এ সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশনে 'নির্বাচন-পরবর্তী মধুচন্দ্রিমা'র সময়েই বিভিন্ন অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ে সংস্কার চালু করা এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের পটভূমি তৈরীর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের 'নতুন সরকারের জন্য নীতি-সংক্ষেপ' শীর্ষক এই প্রেসক্রিপশনে বলা হয়েছে, প্রবৃদ্ধি বাড়াতে উচ্চ বিনিয়োগ সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার বাড়ানোর জন্য গ্যাস রফতানীর বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের জন্য করণীয় সংক্রান্ত এ নীতি-সংক্ষেপটি বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশের পরিচালক ফ্রেডারিল টি টেম্পল, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম, সাইফুর রহমানসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি-নির্ধারকদের কাছে হস্তান্তর করেছেন। বিশ্বব্যাংকের এই নীতি-সংক্ষেপে বলা হয়েছে, ক্রমহ্রাসমান বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার, রফতানী হ্রাস এবং তৈরী পোষাক রফতানীর ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার অবসান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছে। বিশ্বব্যাংকের মতে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভালভাবে পরিকল্পিত ও সুচারুরূপে বাস্তবায়িত একটি অর্থনৈতিক কৌশলের প্রয়োজন।

বিশব্যাংকের নীতি-সংক্ষেপে বলা হয়, অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রমের জন্য ৪টি সম্ভাব্য মৌলিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ প্রয়োজন। এ চারটি অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে ব্যাংকিং খাতের সংস্কার সাধন করে স্বল্প হারের সুদে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ানো, বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ বাড়ানো, চট্টগ্রাম বন্দরের প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং টেলিযোগাযোগ সেবার মান বাড়ানো। দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রমে সহায়তা করার উপর জোর দিয়ে বিশ্বব্যাংক এজন্য ৪টি পদক্ষেপ গ্রহণের তাগিদ দিয়েছে। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষতি কমানো এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি কঠিন বাজেট বাধ্যবাধকতা ও একটি কার্যকর বেসরকারীকরণ কার্যক্রম গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একই সাথে যে সকল প্রকল্পের প্রয়োজন কম সেগুলি বাদ দিয়ে সরকারী ব্যয় কমানো, মুদ্রানীতি মযবূত করা এবং আরও বেশী নমনীয় মুদ্রা বিনিময় হারের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তনের পরামর্শ দিয়েছে বিশ্বব্যাংক।

গ্যাস রফতানী প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশনে খোলামেলাভাবে বলা হয়েছে যে, প্রবৃদ্ধি বাড়াতে উচ্চ বিনিয়োগ সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার বাড়ানোর জন্য গ্যাস রফতানীর বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক।

খাদ্যে বিষক্রিয়ায় ১১ পুলিশের মৃত্যু

রাঙ্গামাটি যেলার বিলাইছড়ি ৮ আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন (এপিবিএন)-এর অধীন পাগলীপাড়া ক্যাম্পে গত ১৮ নভেম্বর ইফতারি খাওয়ার পর মারাত্মক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১১ জন পুলিশ মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছে। (ইন্না লিল্লাহি.....) মৃত্যুবরণকারী সদস্যগণ হ'লেন- নায়েক সাজ্জাদ হোসাইন (২৮), কনষ্টেবল শামসুযযোহা (৩০),

কনষ্টেবল জেবল হক (৩০), বাবুর্চী আবদুল হক (৪৫), কনষ্টেবল আবদুল মজীদ সরকার (২৪), কনষ্টেবল আবদুল মান্নান (২৯), কনষ্টেবল আবদুর রহমান (৩০), কনষ্টেবল অং মং মারমা (৩৫), কনষ্টেবল বাসেত হোসাইন, হাবিলদার লাল মিয়া (৪৩), কনষ্টেবল মমতায় হোসাইন (৩০)।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, যাগড়া-বিলাইছড়ি সড়কে পাহাড়ী এলাকায় পাগলীপাড়া ক্যাম্প। একজন কুকসহ ক্যাম্পে মোট সদস্য ২৭ জন। এ ক্যাম্পের পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন আর্মড এসআই সাখাওয়াত হোসাইন। গত ১৮ নভেম্বর ২রা রামাযানে ক্যাম্পে যথারীতি ইফতারের আয়োজন করা হয়। ইফতারীর আইটেমের মধ্যে ছিল ছোলা, পেঁয়াজি, বেগুনী, মুড়ি, খেজুর ও পেঁপে। সবাই মিলে একসাথে ইফতার গ্রহণের কয়েক মিনিট পর পেট ব্যথা শুরু হয়। এক ঘন্টা পার হ'তে না হ'তেই অনেকের বমি ও পাতলা পায়খানা শুরু হয়। প্রচণ্ড ব্যথায় অনেকে ক্যাম্পের মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে থাকে। খবর পেয়ে বিলাইছড়ি ক্যাম্প থেকে কর্মকর্তারা ছুটে আসেন। সবাইকে প্রথমে বড়ইছড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা সেখান থেকে তাদের চন্দ্রঘোনা মিশনারী হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। মিশনারী হাসপাতাল থেকে রাত ১২-টা নাগাদ আক্রান্ত দের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যরূরী বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। যরূরী বিভাগ থেকে সবাইকে ১৪ নং ওয়ার্ডে হস্তান্তর করা হয়। রাত সাড়ে ১২-টা নাগাদ আক্রান্তদের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। রাত ১-টা থেকে একে একে পুলিশ সদস্যরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

জানা যায়, ক্যাম্প সদস্যদের জন্য ইফতার তৈরীকালে বেগুনীতে বেসনের পরিমাণ কম হয়। তখন বাবুর্চি বেসনের একটি পুরনো পুঁটলি থেকে প্রয়োজনীয় বেসন মিশিয়ে বেগুনী তৈরী করে। ধারণা করা হচ্ছে, পুরনো বেসনই বিষক্রিয়ার উৎস। চিকিৎসকরা বলেছেন, ইফতারী গ্রহণের পর সৃষ্ট বিষক্রিয়ায় বেটলিয়াম টক্সিন এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হ'লে ৮০ ভাগ রোগীরই মৃত্যু ঘটে থাকে। বটলিয়াম টক্সিনকে 'নার্ভ পয়জন'ও বলা হয়। এটি পেশী ও হৃদযন্ত্রে একসাথে আক্রমণ করে।

উল্লেখ্য, বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রথম মৃত্যুমুখে পতিত হন উক্ত ক্যাম্পের বাবুর্চি আব্দুল হক।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মাদরাসাতুল মুসলেমীন আস-সালাফিয়া সাং ও পোঃ হুয়াকুয়া, উপযেলা সোনাতলা, যেলা- বগুড়া -এর জন্য ১জন মুহাদ্দেছ আবশ্যক। শিক্ষাগত যোগ্যতা দাওরায়ে ফারেগ। প্রার্থীকে অবশ্যই আহলেহাদীছ এবং সুন্নতের পাবন্দ হ'তে হবে। প্রার্থীকে আগামী ১৫ জানুয়ারীর মধ্যে নিম্নে স্বাক্ষরকারী বরাবরে আবেদন করতে বলা যাচ্ছে।

বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
সভাপতি
মাদরাসাতুল মুসলেমীন

বিদেশ

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ধ্বংসাবশেষ থেকে ২৫ কোটি ডলারের স্বর্ণ-রৌপ্য উদ্ধার

'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে'র ধ্বংসস্তূপ থেকে গত ১ নভেম্বর ২৫০ মিলিয়ন ডলারের স্বর্ণ এবং রৌপ্য ভর্তি একটি ভোল্ট উদ্ধার করা হয়েছে। কানাডার টরেন্টো ভিত্তিক 'ব্যাংক অব নোভা স্কটিয়ার' ভূগর্ভস্থ ষ্টোরে এটি ছিল।

উল্লেখ্য, এই ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ছিল ৪ নম্বর টাওয়ারে। ধ্বংস হয়ে যাওয়া টাওয়ারগুলির মধ্যে যোগাযোগের জন্য সুড়ঙ্গ পথ পরিষ্কার করার সময় শ্রমিকরা এই ভোল্টটি দেখতে পায়। এই খবর জানার সাথে সাথে সশস্ত্র ফেডারেল এজেন্টরা ঐ স্থান ঘেরাও করে ফেলে। এরপর ১ নভেম্বর তা যথাযথভাবে উদ্ধার করা হয়। এদিকে নিউইয়র্কের মার্কেন্টাইল এক্সচেঞ্জ জানায়, ১০ সেপ্টেম্বরের রেকর্ড অনুযায়ী 'ব্যাংক অব নোভা স্কটিয়ার' স্বর্ণ ছিল ৩ লাখ ৮০ হাযার আউন্স, রৌপ্য ছিল ৩১ মিলিয়ন আউন্স এবং প্লাটিনাম ছিল ২৬০০ আউন্স। ইতিপূর্বে পুলিশ প্রশাসন ধারণা করেছিল যে, ভোল্টে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের স্বর্ণ-রৌপ্য থাকতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার জন্য ইসরাঈলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' দায়ী

-সঊদী পত্রিকা

সঊদী আরবের জনপ্রিয় আরবী পত্রিকা 'ওকায' গত ১১ সেপ্টেম্বরের নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার জন্য ইসরাঈলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ'-কে দায়ী করেছে। 'ওকায' বলেছে, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে হামলার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৬ জন সন্দেহভাজন ইসরাঈলীকে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেফতার করা হ'লেও পরে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এটি এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে ইসরাঈলী সংস্থা মোসাদের জড়িত থাকার ব্যাপারে আমাদের সন্দেহকেই প্রমাণিত করেছে।

উক্ত দৈনিকটি জানায়, আমরা যদি গভীর দৃষ্টিতে বিষয়টির দিকে তাকাই তাহ'লে দেখতে পাব যে, এ ধরনের ঘটনা খুবই দক্ষতার সঙ্গে ঘটানোর মত ইসরাঈলী 'মোসাদ' এজেন্ট ছাড়া আর কোন পক্ষ যুক্তরাষ্ট্রে নেই।

'ওকায' জানায়, আরব ও মুসলমানরা এই হামলার সঙ্গে জড়িত এ মর্মে পর্যাপ্ত প্রমাণাদি নেই। তবে এই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, মোসাদ হয়ত মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালানোর জন্য তার এজেন্টদের মধ্যে কিছু মুসলমানকেও রিক্রুট করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আদালতের সামনে হাযির করা উচিত

-মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ার একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা বলেছেন, আফগানিস্তানে নিরপরাধ বেসামরিক লোকদের হত্যার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে

আন্তর্জাতিক আদালতের সামনে হাযির করতে হবে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দফতরের মন্ত্রী রঈস ইয়াতীমের বক্তব্য উদ্ধৃত করে 'দ্য নিউ স্ট্রেইটস টাইম' পত্রিকা জানায়, মালয়েশিয়ার উচিত যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আদালতের সামনে হাযির করতে জাতিসংঘে পিটিশন দায়ের করা।

রঈসের বক্তব্য উদ্ধৃত করে পত্রিকা জানায়, যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আদালতের সামনে হাযির করার জন্য জাতিসংঘে আবেদন পেশ করা যথার্থ বলে প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মাদ সায় দিলে আমরা এটা করব। পত্রিকার খবরে বলা হয়, নিরপরাধ বেসামরিক লোকদের হত্যা করায় রঈস যুক্তরাষ্ট্রকে একটি 'সন্ত্রাসবাদী দেশ' হিসাবে অভিহিত করেন। রঈস বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন করতে জাতিসংঘের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন লাগবে এবং এটা বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব। তিনি আরো বলেন, অনেক দেশ এই উদ্যোগে সমর্থন দেবে না এই ভয়ে যে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করে দেবে।

[রঈসের এই বক্তব্যকে আমরা স্বাগত জানাই। -সম্পাদক]

ভারত-মার্কিন সম্পর্ক জোরদারে বুশ-বাজপেয়ী বৈঠক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারত-মার্কিন সম্পর্ক পুনঃনিশ্চিত করার জন্য গত ৯ নভেম্বর হোয়াইট হাউসে এক বৈঠকে মিলিত হন। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের সঙ্গে বৈঠকের একদিন আগে বাজপেয়ীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন। নিউইয়র্ক ও পেন্টাগনে কথিত সন্ত্রাসী হামলার পর ওয়াশিংটন দক্ষিণ এশীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে চলছে। উসামা বিন লাদেন বিরোধী যুদ্ধে পাকিস্তানের সাহায্যের প্রয়োজন হ'লেও নীতিনির্ধারকদের উচিৎ ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করা, এই অভিমত রেখেছেন মার্কিন বিশেষজ্ঞরা।

[পাকিস্তান ও বাংলাদেশী নেতাদের বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত। -সম্পাদক]

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম গ্রহণের হার ৪ গুণ বেড়েছে

এ্যানজেলা ডেভিস ৬ মাস হ'ল মুসলমান হয়েছেন। এর মধ্যে তিনি অনেক কিছুই ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি আর গান শোনেন না। মেঝেতে শুয়ে ঘুমান। তার একশ'টি ডিজনী ভিডিও ছিল। সেগুলি তিনি ফেলে দিয়েছেন। চীনামাটির পুতুলের সংগ্রহ ছিল তার। তার ঘরে সেগুলির স্থানে এখন শোভা পাচ্ছে আল-কুরআনের আয়াত খচিত ভেলভেট পোষ্টার।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর স্থানীয় একটি পত্রিকায় ডেভিসের বোরকা পরিহিত একটি পূর্ণ ছবি ছাপা হওয়ার পর তার স্বামী তাদের ৫ বছর ও ২ বছর বয়সের সন্তান দু'টিকে তাদের মায়ের কাছে দিতে অস্বীকৃতি জানান। ডেভিস বলেন, 'আমার বিশ্বাস কতখানি সুদৃঢ় তা পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহর তরফ থেকে এটা আমার জন্য একটা পরীক্ষা। আমাদের সন্তানদের জন্য হ'লেও আমাকে আমার ধর্ম ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু আমি তা করব না। আমি তাদের যতই ভালবাসি ক্বিয়ামতের দিন তারা আমার সাথে থাকবে না'।

এই পরিস্থিতিতে ডেভিস এবং তার মত হাযার হাযার নওমুসলিম তাদের পরিচিতি নিয়ে প্রচণ্ড ঝুঁকিপূর্ণ জীবন যাপন করছেন। ইতিমধ্যেই তারা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। এসব নওমুসলিম প্রতিনিয়ত ধিক্কারের মুখোমুখি হচ্ছেন এবং ধর্ম রক্ষার জন্য মোকাবিলা করছেন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের।

অভিবাসিত মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ জন্মহার এবং ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরের কারণে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। একজন বিশেষজ্ঞের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে ২৫,০০০ লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। কারো কারো মতে, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের হার ৪ গুণ বেড়ে গেছে।

ভিয়েতনামে ডেঙ্গুজ্বরে ৬১ জনের মৃত্যু

২০০১ সালের শুরু থেকে ভিয়েতনামে ডেঙ্গুজ্বরে ৬১ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে গত ২৩শে অক্টোবর রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে এ কথা বলা হয়। ট্রেড ইউনিয়ন পত্রিকা 'লাও দাং' জানায়, জানুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত দেশে মোট ৩১ হাযার ৩৫ জন জেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ জানায়, মধ্যাঞ্চলীয় তিন প্রদেশসহ দক্ষিণাঞ্চলীয় মেকাং ডেলটা অঞ্চলে ডেঙ্গুজ্বর ছড়িয়ে পড়েছে।

উন্নয়নশীল দেশে ২শ' কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নেই

-জাতিসংঘ রিপোর্ট

'জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল' (UNFPA) ঢাকা দফতর গত ৮ নভেম্বর 'বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০০১' রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্ব জনসংখ্যা ১৯৬০ সাল থেকে এ পর্যন্ত দ্বিগুণ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে লোকসংখ্যা ৬১০ কোটি। ২০৫০ সাল নাগাদ ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৬০ কোটিতে দাঁড়াবে। ৪৯টি স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যার আকার ৩ গুণ বেড়ে ১৮৬ কোটিতে পৌঁছবে। এ দেশগুলিতে বর্তমান লোকসংখ্যা ৬৬ কোটি ৮০ লাখ।

গত ৭০ বছরে বিশ্বে পানি ব্যবহার ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০৫০ সাল নাগাদ মোট ৪২০ কোটি মানুষ এমন সব দেশের বাসিন্দা হবে, যেসব দেশ তাদের দৈনন্দিন মৌলিক চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় পানির ব্যবস্থা করতে পারবে না।

উন্নয়নশীল বিশ্বের ২০০ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নেই। বিংশ শতাব্দী জুড়ে কার্বনডাই অক্সাইড নির্গমন ১২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী শতকে বায়ুমণ্ডল ৫ দশমিক ৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণ হবে এবং সমুদ্র সমতলের উচ্চতা প্রায় ৮ মিটার বৃদ্ধি পাবে। সম্পদশালী দেশগুলিতে ব্যক্তিগত ভোগের পরিমাণ ৮৬ শতাংশ। অন্যদিকে ২০ শতাংশের ভাগ্যে পড়ে মাত্র ১ দশমিক ৩ শতাংশ।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ মৌলিক পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বিশুদ্ধ পানি পায় না। এক-চতুর্থাংশের পর্যাপ্ত গৃহায়ণ ব্যবস্থা নেই। ২০ ভাগ মানুষ চিকিৎসা সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং ২০ শতাংশের ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা নেই। প্রতিদিন প্রায় ১ লাখ ৬০ হাযার মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাচ্ছে। সংক্রামক রোগে প্রতিবছর মারা যায় ২০ থেকে ২৫ শতাংশ লোক। বায়ু দূষণের কারণে প্রতিবছর প্রায় ৩০ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটে।

বিশ্ব জনসংখ্যার অর্ধেকই দৈনিক ২ ডলারেরও কম খরচে দিন যাপন করছে।

গর্ভধারণ ক্ষমতা নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ

অষ্ট্রেলিয়ায় এক মহিলার গর্ভধারণ ক্ষমতা নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ বাবদ তাকে ১ কোটি ৩০ লাখ অষ্ট্রেলীয় ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। গর্ভপাত ঘটানোর পর তার গর্ভধারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেলে তাকে এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ২২ বছর বয়সী এই মহিলার নাম সিম্পসন। ১৯৭৯ সালের ৫ জুলাই সিডনীতে সেন্ট মার্গারেট নামক একটি বেসরকারী হাসপাতালে রবার্ট ডায়মণ্ড নামক জনৈক ডাক্তারের অবহেলার কারণে এই মহিলার গর্ভধারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। সেকারণ এই মহিলাকে উক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

৩ সহস্রাধিক নিম্নবর্ণের হিন্দুর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ

ভারতে অচ্ছুৎ বলে পরিচিত ৩ হাযারের বেশী নিম্নবর্ণের হিন্দু রামলীলা ময়দানের উন্মুক্ত পরিবেশে আড়ম্বরপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যুগ যুগ ধরে অস্পৃশ্য বলে পরিচিত এসব নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাতো। এমনকি কূপের পানি পর্যন্ত এরা তুলতে পারত না। নিম্নবর্ণের এসব হিন্দু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার ফলে তারা ভারতের বিশ হাযার বছরের পুরনো বর্ণভেদ প্রথা থেকে বেরিয়ে গেল। ভারতে নিম্নবর্ণের লোকের সংখ্যা কয়েক কোটি। তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে চরমভাবে উপেক্ষিত। বৌদ্ধ নেতা সুধীর কুমার বলেন, আরো কয়েক লাখ নিম্নবর্ণের হিন্দুর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কথা রয়েছে।

নিউইয়র্কে মার্কিন যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার ২ মাস পর গত ১২ নভেম্বর সোমবার নিউইয়র্ক সময় সকাল ৯-টার সামান্য পরে আমেরিকান এয়ার লাইন্সের এ-৩০০ এয়ারবাস যাত্রীবাহী ৫৮৭ নং ফ্লাইটের জেট বিমানটি জন এফ, কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পরপরই নিউইয়র্কের কুইন্স বরোতে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় গিয়ে বিধ্বস্ত হয়। এতে বিমানের ২৬০ জন আরোহী ও ভূমিতে অবস্থানরত ৮ জন ব্যক্তি নিহত হয় এবং অন্তত ৪টি ভবন ধ্বংস হয়। বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর ধ্বংসাবশেষ থেকে কালো ধোঁয়া ও আগুন জ্বলতে দেখা যায়। এই দুর্ঘটনার পরপরই বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সারা নিউইয়র্কে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পরিবহন নিরাপত্তা বোর্ডের জর্জ ব্লাক জুনিয়র প্রত্যক্ষদর্শীদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তারা বিমানটিকে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে উড়তে দেখেন। পরে দেখেন এটি থেকে টুকরো টুকরো অংশ ভেঙ্গে পড়ছে। পরে বিমানের সম্মুখ অংশ ডাইভ দেওয়ার ভঙ্গিতে ভূমিতে এসে পড়ে। তদন্তকারীরা জানান, বিমানটি উড্ডয়নের প্রাথমিক পর্যায় স্বাভাবিক ছিল। এর নিয়ন্ত্রণে ছিলেন কো-পাইলট। বিমানটিতে টেকঅফের ১০৭ সেকেণ্ড পর একটি বিদঘুটে শব্দ শোনা যায়। পরে দ্বিতীয়বার আবারো শোনা যায় একই শব্দ। এর ২৩ সেকেণ্ড পর ককপিট ভয়েস রেকর্ডার থেমে যায়। বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার আগেই বিমানের লেজ ও সংযুক্ত রাডার কেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কর্তৃপক্ষ তা জানার চেষ্টা করছেন। বিমানের ইঞ্জিনে পাখী ঢুকেছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। বিমানের দু'টি ইঞ্জিনই ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়। তদন্তকারীরা এখন পর্যন্ত কোন অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার চিহ্ন খুঁজে পাননি। এপর্যন্ত প্রাপ্ত সকল তথ্য কারিগরী বা যান্ত্রিক সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

মুসলিম জাহান

মাদরাসা শিক্ষায় অর্থ যোগান বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে মোশাররফের সরকার

পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল পারভেজ মোশাররফের সরকার মাদরাসা শিক্ষায় অর্থ যোগান বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুঈনুদ্দীন হায়দারের ভাষায়, মাদরাসা ছাত্ররা সহিংসতা ছড়াচ্ছেন'। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল হায়দার আরো বলেন, মাদরাসাগুলির রাজনৈতিক কর্মসূচী রয়েছে। তাই কোন সরকার এটা মেনে নিতে পারে না।

দোহায় ৫ দিন ব্যাপী চতুর্থ 'ডব্লুউটিও' সম্মেলন

গত ৯ নভেম্বর শুক্রবার থেকে কাতারের রাজধানী দোহায় শুরু হয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চতুর্থ মন্ত্রী পরিষদীয় সম্মেলন (ফোর্থ ডব্লুউটিও মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্স)। ৫ দিনব্যাপী এই সম্মেলন ১৩ নভেম্বর শেষ হয়। বাংলাদেশ সহ ৪৯ টি স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে উন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্যিক সুবিধা সম্প্রসারণে স্বল্পোন্নত দেশগুলির সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশ। আর এ জন্য বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমূদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল গত ৮ নভেম্বর কাতার যান।

এবারের সম্মেলনে যেসব বিষয় আলোচনায় প্রাধান্য পায়, তন্মধ্যে রয়েছে উরুগুয়ে রাউণ্ড-এর ন্যায় কম্প্রিহেনসিভ রাউণ্ড বা নিউরাউণ্ড শুরু, গ্রোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট রাউণ্ড হিসাবে এটি চিহিত হওয়া না হওয়া এবং অন্যান্য নতুন ইস্যুসমূহ (লেবার স্ট্যাণ্ডার্ডস, কম্পিটিশন পলিসি, ইনভেস্টমেন্ট পলিসি, এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু, গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট, সোস্যাল ক্লজেস, গুড গভর্নেন্স)।

চতুর্থ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (ডব্লুউটিও) মন্ত্রী পরিষদীয় এই সম্মেলনে ১৪২টি দেশের সাড়ে চার হাযারের মত অতিথি যোগ দেন। এর মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন দেশের দু'হাযার সরকারী প্রতিনিধি, সাতশ' সাংবাদিক এবং বেসরকারী খাতের প্রতিনিধি রয়েছেন ছয়শ' জন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৪ সালে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ডব্লুইটিও) প্রতিষ্ঠিত হয়। ডব্লিউটিও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত মন্ত্রী পর্যায়ে তিনটি সম্মেলন হয়েছে।

স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের বিনিময়ে আরব বিশ্ব ইসরাঈলের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে

-বাদশাহ আব্দুল্লাহ

জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ বলেছেন, একটি স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে আরব বিশ্বকে সম্মিলিতভাবে ইসরাঈলের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানে প্রস্তুত থাকতে হবে। লন্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকায় বলা হয়, এই রূপরেখার আলোকে একটি ব্যবস্থা নিয়ে ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘ, মিসর ও জর্ডানসহ প্রধান আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ আলোচনা অব্যাহত রেখেছেন। জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহ বলেন, এ ব্যাপারে একটি মতৈক্য হ'লে আরব দেশগুলি ইসরাঈলের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করবে। বৃটিশ পত্রিকা 'টাইমস'কে বাদশাহ আব্দুল্লাহ বলেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী আরব দেশগুলি ইসরাঈলের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র হওয়ার কারণে বাদশাহ আব্দুল্লাহ্‌র এই মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলও ইসরাঈল অধিকৃত ভূখণ্ডে একটি ফিলিস্তীনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালের মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের পর জাতিসংঘ

নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ইসরাঈলের উচিৎ শান্তির জন্য দখল করা ভূমি ছেড়ে দেওয়া।

আমার স্ত্রীরা সবাই আরব বংশোদ্ভূত

-উসামা বিন লাদেন

তালেবান নেতা মোল্লা ওমরের মেয়েকে বিন লাদেন বিয়ে করেছেন বলে পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে যে খবর বেরিয়েছিল, উসামা বিন লাদেন গত ১০ নভেম্বর পাকিস্তানের খ্যাতিমান ইংরেজী দৈনিক 'ডন'-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তা ভিত্তিহীন বলে নাকচ করে দিয়ে বলেন, 'আমার সব স্ত্রীই আরব'। গত ৭ নভেম্বর কাবুলের কাছাকাছি কোন এক অজ্ঞাত স্থানে পাকিস্তানের উর্দূ দৈনিক 'আউসাফ'-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারেও তিনি অনুরূপ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'মোল্লা ওমরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্রেফ আধ্যাত্মিক। তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই'।

তার অপরাধ তিনি দেখতে বিন লাদেনের মত

ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশের রাজধানী ভুবনেশ্বর থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে দাসপাল্লা শহরে ৫ নভেম্বর কাজের সন্ধানে ৪৫ বছর বয়সী একজন লোক আসেন। শ্মশ্রুধারী হাল্কা-পাতলা গড়নের লোকটিকে বিন লাদেনের মত দেখায় বলে লোকজন তার আশপাশে ভিড় জমায়। শহরের একজন কর্মকর্তা জানান, কোনরকম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির আশংকায় নাকি এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রয়টার্স পরিবেশিত খবরে লোকটির ধর্মীয় পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি।

মালয়েশীয়রা ভিসা ছাড়াই ইরাকে যেতে পারবে

মালয়েশীয়দের ইরাকে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। দুই মুসলিম দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইরাকী শিল্পমন্ত্রী মঈজার রেযা শাল্লাহর বক্তব্য উদ্ধৃত করে সরকারী সংবাদপত্র 'আল-জমহূরিয়া' জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন এক নির্দেশ জারি করে বলেছেন, মালয়েশীয় নাগরিকরা ভিসা ছাড়াই ইরাকে যেতে পারবেন। ইরাকের বিরুদ্ধে অন্যায় অর্থনৈতিক অবরোধ প্রশ্নে মালয়েশীয়ার অব্যাহত প্রতিবাদের পুরস্কার হিসাবে ইরাক এই ব্যবস্থা নিয়েছে।

মালয়েশিয়া ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের আগে বাগদাদে বছরে আড়াই লাখ টন পাম অয়েল রফতানী করত। যুদ্ধের ফলে এই রফতানী বন্ধ হয়ে যায়। তবে মালয়েশীয়া সম্প্রতি অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় জোরদার করেছে এবং ইরাকে প্রোটন কার ও পাম অয়েল রফতানী করছে।

মালয়েশিয়া ৩ লাখ বিদেশী শ্রমিক বহিষ্কার করবে

মালয়েশিয়া তার অর্থনৈতিক দূরবস্থার কারণে ৩ লাখ বিদেশী শ্রমিককে বহিষ্কার করবে এবং সে স্থানে তারা স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগ করবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় সচিব আবু যাহার ইসনীনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, বিদেশী শ্রমিকদের তিন বছরের বেশী দেশে থাকতে দেওয়া হবে না বলে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আবু যাহার বলেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দাভাব দেখা দেওয়ায় অনেক স্থানীয় শ্রমিককেও চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বিদেশী শ্রমিক নিয়োগের নীতি পরিবর্তন করে স্থানীয় শ্রমিকদের নিয়োগে প্রধান্য দেওয়া হবে। তবে সরকার স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগে ব্যর্থ হ'লে পুনরায় বিদেশী শ্রমিকদের নিয়োগ দেওয়া হবে। মালয়েশিয়ায় বর্তমানে ১০ লাখ বিদেশী শ্রমিক রয়েছে। এরা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া, ভারত, বাংলাদেশ, থাইল্যাণ্ড, মায়ানমার ও ফিলিপাইনের নাগরিক।

হাতের নাড়াচাড়ায় মোবাইল ফোনের ব্যাটারি রিচার্জ

যুক্তরাষ্ট্রের 'আলাদিন পাওয়ার কোম্পানী' ক্ষুদ্রাকৃতির এমন এক ধরনের জেনারেটর বাজারে ছেড়েছে, যা মাত্র তিন মিনিট নাড়াচাড়া করলেই যে কোন মোবাইল ফোনে ২০ মিনিট কথা বলার মত চার্জ যোগাতে পারে। ৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও দেড় ইঞ্চি চওড়া আকৃতির এই যন্ত্রটির দাম পড়বে প্রায় ৬০ ডলার।

পৃথিবীর দীর্ঘতম চিঠি

পৃথিবীর দীর্ঘতম চিঠি হচ্ছে ২২ বছর বয়স্কা রূপলাল নামক এক ভারতীয় মহিলার লেখা। এতে রাজনীতি, শিক্ষা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান ও খেলাধুলাসহ সকল বিষয়ে মোট ১৭ লাখ ৭৩ হাযার ২৮৬টি শব্দ রয়েছে। এ চিঠির দৈর্ঘ্য ৩.৬ কিলোমিটার। লিখতে সময় লেগেছে ৩ বছর। কালি ব্যয় হয়েছে ১.৮৬ লিটার।

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রক পাউডার

যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রক পাউডার আবিষ্কার করেছেন, যা আকাশের মেঘকে অপসারণ এবং হারিকেনের তীব্রতাসম্পন্ন ঝড় বন্ধ করতে পারবে। বিশ্বের যেসব স্থানের আবহাওয়া বৈরী সেসব স্থানে উক্ত পাউডার নিক্ষেপ করে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, যা প্রচুর পানি শোষণ করতে পারবে। তাই মেঘে থাকা পানি পাউডারের সংস্পর্শে এসে ঘন বস্তু হিসাবে আকাশ থেকে ঝরে পড়বে। এই ঘন বস্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ।

চীনে এ্যানথ্রাক্স জীবাণু ধ্বংসকারী যন্ত্র আবিষ্কার

চীন চিঠির মধ্যে থাকা এ্যানথ্রাক্স জীবাণু ধ্বংস করার যন্ত্র বের করেছে। এর চারটি যন্ত্র আমেরিকায় পাঠানোরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চীনা বিজ্ঞানীরা এই যন্ত্রের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক রশ্মির সাহায্যে চিঠির ভেতরে থাকা এ্যানথ্রাক্স জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম হন বলে দাবি করেছেন।

মধুতে প্রচুর ক্যালরি

যেসব খাবারে এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে সেইসব খাবার খেলে ক্যান্সার ও হৃদরোগ প্রতিহত হয়। আরনাবায় অবস্থিত ইলিনরিস ইউনিভার্সিটির গবেষকরা বলেছেন, এই এন্টিঅক্সিডেন্ট মধুতে প্রচুর পরিমাণে থাকে। তাদের মতে, মধু যত গাঢ় হবে এন্টিঅক্সিডেন্ট তত বেশী থাকবে। শুধু এন্টিঅক্সিডেন্ট নয়, মধুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালরি। যেখানে ৪ আউন্স গাজর বা কমলা (প্রায় ১১২ গ্রাম) শরীরে যোগান দেয় ৪০-৫০ ক্যালরি শক্তি, সেখানে ৪ আউন্স মধুতে থাকে ৩৬০ ক্যালরি শক্তি।

জনমত কলাম

তিক্ত অভিজ্ঞতা

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (বাহরাইন)

সঊদী আরবে পার্থিব উপার্জনের লক্ষ্যে এসে আল্লাহপাকের অশেষ রহমতে সঠিক দ্বীনের সন্ধান পেয়েছি। পীরতন্ত্র আর তথাকথিত বুযুর্গ ও মুরব্বীদের পথই সঠিক পথ বলে যে ভ্রান্ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলাম, 'উনাইযা ইসলামিক সেন্টার'-এর মুহতারাম ওস্তাদ অধ্যাপক রশীদ আব্দুল ক্বাইয়ূম-এর দা'ওয়াত ও একান্ত প্রচেষ্টায় ভ্রান্ত বিশ্বাসের সেই বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেয়েছি। আল-হামদুলিল্লাহ। মুহতারাম ওস্তাদের ছহীহ দলীলভিত্তিক আলোচনায় আমার মত শত শত যুবক পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ছত্রছায়ায় এসে ধন্য হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে প্রচলিত কয়েকটি বাতিল ফের্কা ও জামা'আত সম্বন্ধে আলোচনার নিমিত্তই আজকের এ কলামের অবতারণা।

আদি পিতা আদম (আঃ)-এর একমাত্র শত্রু ছিল ইবলীস শয়তান। সেই থেকে সে ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে শত্রুতা করে আসছে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে। এই ইবলীস-এর দোসর ইহুদী, নাছারা, মুশরিকরা ইসলামের যত ক্ষতি সাধন করেছে, তার চেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে ইসলামের নামে প্রচলিত বিভিন্ন শিরকী ও বিদ'আতী জামা'আত ও সংগঠন।

আমাদের সমাজে শিরকী ও বিদ'আতী বিভিন্ন জামা'আত রয়েছে। কবর পূজারী, মাজার পূজারী, পীর পূজারী, মুরব্বী পূজারী, আর মীলাদ পন্থীদের মত অসংখ্য দল আমাদের গোটা সমাজটাকে করছে কলুষিত। এসব ফের্কাবন্দীরা একে অপরকে দেখতে পারে না। নিজে শিরকে নিমজ্জমান অথচ অপরকে মুশরিক বলতে দ্বিধা নেই, নিজে বিদ'আতে লিপ্ত অথচ অন্যকে বিদ'আতী বলতে কার্পণ্য নেই। অপ্রিয় হ'লেও বলতে হচ্ছে যে, এসব জামা'আত সমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি জামা'আত হচ্ছে তাবলীগ জামা'আত। এরা মুখে তাওহীদের দা'ওয়াতের বুলি আওড়ালেও বস্তুত এদের দা'ওয়াত ও প্রশিক্ষণে শিরক ভরপুর। আমার মতের স্বপক্ষে পাঠকবৃন্দের সামনে প্রমাণাদি উপস্থাপনার পূর্বে এ জামা'আতের একটি ধোঁকাবাজির কথা উল্লেখ করতে চাই। সঊদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু দেশে তাবলীগী কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। সঊদী আরবের কতিপয় তাবলীগী ভাইয়ের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় আমি তাদেরকে যখন আমাদের দেশের তাবলীগী মুরব্বীদের শিরকী তাক্বীদার কথা বললাম, তখন তারা আশ্চর্য হয়ে আমাকে জানালেন, সঊদীসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির তাবলীগের তা'লীমী কিতাব হচ্ছে ইমাম নববী সংকলিত 'রিয়াযুছ ছালেহীন' (হাদীছের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ)। অথচ আমাদের দেশের তাবলীগ জামা'আতের তা'লীমী গ্রন্থ হচ্ছে মাওলানা যাকারিয়া প্রণীত 'তাবলীগী নিসাব'। যার কথা তারা কোনদিন শোনেননি। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে মনগড়া হাদীছ ও সূফীদের গল্প-কাহিনীতে ভরপুর 'ফাযায়েল-এ আমল' নামক গ্রন্থকে নেছাব করণের কথা কয়েকজন সঊদী তাবলীগপন্থীর নিকট বললে তারা এ শিরকী জামা'আতের সাথে সম্পর্ক না রাখার কথা জানিয়েছেন। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

তাবলীগ জামা'আতের প্রশিক্ষণের কিতাব হচ্ছে 'তাবলীগী নেছাব' নামে খ্যাত মাওলানা যাকারিয়া সাহারানপুরী প্রণীত কয়েক খণ্ড সমৃদ্ধ গ্রন্থ 'ফাযায়েল-এ আমল'। খালেছ তাওহীদে বিশ্বাসী, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে সঠিক জ্ঞানী ব্যক্তি এ কিতাবগুলি পড়লে তাবলীগীদের আসল চেহারা তাদের নিকটে উন্মোচিত হবে। আমি পাঠকবৃন্দের খেদমতে দু'একটি নমুনা পেশ করছিঃ তাবলীগীদের মুরব্বী মাওলানা যাকারিয়া স্বীয় পীর রশীদ আহমাদ গাংগুহীর একটি পত্র 'ফাযায়েল-এ সাদাকাত' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। যে পত্রে মাওলানা গাংগুহী স্বীয় পীর এমদাদ উল্লাহ মক্কীকে সম্বোধন করেছেন, 'হে আমার দুই জাহানের আশ্রয়স্থল' *(ফাযায়েল-এ সাদাকাত ২/১৮৫ পৃঃ)*। পূর্বসূরী ও মুরব্বীরা যাদের উভয় জগতের আশ্রয়স্থল(!) তারা কিরূপ মুসলমান পাঠকই চিন্তা করুন। 'ফাযায়েল-এ সাদাকাতে' মালেক বিন দিনার নামক এক বুযুর্গের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এতে মালেক বিন দিনার কর্তৃক এক ব্যক্তিকে দুনিয়াতেই বেহেশতের লিখিত সার্টিফিকেট প্রদান এবং পরবর্তীতে ঐ ব্যক্তির জান্নাত লাভের ঘটনা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে *(দেখুনঃ ফাযায়েল-এ সাদাকাত ২/৩৪৫-৩৪৬ পৃঃ)*। যেকোন খালেছ তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলমান এ ঘটনা পড়লে গা শিউরে উঠবে। যেখানে স্বয়ং আমাদের নবী (ছাঃ) আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কাউকে জান্নাতের সু-সংবাদ দেননি। অথচ তাবলীগীদের পূর্বসূরী মালেক বিন দিনার অনায়াসেই জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রদান করলেন (নাঊযুবিল্লাহ)। তাইতো তাবলীগীদের মুখে মুখে মুরব্বীর কথা, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কথা নেই। কারণ মুরব্বীরাই তো তাদের জান্নাতের সার্টিফিকেট(!)। তাবলীগীদের এসব মনগড়া হাদীছ বর্ণনা, মিথ্যা কিছছা-কাহিনী দিয়ে লোকদের তাবলীগে উৎসাহ প্রদান, বিশ্ব ইজতেমাকে হজ্জের সমপর্যায় করণ, তাবলীগই নাজাতের পথ ঘোষণা ইত্যাদি কার্যকলাপ সচেতন সকল মুসলমানের জানা। তাই তাদের শিরকী ও বিদ'আতী অগ্রাসন থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করতে খাঁটি তাওহীদে বিশ্বাসী কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর নিঃস্বার্থ অনুসারীদের এগিয়ে আসা একান্ত যরূরী।

এক্ষণে আমি আমাদের দেশে প্রচলিত পীরপন্থীদের একটি শিরকী আক্বীদার কথা উল্লেখ করব। চরমোনাই, ফুরফুরা, আটরশি, দেওয়ানবাগী আর দেওবন্দী সকল ফের্কার পীরপন্থীদের আক্বীদা মূলতঃ একই। যদিও বিভিন্ন স্বার্থে তাদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তা কিন্তু আদর্শিক নয়, স্বার্থ কেন্দ্রিক। সেজন্য তাদেরকে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর নিঃস্বার্থ অনুসারী আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে মতভেদ ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধ হ'তে দ্বিধাবোধ করে না। কেননা একমাত্র আহলেহাদীছরাই শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন। বাংলাদেশের খ্যাতনামা পীর, যিনি সাম্প্রতিককালে তার সহযোগী দেওয়ানবাগীর বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেছেন। সেই চরমোনাই অনুসারীদের আক্বীদা হচ্ছে, কামেল হ'তে হ'লে আল্লাহর চেয়ে পীরের কথার মূল্য বেশী দিতে হবে *(রূহানী ফয়েজ, চরমোনাই পীরের মুজাহিদ প্রকাশনী, পৃঃ ৩৮)*।

প্রিয় পাঠক! আল্লাহর আদেশকে যারা নিজ পীরের আদেশের চেয়ে গৌণ করে দেখে, তারা কিরূপ মুসলমান(!)। মুশরিক হিন্দুরাও বিশ্বাস করে যে, ভগবানের আদেশ শিরোধার্য। অথচ মুসলিম নামধারী পীরপন্থীদের একি বিশ্বাস(!)। কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে এসব আক্বীদায় বিশ্বাসীদের হুকুম কি হবে তা সিদ্ধান্তের ভার পাঠকবৃন্দের উপর।

পীরপন্থীদের আরেকটি বিশ্বাস হচ্ছে, মৃত মুরীদকে কবরে রাখার পর পীর তার নিকটে উপস্থিত হয়। ওছমান হারূনী নামক এক বুযুর্গ তার মুরীদের কবরের আযাবের সময় ফেরেশতাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তার কবরের আযাব দূর করে দিয়েছিলেন *(গরীব নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী, পৃঃ ৪১)*। আমাদের নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মুনকার-নাকীরের সওয়াল-জওয়াব শেষে আযাব হ'তে প্রতিবন্ধক হিসাবে শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তির বিভিন্ন আমল উপস্থিত হবে। অথচ পীররা তাদের মুরীদদের এ ধারণা দেয় যে, এ সময় পীরও মৃতের পাশে উপস্থিত হবে। তাইতো অনেক মুরীদদের দেখা যায়, তারা ছালাত-ছিয়ামের ধার ধারে না। কিন্তু সর্বক্ষণ পীরের খেদমতের বেলায় ষোলআনা প্রস্তুত। আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) কয়েকটি বিশুদ্ধ হাদীছে কয়েকজন ছাহাবীর কবরের আযাবের কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) তাদের কবরের আযাব দূর করতে পারেননি। অথচ পীররা তা করতে পারে? এ আক্বীদা যারা পোষণ করে তারা যে ভণ্ড, প্রতারক, মুশরিক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। আল্লাপাক আমাদেরকে এসব ভ্রান্ত আক্বীদা হ'তে হেফাযত করুন আমীন!

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত জীবন গড়ে তুলি

-জুম'আর খুৎবায় আমীরে জামা'আত

ঢাকা ২৬শে অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য ঢাকাস্থ নাযিরাবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় 'বিদ'আত ও তার অপকারিতা' বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রচলিত 'শবেবরাত' অনুষ্ঠানের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, এদেশে ইসলামের নামে বহু কিছু চালু আছে, ইসলামে যার কোন ভিত্তি নেই। ধর্মের নামে প্রচলিত মীলাদ, ক্বিয়াম, শবেবরাত, কুলখানি-চেহলাম ইত্যাদি এসবেরই অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে নেকীর বদলে আমরা আমাদের আমলনামায় কেবলই গোনাহ যুক্ত করে চলেছি। আমাদেরকে অবশ্যই সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে সমাধান তালাশ করতে হবে। তালাশ করার যোগ্যতা না থাকলে যারা জানেন, তাদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। কেননা মুসলমান কেবল দলীলের অনুসরণ করবে, কারু ব্যক্তিগত রায়ের অনুসরণ নয়। তিনি বলেন, আমাদের ধর্মীয় জীবন আজ শিরক ও বিদ'আতের জঞ্জালে পূর্ণ হয়ে গেছে। যার অধিকাংশেরই মূল উৎস যঈফ ও মওযূ বা জাল হাদীছ এবং দুনিয়াদার আলেমদের অপব্যাখ্যা প্রসূত। আমাদেরকে আমাদের পরকালীন মুক্তির স্বার্থেই এসব থেকে সাবধান থাকতে হবে। তিনি বলেন, দেশবাসীর নিকটে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর একটাই মাত্র আহ্বান, আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি। শিরক ও বিদ'আত মুক্ত জীবন যাপন করি। ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান মেনে চলি।

দলীয় মেনিফেস্টো নয়, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার মেনে নিন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

খানপুর, রাজশাহীঃ গত ২৮শে অক্টোবর রবিবার মোহনপুর উপযেলাধীন খানপুর হাইস্কুল ময়দানে আয়োজিত বিশাল ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে দেশের নবগঠিত জোট সরকারের প্রতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নৌকা আর ধানের শীষের পালাবদল শুধু নয়, জনগণ দেশে প্রকৃত শান্তি ও স্থিতিশীলতা দেখতে চায়। প্রচলিত গণতন্ত্রে যেটা কখনোই সম্ভব নয়। তিনি সদ্যগত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও আগত দলীয় সরকারের তুলনা করে বলেন, দলীয় সরকার নিঃসন্দেহে একটি দুর্বল সরকার। এই সরকারকে সর্বদা ভোটারদের সন্তুষ্টির দিকে নযর রাখতে হয়। বিভিন্ন স্তরের দলীয় নেতাদের খুশী করতে গিয়ে অসংখ্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করতে হয়। এছাড়াও থাকে সর্বস্তরের কর্মী ও সমর্থকদের মন জোগানোর প্রতিযোগিতা। ফলে পরা শাসনযন্ত্র শাসক দলের তোষণ ও সেবাদানে নিয়োজিত হয়। ন্যায়-অন্যায় নির্ধারিত হয় দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। সেখানে মানবতা নির্যাতিত হয়, ন্যায়নীতি ভূলুণ্ঠিত হয়। বিশ্বের সর্বত্র চলছে গণতন্ত্রের নামে এই মানবতাবিরোধী অরাজক নীতি। বিশ্বের ২য় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে ইসলাম স্বাধীন নয়। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ শাসিত হচ্ছে এককালের শোষক ইংরেজ খৃষ্টানদের রেখে যাওয়া গণতন্ত্র নামীয় জবরদস্তিমূলক শাসনব্যবস্থা ও তাদের রেখে যাওয়া আইন, বিচার ও শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে।

তিনি বলেন, সরকারী ও বিরোধীদলীয় অস্ত্রবাজ ও পুঁজিবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার যুপকাষ্ঠে নির্যাতিত মানবতাকে বাঁচাতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ প্রেরিত ইসলামী শাসন ও জীবন ব্যবস্থার দিকে ফিরে যেতে হবে। এজন্য অবশ্যই আমাদেরকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ হ'তে হবে। জনমতকে সংগঠিত করে জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে মেনে নিতে হবে। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ', 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ও 'সোনামণি' প্রভৃতি সংগঠন সমূহ মূলতঃ স্ব স্ব ক্ষেত্রে এক একটি দা'ওয়াতী সংস্থা। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে পরিচালিত উক্ত সংগঠন সমূহ এদেশের মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন গড়ার আহ্বান জানায়। তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হাছিলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা আব্দুর রহীম (বাগেরহাট) প্রমুখ।

দলতন্ত্র নয়, ইমারত ও শূরাভিত্তিক রাজনীতি চালু করুন

-আমীরে জামা'আত

পাঁজর ভাঙ্গা, নওগাঁঃ গত ১লা নভেম্বর বৃহস্পতিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পাঁজরভাঙ্গা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যেলা সভাপতি মাষ্টার আনীসুর রহমান-এর সভাপতিত্বে **যেলা সম্মেলন' ২০০১** অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া-র মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস.এম.আব্দুল লতীফ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা নিসার ৬৫ নং আয়াতের প্রেক্ষাপট আলোচনায় বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রশাসনিক জীবন তুলে ধরে বর্তমান বিশ্বে ..... নির্বাচিত নেতা-নেত্রীদের প্রশাসনিক নীতির তুলনামূলক আলোচনা করেন। তিনি বলেন, কুরআনে চোরের হাত কাটা আইন যদি সংসদে পাশ করা ও দেশে কার্যকর করা হ'ত, তাহ'লে দেশে চোর খুঁজে পাওয়া যেত না। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ইমারত ও শূরাভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং স্বাধীন ইসলামী বিচার ব্যবস্থা চালু করতে চায়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, ইহকাল ও পরকালে মুক্তি পেতে হ'লে আমাদের সার্বিক জীবন কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে।

পিরোজপুরঃ গত ১৫ ও ১৬ই নভেম্বর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ-এর সভাপতিত্বে ১ম দিন তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নির্মিত সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এবং ২য় দিন আদর্শ বয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে যেলা সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া-র মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, খুলনা সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান (বাগেরহাট)।

বক্তাগণ শিরক-বিদ'আত পরিহার করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী হয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য বৃহত্তর বরিশালের মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

রামাযানের শিক্ষা ও আজকের সমাজ শীর্ষক আলোচনা সভা

গত ৩রা ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বুড়িচং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'রামাযানের শিক্ষা ও আজকের সমাজ' শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর অন্যতম সুধী মুহাম্মাদ ইদ্রীছ আলী ভূইয়া-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সাবেক যেলা সভাপতি আহমদ শরীফ, সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম সরকার, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ, রাধানগর কালিকাপুর দাখিল মাদরাসার সুপার মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন প্রমুখ। সম্মানিত আলোচকগণ বলেন, উন্নত মানুষে উন্নীত করার জন্য আল্লাহপাক আমাদের উপর ছিয়ামে রামাযান ফরয করেছেন। আত্মার পরিশুদ্ধি ছাড়া উন্নত মানুষ হওয়া যায় না। রামাযানের শিক্ষাই হচ্ছে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মনুষ্যত্বের উন্নতি ঘটানো। আর আত্মশুদ্ধির গাইড বুক হচ্ছে আল্লাহ প্রেরীত সর্বশেষ অহি আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। অহি-র অনুসরণের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধন করা সম্ভব। আর রামাযানুল মুবারাক এই আহ্বান নিয়েই আমাদের মাঝে প্রতি বছর ফিরে আসে। তারা বলেন, এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া সকল মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব।

পবিত্র কুরআনকে জাতীয় সংসদে নিয়ে যান

-আমীরে জামা'আত

ঢাকা ৬ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে ২০শে রামাযান বৃহস্পতিবার ফ্রেঞ্চ রোডস্থ হাজী জুম্মন কমিউনিটি সেন্টার (৬৮ নং ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার) নয়াবাজার, ঢাকায় আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে সংগঠনের আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বর্তমান জোট সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি আফগানিস্তান, কাশ্মীরসহ বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম নিধনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আজকে দেশের সার্বিক অবনতির মূলে রয়েছে কুরআনী শিক্ষা থেকে দূরে থাকা। তিনি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার স্বার্থে রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধান সংস্কার করার উদাত্ত আহ্বান জানান। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলা সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আবদুল আযীয-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুল মালেক- মুদাররিছ মাদরাসাতুল হাদীছ নাজিরা বাজার ঢাকা, মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী- খতীব বাংলা দুয়ার জামে মসজিদ, হাফেয মাওলানা আনীসুর রহমান- খত্বীব বংশাল মালিবাগ জামে মসজিদ ঢাকা এবং অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দ। স্ব স্ব নিজস্ব দানে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে চার শতাধিক কর্মী ও সুধীবৃন্দের বিরাট সমাবেশ ঘটে।

অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলা সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আবদুছ ছামাদ।

তা'লীমী বৈঠক

১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০১ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলাম আস-সালাফীর ছাত্র মুহাম্মাদ হাশেম আলী। অতঃপর সূরা আন'আম-এর ১৫১, ১৫২ ও ১৫৩ নং আয়াতে বর্ণিত ১০টি হারাম থেকে বেঁচে থাকার উপর মাসিক **আত-তাহরীক**-এর দরসে কুরআন-এর মে '৯৯ সংখ্যার আলোকে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ ও তা'লীমী বৈঠকের পরিচালক এস,এম, আব্দুল লতীফ।

২৬শে সেপ্টেম্বর ২০০১ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমানের তাজবীদভিত্তিক বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা দানের মাধ্যমে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়। উক্ত বৈঠকে 'দা'ওয়াতে দ্বীনের ফযীলত'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান। তিনি সবাইকে দা'ওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানান।

১০ই অক্টোবর ২০০১ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে হাফেয **মুহাম্মাদ লুৎফর** রহমানের তাজবীদ সহ কুরআন শিক্ষা দানের মাধ্যমে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়। উক্ত তা'লীমী বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আমাদের মূল গন্তব্যস্থল হচ্ছে আখেরাত। তাই আখেরাতের স্বার্থে আমাদের প্রত্যেককে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ও তার কর্মসূচী বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করা অপরিহার্য। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর প্রত্যেক নেতা-কর্মীকে পরকালীন স্বার্থে 'আন্দোলন'-এর চতুর্মুখী কর্মসূচী বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

যুবসংঘ

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা বন্ধ এবং পবিত্র মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভাঃ

(১) **চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ** 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কানসাট এলাকা সংগঠনের উদ্যোগে গত ১৩ নভেম্বর ২০০১ইং মঙ্গলবার শিবগঞ্জ উপযেলা শহরে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে এবং মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে এক বিরাট মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি শিবগঞ্জ থানার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং কোর্ট চত্বরে এসে এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন যেলা আহলেহাদীছ যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম। তিনি তাঁর বক্তব্যে আফগানিস্তানের উপরে অব্যাহত মার্কিন হামলা অবিলম্বে বন্ধের জন্য ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের প্রতি আহ্বান জানান। সাথে সাথে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার্থে তারা যাবতীয় অশ্লীল কার্যক্রম বন্ধের দাবী জানান।

(২) ১৬ই নভেম্বর ২০০১ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বুড়িচং আহলেহাদীছ জামে মসজিদ হ'তে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে এক মিছিল বুড়িচং উপযেলা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং মিছিল শেষে 'আলহেরা মডার্ণ একাডেমী' ক্যাম্পাস চত্বরে সংক্ষিপ্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা যেলা যুবসংঘের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পথসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। তিনি বলেন, রামাযান মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে মানব জাতির মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম। তিনি এ মাসের পবিত্রতা রক্ষার পাশাপাশি রামাযান মাসের ছিয়াম যে উদ্দেশ্যে আল্লাহপাক আমাদের উপর ফরয করেছেন, সে উদ্দেশ্য সাধনে সবাইকে প্রতিযোগিতা করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠিত পথসভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুবসংঘের কুমিল্লা যেলার সাবেক সভাপতি আহমদ শরীফ, যেলার বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। মিছিলে নেতৃত্ব দেন আন্দোলনের যেলা সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ রুসমত আলী ও আন্দোলনের যেলা দফতর সম্পাদক মাওলানা শামসুল হক।

(৩) ১৫ই নভেম্বর ২০০১ বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কলারোয়া (সাতক্ষীরা) এলাকার উদ্যোগে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার দাবিতে এক মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং মিছিল শেষে কলারোয়া 'আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স'-য়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাষ্টার ক্বামারুযযামান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘে'র সাবেক (ভারপ্রাপ্ত) কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা শেখ রফীকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম, মাওলানা গোলাম রহমান, মাওলানা গোলাম সরওয়ার প্রমুখ।

(৪) ১৬ই নভেম্বর ২০০১ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার দাবিতে এক বিরাট মিছিল সাতক্ষীরা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং মিছিল শেষে পলাশপোল 'আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সম্মুখে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলনে'র প্রচার সম্পাদক মাওলানা শাহীনুর রহমান যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান। পথসভায় বক্তারা রামাযান মাসে সিনেমা হল, হোটেল, নগ্নছবি প্রদর্শন ও সুদ-ঘুষ বন্ধ করার জন্য সাতক্ষীরাবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান এবং সাথে সাথে অহিভিত্তিক সমাজ গঠনের আহ্বান জানানো হয়।

কর্মী প্রশিক্ষণ

রাজশাহীঃ গত ২৫ ও ২৬শে অক্টোবর ২০০১ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাঘা-চারঘাট শাখার উদ্যোগে মণিগ্রাম-গঙ্গারামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৭০ জন প্রশিক্ষণার্থীর উপস্থিতিতে দু'দিন ব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মণিগ্রাম-গঙ্গারামপুর শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ এবাদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য অধ্যাপক ফারুক আহমাদ, বর্তমান প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন। উল্লেখ্য যে, ২৬শে অক্টোবর বাদ জুম'আ প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক উপস্থিত বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়।

গুণীজনকে মূল্যায়ন করুন

-আমীরে জামা'আত

ঢাকা ২৬শে অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর ৯৪ কাযী আলাউদ্দীন রোডে অবস্থিত মাদরাসাতুল হাদীছ জামে মসজিদের দোতলায় 'ঢাকা যেলা আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত

'কৃতি ছাত্রদের সংবর্ধনা' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, যে জাতি তাদের গুণী ব্যক্তিদের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে, সে জাতি তাদের যথার্থ উন্নয়ন লাভে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বিগত দিনের বঞ্চিত মহাকবি ফেরদৌসী, জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক আল-ফারাবী, কুরআনের ইংরেজী তাফসীরকার আল্লামা আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী প্রমুখের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, সমাজ ও সরকার এসব গুণী মনীষীদের মূল্যায়ন করেনি। তাঁরা ক্ষুধার তাড়নায় ধুঁকে ধুঁকে মারা গেছেন। অথচ সমাজ তাদের নিয়েই চিরকাল গর্ব করে থাকে। তিনি বলেন, উপমহাদেশে জিহাদ আন্দোলন ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকেও যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। 'কৃতি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান' আয়োজনের মাধ্যমে 'ঢাকা যেলা আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এ ব্যাপারে যে সাহসী পদক্ষেপ রেখেছে, তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমি দো'আ করি এদের মধ্য থেকেই যেন আমাদের আগামী দিনের নেতৃবৃন্দ ও গুণীজনের উদ্ভব হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীয-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। যেলা সাধারণ সম্পাদক জনাব আযীমুদ্দীন, যেলা যুবসংঘের সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদ, সাবেক সভাপতি তাসলীম সরকার, মাদরাসাতুল হাদীছের শিক্ষক মাওলানা আব্দুল মালেক ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম।

কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরা হচ্ছেঃ মুহাম্মাদ মি'রাজুর রহমান (এইচ,এস,সি), মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (আলিম), মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান (আলিম), মুসাম্মাৎ আমিনা খাতুন (এইচ,এস,সি), ফযলে নাহার (এইচ,এস,সি), মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন (এইচ,এস,সি), মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম (এইচ,এস,সি), মুসাম্মাৎ নিলুফার (এইচ,এস,সি), এমদাদুল হক্ব (এইচ,এস,সি), রফীকুল ইসলাম (এইচ,এস,সি), আব্দুল মালেক (এইচ,এস,সি), হেপি (আলিম), মুহাম্মাদ যিয়া (এইচ,এস,সি), মুহাম্মাদ আবু রায়হান ছিদ্দীকী (কামিল), আবুল হাসনাত মুহাম্মাদ জোবাইর (কামিল)।

বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপঃ

রচনাঃ আয়েশা বিনতে রহমান (১ম স্থান), মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন হোসাইন (২য় স্থান), মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান (৩য় স্থান)।

সাধারণ জ্ঞানঃ মুহাম্মাদ আরিফ হোসাইন (১ম স্থান), মুহাম্মাদ কাওসার আহমাদ (২য় স্থান), মুহাম্মাদ আবু তাহের (৩য় স্থান), মুহাম্মাদ ফয়েজউল্লাহ ভূঁইয়া (৪র্থ স্থান), মুহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম (৫ম স্থান), মুহাম্মাদ ছিদ্দীকুর রহমান (৬ষ্ঠ স্থান)।

সাধারণ জ্ঞান, বিশেষ পুরস্কারঃ মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম, মুহাম্মাদ তুষার খান, মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-আমিন, বোশেরা সুলতানা।

হাদীছঃ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ (১ম স্থান), মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক (২য় স্থান), মুহাম্মাদ মাসঊদুর রহমান (৩য় স্থান)।

উপস্থিত বক্তৃতাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল কাবির (১ম স্থান), মুহাম্মাদ আমীন (২য় স্থান), মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-নো'মান (নওমুসলিম) (৩য় স্থান)।

বিশ্ববিদ্যালয়কে কুরআন চর্চার কেন্দ্রে পরিণত করুন

-আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ৩রা ডিসেম্বর সোমবারঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কর্তৃক **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** মসজিদে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে সমবেত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বিশেষ করে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রচলিত দলীয় রাজনীতির নোংরামী হ'তে দূরে গিয়ে লাইব্রেরী মুখী হয়ে নীরবে-নিভৃতে কুরআন-হাদীছ চর্চায় আত্মনিয়োগ করুন। নুযূলে কুরআনের এই মহিমান্বিত রামাযান মাসে পবিত্র কুরআনকে স্ব মর্যাদায় আসীন করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন পরিচালনা কমিটির সদস্য জনাব মোমতায আলী মোল্লা, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ শহীদুয যামান ফারূক, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলা সভাপতি অধ্যাপক ফারূক আহমাদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব নূরুল ইসলাম প্রমুখ। ৩য় তলায় ছাত্রী ও মহিলাদের বসার ও শোনার সুব্যবস্থা ছিল।

বিজ্ঞপ্তি

রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি কুয়েত পরিচালিত ইসলামী উচ্চ শিক্ষা ইনষ্টিটিউট নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ১৪২২/১৪২৩ হিজরী শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে।

শর্তমালাঃ

১। আলিম অথবা তার সমমানের সার্টিফিকেট (সরকারী বা বেসরকারী মাদরাসায় পাঁচ বছর বয়স হওয়া থেকে নিয়ে বার বৎসরের ক্লাসিক্যাল শিক্ষা)

২। সৎ চরিত্র ও বিশুদ্ধ আক্বীদা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট।

৩। দু'জন সুপরিচিত ব্যক্তিত্বের প্রশংসা পত্র।

৪। আরবী ভাষায় মৌলিক শিক্ষায় সম্যক অবগত।

৫। সরকারীভাবে নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট।

৬। স্থায়ী ও সংক্রামক রোগ থেকে মুক্ত সাব্যস্তকারী ডাক্তারী সার্টিফিকেট।

৭। মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং সার্বক্ষণিক শিক্ষা গ্রহণের ওয়াদা প্রদান।

মৌখিক পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল থেকে ইনষ্টিটিউট বিল্ডিং-য়ে চলবে। কোন তথ্যের জন্য= ৮৯১৬৩৯৫ ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করুন।

বিঃ দ্রঃ থাকা ও খাওয়ার সু ব্যবস্থা আছে।

ঠিকানাঃ বাড়ী ১৭, রোড ২, সেক্টর ৬, উত্তরা, ঢাকা
ফোনঃ ৮৯১৬৩৯৫

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/৭১)ঃ 'বিদ'আত করতে থাকলে সমপরিমাণ সুন্নাত লোপ পেতে থাকে' হাদীছটি ছহীহ না যঈফ? সঠিক দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-বুলবুল আহমাদ
বড় দরগা, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ হাদীছটি ছহীহ। তবে হাদীছটির মূল অনুবাদ এরূপঃ 'তারা (বিদ'আতীরা) যতদিন বিদ'আত করতে থাকবে, ততদিন সমপরিমাণ সুন্নাত তাদের কাছ থেকে লোপ পেতে থাকবে। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে আর ফিরিয়ে দেওয়া হবে না' *(দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৮৮ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (২/৭২)ঃ 'বিশ্বনবীর জীবন কথা' নামক একটি বইয়ে পড়েছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই সিজদায় পড়ে 'ইয়া উম্মাতী' 'ইয়া উম্মাতী' বলেছিলেন। এ কথার সত্যাসত্য জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ ফুরক্বান
নোনামাটিয়াল
দাওকান্দী, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুহাম্মাদ (ছাঃ) ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই সিজদায় পড়ে 'ইয়া উম্মাতী' 'ইয়া উম্মাতী' বলেছিলেন মর্মে কথাটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এ কথা দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে। যেকোন লেখা পাঠকের সামনে পেশ করতে হ'লে যাচাই-বাছাই করা উচিৎ। বিশেষ করে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কিত লেখা দলীলভিত্তিক হওয়া অত্যাবশ্যক। তবে ক্বিয়ামতের দিন সবাই যখন 'নাফসী' 'নাফসী' বলবে তখন রাসূল (ছাঃ) বলবেন 'হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত আমার উম্মত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭৩)।*

প্রশ্নঃ (৩/৭৩)ঃ আমাদের এলাকার জনৈক ব্যক্তি সাপের বিষ ঝেড়ে অর্থ গ্রহণ করেন। এরূপ অর্থ গ্রহণ জায়েয আছে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নিযামুদ্দীন
মহানন্দখালী, নওহাটা
পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত পড়ে বা শরী'আত সম্মত পদ্ধতিতে সাপের বিষ ঝাড়া এবং এর বিনিময়ে পারিতোষিক হিসাবে কিছু গ্রহণ করা জায়েয আছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা ছাহাবীদের একটি দল সফরে থাকাবস্থায় কোন এক গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হ'লে তারা চুক্তি সাপেক্ষে সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করে তাদের উভয়ের মধ্যেকার স্বীকৃত পারিতোষিক গ্রহণ করে দিলেন' *(বুখারী ১/৩০৪ পৃঃ; ফৎহুল বারী হা/২২৭৬ 'ইজারা' অধ্যায়, অনুচ্ছে নং ৬)।*

প্রশ্নঃ (৪/৭৪)ঃ আমার মাতা-পিতা কিছু সম্পত্তি রেখে মারা গেছেন। উক্ত সম্পত্তি হ'তে তাদের জন্য ছাদাক্বাহ করা যাবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-খালেকুযযামান
রূপসা, খুলনা।

উত্তরঃ মৃত মা-বাবার জন্য ছাদাক্বাহ করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। আমার ধারণা তিনি যদি কিছু বলার সুযোগ পেতেন তাহ'লে কিছু দান করে যেতেন। এমতাবস্থায় আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে দান করি, তাহ'লে তিনি উক্ত দানের ছওয়াব পাবেন কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫০, 'স্বামীর মাল হ'তে স্ত্রীর দান' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৫/৭৫)ঃ মসজিদে 'ছালাতুল জানাযা' আদায় করা যায় কি এবং উক্ত জামা'আতে মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারে কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-জার্জিস মণ্ডল
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মসজিদে 'ছালাতুল জানাযা' আদায় করা যায় এবং উক্ত জানাযায় মহিলারাও অংশগ্রহণ করতে পারে। তাবেঈ আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান হ'তে বর্ণিত আছে, যখন ছাহাবী সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) ইন্তেকাল করেন, তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তাঁকে মসজিদে নিয়ে এসো। যাতে আমিও তাঁর জানাযায় শরীক হ'তে পারি। কিন্তু তারা তাঁর এই বাসনাকে অপসন্দ করলে তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) বায়যার দুই ছেলে সোহাইল ও তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদেই পড়িয়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৬ 'জানাযার সাথে চলা ও ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৬/৭৬)ঃ পীর-আওলিয়াগণ মানুষের কোন মঙ্গল বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-ছালাহুদ্দীন
হামিদপুর, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ স্বয়ং নবী-রাসূলগণও মানুষের কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল করতে অক্ষম ছিলেন। সেখানে পীর-আওলিয়াগণের তো কোন প্রশ্নই আসে না। মহান আল্লাহ বলেন, '(হে নবী!) আপনি বলে দিন যে, আমি তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখি না' *(জিন ২১)*।

একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। তুমি আমার মাল-সম্পদ হ'তে যত খুশী চেয়ে নাও। কিন্তু মনে রেখ, (ক্বিয়ামতের দিন) আল্লাহ্‌র নিকটে আমি তোমাদের জন্য কোনই কাজে আসব না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৩ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*। তবে রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের জন্য ক্বিয়ামতের দিন শাফা'আত করবেন এমর্মে বহু ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

প্রশ্নঃ (৭/৭৭)ঃ মেয়েরা কি প্যান্ট-সার্ট পরতে পারে? ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-নাঈমুর রহমান
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ প্যান্ট-সার্ট মূলতঃ পুরুষদের পোষাক। সে হিসাবে মহিলারা পুরুষদের সাদৃশ্য পোষাক পরতে পারবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ ও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৯)*।

উপরোল্লেখিত দলীল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী কোন পোষাক মহিলারা পরিধান করতে পারবে না।

প্রশ্নঃ (৮/৭৮)ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে সর্বদা ছালাতে রত থাকে, ফেরেশতাগণ নাকি সে ব্যক্তির উপর রহমতের দো'আ করে। এটা কি হাদীছ? হাদীছ হ'লে ছহীহ না যঈফ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ একরামুল হক্ব
চরকুড়া, জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত অংশটুকু একটি ছহীহ হাদীছের অংশ বিশেষ। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন ব্যক্তির বাড়ীতে একাকী ছালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করায় ২৭ গুণ বেশী নেকী রয়েছে। যখন কোন ব্যক্তি ছালাতের জন্য ওযূ করে মসজিদের দিকে গমন করে তখন প্রতি পদে পদে তার জন্য একটি করে নেকী লেখা হয় এবং একটি করে গোনাহ মাফ করা হয়, যতক্ষণ না সে মসজিদে প্রবেশ করে। অতঃপর যতক্ষণ সে মসজিদে ছালাতে রত থাকে ততক্ষণ ফেরেশতামণ্ডলী তার জন্য রহমতের দো'আ করতে থাকেন এবং বলেন, 'হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া কর, তাকে ক্ষমা কর এবং তার তওবা কবুল কর' *(বুখারী ৪/২৮৫ পৃঃ মুসলিম হা/২৭২ ও ৬৪৯)*।

প্রশ্নঃ (৯/৭৯)ঃ ছহীহ, যঈফ ও জাল হাদীছ কাকে বলে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুঈনুল হক্ব
গ্রাম ও পোঃ সুন্দরপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছহীহ ঐ হাদীছকে বলা হয়, যে হাদীছের বর্ণনা সূত্রে ধারাবাহিকতা রয়েছে, বর্ণনাকারীগণ সর্বতোভাবে ন্যায়পরায়ণ ও স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং যে হাদীছের মধ্যে কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি নেই ও অপর কোন ছহীহ হাদীছের বিরোধীও নয়' *(মিন আতুইয়াবিল মিনাহ ফী ইলমিল মুছত্বালাহ, পৃঃ ১৭)*।

যঈফ হাদীছ ঐ হাদীছকে বলা হয়, যে হাদীছে ছহীহ ও হাসান হাদীছের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না *(ইমাম নববী, মুক্বাদ্দামাহ মুসলিম পৃঃ ১৭)*। জাল হাদীছ বলা হয় ঐ হাদীছকে যে হাদীছ তৈরি করা হয়েছে ও নবী করীম (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে *(তায়সীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ পৃঃ ৩৩)*।

প্রশ্নঃ (১০/৮০)ঃ আমার এক ফুফু পরিবার-পরিকল্পনায় চাকুরী করেন। তিনি নানাভাবে অকাল গর্ভপাত ঘটান। আমার প্রশ্ন হ'ল, এর পরিণাম কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ হায়দার আলী
হোসেনপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ গর্ভপাত ঘটানো অর্থই সন্তান-সন্ততি হত্যা করা। যা শরীয়তে হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে তোমরা হত্যা কর না' *(আন'আম ১৫১)*। গর্ভপাত ঘটানোর জন্য মূলতঃ তিন শ্রেণীর লোক দায়ী। **প্রথমতঃ** পরিবার, **দ্বিতীয়তঃ** ব্যবস্থাপক এবং **তৃতীয়তঃ** কর্মচারী। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা কর না। আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দান করি' *(আন'আম ১৫১)*।

এই অপরাধের সাথে যখন ব্যবস্থাপক ও কর্মচারী জড়িত থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করছে সুতরাং তারাও দায়ী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীতির ক্ষেত্রে একে অন্যের সহযোগিতা কর এবং পাপকার্যে ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য কর না। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তি প্রদানকারী' *(মায়েদাহ ২)*। হাদীছে বিনা কারণে মানুষ হত্যা করাকে কবীরা গোনাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০ 'কাবীরা গোনাহ ও মুনাফিকের আলামত' অনুচ্ছেদ)*। এরূপ অপরাধীদের শাস্তি ক্বিয়ামতের দিন দ্বিগুণ করা হবে এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ী থাকবে *(ফুরক্বান ৬৮-৭০)*।

প্রশ্নঃ (১১/৮১)ঃ শী'আদের উক্তি হ'ল, 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) শরী'আতের কোন কোন বিষয় গোপন করেছেন'। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম

গ্রামঃ গাযীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ শী'আরা হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করেছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب 'যদি কেউ তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু অংশ তিনি গোপন করেছেন, তাহ'লে সে মিথ্যারোপ করবে। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন, 'হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দিন। আর যদি আপনি এরূপ না করেন তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না' *(মায়েদাহ ৬৭; বুখারী, 'তাফসীর' অধ্যায় পৃঃ ৬৬৪)*।

প্রশ্নঃ (১২/৮২)ঃ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতকালে যে আয়াতগুলিতে সিজদা পাওয়া যায়, সেগুলিতে সিজদা করা কি ইচ্ছাধীন? না অপরিহার্য? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-তৈমুর আলী
ফার্মেসী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতকালে সিজদার আয়াতগুলিতে সিজদা করলে ছওয়াব হবে, না করলে পাপ হবে না। ওমর (রাঃ) বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী! আমরা সিজদার আয়াত পাঠ করি। যে ব্যক্তি সিজদা করে সে ঠিক করে (নেকী পায়)। আর যে সিজদা করে না তার কোন পাপ হবে না' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৩৪১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তেলাওয়াতের সিজদাহ ফরয নয়; বরং যার ইচ্ছা সে সিজদাহ করবে *(বুলূগুল মারাম ১০২ পৃঃ)*। তবে সিজদা করা যে উত্তম একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাসূল (ছাঃ) সিজদা করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০২৩ ও ১০২৪ 'কুরআন তেলাওয়াতের সিজদা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৮৩)ঃ গত ৫.৮.০১ইং তারিখে কয়েকজন খুনী-সন্ত্রাসী আমাকে পথিমধ্যে ঘেরাও করে প্রথমে ৫০,০০০/= এবং পরবর্তীতে ১৬,৭০০/= টাকা আমার কাছ থেকে জোর করে একটি সাদা কাগজে লিখে নেয়। আর ২০.৮.০১ইং তারিখের মধ্যে উক্ত টাকা দিতে না পারলে আমার জীবন নাশের হুমকি দেয়। অতঃপর আমি আমার একজন হিতাকাংখী বন্ধুর পরামর্শক্রমে সন্ত্রাসীদের কবল থেকে জীবন বাঁচানোর তাগিদে 'আহমাদিয়া মুসলিম জামাতে'র শরণাপন্ন হই এবং উক্ত সংগঠনের সদস্য প্রশাসনের দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নিকটে নিজেকে 'আহমাদিয়া মুসলিম জামাতে'র সদস্য হিসাবে পরিচয় দিয়ে মামলার আরজীতে স্বাক্ষর করি। ফলে খুনী-সন্ত্রাসীদের কবল থেকে ১৬,৭০০/= টাকা এবং আমার জীবন রক্ষা পায়। এক্ষণে প্রশ্ন হ'লঃ জীবন বাঁচানোর তাগিদে এভাবে আমার মিথ্যা বলা শরীয়ত সম্মত হয়েছে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মাওঃ মুহাম্মাদ রুহুল আমীন
সাং- চরকানাপাড়া
পোঃ চরআসাড়িয়াদহ
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'আহমাদিয়া মুসলিম জামাত' একটি কাদিয়ানী সংগঠনের নাম। আর যারা কাদিয়ানী মতবাদ গ্রহণ করে, তারা নিঃসন্দেহে অমুসলিম। কারণ একথা সর্বজন বিদিত যে, কাদিয়ানীরা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নবী বলে মানে। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষ নবী স্বীকার করে না। অথচ আল্লাহপাক বলেন, মুহাম্মাদ হচ্ছেন শেষ নবী *(আহযাব ৪০)*। নবী (ছাঃ) বলেন, আমি শেষ নবী *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৫)*। কাজেই গোলাম আহমাদ যে একজন মিথ্যা ও ভণ্ডনবী এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর ভণ্ডনবীর তাবেদাররা কখনও মুসলমান হ'তে পারে না। এ প্রেক্ষিতে প্রশ্নকারীকে বাহ্যিকভাবে বড় অপরাধী মনে হ'লেও প্রশ্নকারীর বর্ণনামতে আন্তরিকভাবে তিনি কাদিয়ানী মতবাদ গ্রহণ করেননি; বরং প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নিজেকে ক্ষণিকের জন্য কাদিয়ানী বলে প্রকাশ করেছেন মাত্র।

মিথ্যা বলা মহাপাপ *(হজ্জ ৩০; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০ 'মুনাফিক্বের আলামত ও কবীরা গোনাহসমূহ' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৩১, ৪৮২৪)*। তবে কখনো কখনো একান্ত প্রয়োজনের তাকীদে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া যায়। যেমনঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) একদা এক অত্যাচারী বাদশার হাত থেকে বাঁচার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে স্বীয় স্ত্রী সারাকে বোন বলে পরিচয় দিয়েছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭০৪)*। অতএব প্রশ্নকারীর ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহ'লে উপরোল্লিখিত দলীলসমূহের আলোকে তার মিথ্যা বলা শরীয়ত সম্মত হয়েছে। তথাপিও স্বাক্ষরের কারণে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাওয়া যরূরী।

প্রশ্নঃ (১৪/৮৪)ঃ কুরবানীর চাঁদ উঠলে নাকি কোন পশু যবেহ করা যায় না। তাহ'লে এ সময় জন্মের ৭ম দিনে আক্বীক্বা করতে হ'লে করণীয় কি?

-আব্দুস সালাম
পুটিহার, ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ কুরবানীর চাঁদ উঠলে কোন পশু যবেহ করা যায় না মর্মে কথাটি ঠিক নয়। কুরবানীর চাঁদ উঠার পরও হালাল পশু যবেহ করা যায়। এতে শরীয়তে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। সুতরাং জন্মের ৭ম দিন ঈদের দিন হ'লেও আক্বীক্বা দেওয়া যাবে। তবে কুরবানী দাতার জন্য নখ ও চুল কাটা নিষেধ রয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৫/৮৫)ঃ আমি ও এক অমুসলিম একই মালিকের কর্মচারী। মালিক আমাদের একত্রে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এমতাবস্থায় আমি কি তার সাথে খেতে ও থাকতে পারি?

-আবু জা'ফর
পোঃ বক্স নং ২০৩
হাইল, সঊদী আরব।

উত্তরঃ মুসলিম ও অমুসলিম একসাথে থাকতে ও খেতে পারে। তবে কোন অমুসলিমকে কোন সময় আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না *(মুজাদালাহ ২২)*। রাসূল (ছাঃ) তাঁর চাচা আবু তালেবের সাথে থাকতেন *(মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায়)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) তার মুশরিক মাতার সাথে থাকতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৯৫ 'মু'জেযাহ' অনুচ্ছেদ)*। রাসূল (ছাঃ) এক মুশরিক মহিলার পাত্র হ'তে পানি পান করেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৮৪)*।

প্রশ্ন (১৬/৮৬)ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয আছে কি? দলীলভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাফীয
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। হযরত আলী (রাঃ) থেকে এ মর্মে যে হাদীছটি পাওয়া যায়, তা যঈফ *(আলবানী, তাহক্বীক্ব, মিশকাত ১/৪৬০ পৃঃ; টীকা নং-১ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ; তোহফা, ৫/৬৬ পৃঃ)*। তথাপিও কেউ যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করে, তাহ'লে নিজে না খেয়ে যবেহকৃত পশুর সম্পূর্ণ গোশত ছাদাক্বাহ করে দিতে হবে বলে আব্দুল্লাহ বিন মুবারকপুরী মত পোষণ করেছেন *(তোহফা ৫/৬৬ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৭/৮৭)ঃ স্বামী বেশ কয়েকবছর যাবৎ বিদেশে অবস্থান করছে। এমতাবস্থায় যদি তার স্ত্রীর সন্তান হয়, তবে কি সে সন্তান তার স্বামীর সন্তান বলে গণ্য হবে? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুছ ছবূর
কয়েরদাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বামী বেশ কয়েকবছর যাবৎ বাড়ীতে না থাকাবস্থায় কোন স্ত্রীর সন্তান জন্ম নিলে সে সন্তান শরী'আতের দৃষ্টিতে তার স্বামীর সন্তান হিসাবে গন্য হবে না। কেননা সন্তান গর্ভধারণ থেকে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত সময়সীমা হচ্ছে ৩০ মাস' *(আহক্বাফ ১৫)*। অতএব স্বামী কয়েকবছর যাবৎ বাইরে থাকাবস্থায় স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান আসলে সেটি অবৈধ সন্তান হিসাবেই পরিগণিত হবে।

প্রশ্ন (১৮/৮৮)ঃ ছালাত অবস্থায় ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল নড়ানো যাবে কি? আমাদের ইমাম ছাহেব বলেছেন, নড়ানো যাবে না। আর নড়ালে ছালাত হবে না। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মজীদ
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল নড়ানো যাবে না এবং নড়ালে ছালাত নষ্ট হয়ে যাবে কথাটি ভ্রান্ত। এ মর্মে কোন হাদীছ নেই; বরং প্রয়োজনে নড়াচড়া করা যায়। জাবির (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর বামে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর ডান দিকে করে দেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৭)*। একদা রাসূল (ছাঃ) ছালাত দেখানোর জন্য মিম্বরের উপরে দাঁড়ান। অতঃপর ক্বিবলামুখী হয়ে তাকবীর দেন এবং সিজদার সময় মিম্বর থেকে মেনে পিছনে সরে সিজদা করেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১১১৩)*। উক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে ছালাতের মধ্যে নড়াচড়া করা যায়। তবে বিনা প্রয়োজনে নড়াচড়া করা আদৌ ঠিক নয়।

প্রশ্ন (১৯/৮৯)ঃ বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে বিবাহ পড়ানো শেষ হ'লে বর ও কনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দ্রুত দুরাক'আত ছালাত আদায় করে, এরূপ ছালাত জায়েয কি?

মুসাম্মাৎ মফেলা আকতার
নলছিয়া, জুমারবাড়ী
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ বিবাহ পড়ানো শেষ হ'লে বর ও কনেকে দুরাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে এর প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। বরং এটা একটা বিদ'আত কাজ যা পরিহার করা যরূরী *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*। তবে বর ও কনে বিবাহে খুব খুশী হ'লে শুকরিয়া আদায়ের সিজদা করতে পারে। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কোন আনন্দের সংবাদ আসলে অথবা তাঁকে কোন সুসংবাদ প্রদান করা হ'লে তিনি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়ের জন্য সিজদায় পড়ে যেতেন *(আবুদাঊদ হা/২৭৭৪)*। উল্লেখ্য যে, এই সিজদা হবে একটি।

প্রশ্ন (২০/৯০)ঃ প্রশ্নঃ মাসিক আত-তাহরীক মে ২০০০ সংখ্যার ২১ নং প্রশ্নোত্তরে জনৈক প্রশ্নকারীর প্রশ্নঃ 'জনৈক হুযুরের কাছে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি জুম'আর ছালাতের জন্য মসজিদে গেলে তার প্রতি কদমে এক বৎসরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের সমান নেকী হবে। এর সত্যতা জানতে চাই' -এর জওয়াবে উপরোক্ত বক্তব্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলা হয়েছে। কিন্তু সেপ্টেম্বর ২০০০ সংখ্যার ১৪ নং প্রশ্নোত্তরে একই প্রশ্নের জওয়াবে উপরোক্ত বক্তব্য সত্য বলা হয়েছে। এক্ষণে এই পরস্পর বিরোধী ফৎওয়ার সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল জাব্বার

গ্রামঃ ঝাপাঘাট
পোঃ সোনাবাড়িয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রথমে প্রশ্নকারী ভাইকে 'দারুল ইফতা'র পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই পরস্পর বিরোধী ফৎওয়াটি ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। এক্ষণে এর জবাব হচ্ছেঃ সেপ্টেম্বর ২০০০ সংখ্যার উত্তরটিই ছিল সঠিক। আওস ইবনে আওস বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে (সহবাস করার পর) নিজে গোসল করল এবং স্বীয় স্ত্রীকে গোসল করাল, অতঃপর সকাল সকাল পায়ে হেঁটে মসজিদে গেল, ইমামের পাশে গিয়ে খুৎবা শুনল এবং কোন বাজে কথা বলল না, তার প্রতি পদে এক বৎসরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের নেকী হবে' *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৮৮)*।

প্রশ্ন (২১/৯১)ঃ রাত-দিনে ১২ রাক'আত সুন্নাত ছালাতের কিরূপ ফযীলত রয়েছে? ছহীহ দলীলের আলোকে জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ মা'ছূম
কেড়াগাছী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রতিদিন ১২ রাক'আত সুন্নাত ছালাতের ফযীলত অপরিসীম। উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিন-রাতে (ফরয ছালাত ব্যতীত) ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য বেহেশতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। (সেগুলি হচ্ছে) যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত, মাগরিবের পরে দু'রাক'আত, এশার পরে দু'রাক'আত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ফরয ছালাত ব্যতীত ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহপাক জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করবেন *(মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৬৯, 'সুন্নাত ছালাত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২২/৯২)ঃ ঈদগাহে মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও গ্রামে মহিলারা পৃথক ঈদের জামা'আত করে। এটা কি শরীয়ত সম্মত? দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-আশরাফুল ইসলাম (রেযা)
পাঁচদোনা বাজার, নরসিংদী।

উত্তরঃ ঈদগাহে মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা থাকলে সেখানে গিয়ে তারা ছালাত আদায় করবে। মসজিদে কিংবা বাড়ীতে সমবেত হয়ে মহিলা ইমাম বানিয়ে মহিলাদের ঈদের ছালাত আদায় করা ছহীহ সুন্নাহ্র পরিপন্থী। কেননা ছহীহ হাদীছে মহিলাদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে এমনকি ঋতুবতী মহিলা, যাদের ছালাতে শরীক হওয়ার অনুমতি নেই, তাদেরকেও ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, যেসব মহিলার চাদর নেই, কাপড় নেই তাদেরকেও স্বচ্ছল মহিলাদের পক্ষ থেকে কাপড় পরিয়ে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার প্রতি নির্দেশ রয়েছে *(বুখারী, কিতাবুল ঈদায়েন, 'ঋতুবতীদের ছালাত থেকে বিরত থাকা' অনুচ্ছেদ হা/৯৮১; ঈদের দিন কোন মহিলার যখন চাদর না থাকবে' অনুচ্ছেদ হা/৯৮০)*। কিন্তু একান্তই ঈদগাহে যাওয়া সম্ভব না হ'লে কোন পুরুষ ব্যক্তি ইমাম হয়ে শুধু দু'রাক'আত ছালাত পড়িয়ে দিবে। রাসূল (ছাঃ) আনাস ইবনে আবী ওতবাকে তার পরিবারের ঈদের ছালাত পড়ানোর নির্দেশ দেন এবং তিনি তা পড়িয়ে দেন *(বুখারী, কিতাবুল ঈদায়েন')*।

প্রশ্ন (২৩/৯৩)ঃ শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করলে নাকি সারা বছর ছিয়াম পালন হয়ে যায়। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফাহীমা নাসরীন
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করলে সারা বছর ছিয়াম পালন করা হয়। অর্থাৎ সারা বছর ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায়। আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করতঃ শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি একটি ভাল আমল করল, সে তার বিনিময়ে দশটি নেকী পেল' *(আন'আম ১৬০)*। ছিয়াম পালন করা নিঃসন্দেহে ভাল আমল। সুতরাং রামাযানের ৩০টি ছিয়ামকে ১০ দিয়ে গুণ করলে (৩০×১০)=৩০০ দিন হয় এবং শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়ামকে ১০ দ্বারা গুণ করলে (৬×১০)=৬০ দিন হয়। যোগ করলে মোট ৩৬০ দিন হয়। আর আরবী গণনা মতে ৩৬০ দিনে বছর হয়। সুতরাং রামাযানের ৩০টি ছিয়াম পালন করে যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল। এখানে ইহা দ্বারা ছওয়াব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য মাত্র *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ২/৮১-৮২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৪/৯৪)ঃ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উপকারিতা কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-আনছার আলী
দেবকুণ্ড, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নানাবিধ উপকার রয়েছে। তন্মধ্যে এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও

ভালবাসার সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে আরেকটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সহধর্মিণীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে' (রূম ২১)।

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, বিবাহবন্ধন যেনা-ব্যভিচার উৎখাত করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা ইহা তার দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করতে অক্ষম, সে যেন ছিয়াম পালন করে। কেননা ছিয়ামই তার কুপ্রবৃত্তির প্রতি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০: বিস্তারিত জানতে পড়ুন! 'হে যুবক! অবসর সময়কে কাজে লাগাও' মাসিক 'আত-তাহরীক' আগষ্ট '৯৯ সংখ্যা)*।

প্রশ্ন (২৫/৯৫)ঃ জনৈক খত্বীব জুম'আর খুৎবায় সূরা নাস ও ফালাক্বের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, মক্কায় একজন মূর্তিপূজক একটি স্বর্ণের মূর্তিপূজা করতো। হঠাৎ একদিন মূর্তিটি নড়াচড়া করে বলল, তোমাদের মাঝে মুহাম্মাদ নামে একজন নবী এসেছেন। তিনি সত্য নবী নয়। পরে ঐ মূর্তিপূজক তার বন্ধুদের সহ আবু জাহলকে জানালে তারা জিজ্ঞেস করায় মূর্তিটি একই কথা বলে। ফলে আবু জাহল পরামর্শ দেয়, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ডেকে এনে শুনানোর জন্য। রাসূল (ছাঃ)-কে সংবাদ দিলে তিনি তাঁর কিছু ছাহাবাদেরকে নিয়ে মূর্তির নিকট যান। তখন মূর্তিপূজক মূর্তিকে লক্ষ্য করে বলল, মাগো! গত দু'দিন যা বলেছ আজকেও তাই বল। মূর্তি বলল, তোমাদের মাঝে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই সত্য নবী। কথা শুনে সবাই হতবাক হয়ে গেল এবং বলতে লাগল দুই দিন তুমি বললে সত্য নবী নয়, আর আজকে বললে সত্য নবী। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ফিরে আসার পথে একটি জিন সাক্ষাৎ করে বলল, দুষ্ট জিন মূর্তির মধ্যে ঢুকে গত দু'দিন বলেছে আপনি সত্য নবী নন। আপনার আগমনের কথা শুনে আমি ঐ শয়তানকে হত্যা করে আমি মূর্তির ভিতরে ঢুকে আপনি সত্য নবী বলে ঘোষণা করেছি। উক্ত ঘটার সত্যতা জানতে চাই।

-মুছল্লীবৃন্দ
বোয়ালিয়া মাঝের পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উল্লেখিত ঘটনা মিথ্যা। যার কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই। সূরা নাস ও ফালাক্ব-এর তাফসীরে এমন কোন ঘটনা ছহীহ হাদীছ সমূহে এবং নির্ভরযোগ্য কোন তাফসীর গ্রন্থেও বর্ণিত হয়নি। তবে উক্ত সূরাদ্বয়ের শানে নুযূল সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর জনৈক ইহুদী যাদু করেছিল বলে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(তাফসীরে ইবনু কাছীর, ৪র্থ খণ্ড, সূরা নাস-ফালাক্ব-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (২৬/৯৬)ঃ জনৈক মহিলা স্বামীকে ঘরে রেখে নিজে বাজার করে, স্বামীকে স্বামী হিসাবে গণ্য করে না, স্বামীর প্রয়োজন পূরণের জন্য ডাকলে ডাকে সাড়া দেয় না এবং নিজের ইচ্ছা মতই সব কাজ করে, স্বামীর ধার ধারে না, এমন মহিলার পরিণাম সম্পর্কে জানতে চাই।

-হযরত আলী
শিলিন্দা, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ নারীরা পুরুষের অনুগত হয়ে থাকবে এটাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্যও যে, তারা তাদের (স্বামীর) অর্থ ব্যয় করে। তাই সতী স্ত্রীগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর' *(নিসা ৩৪)*। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে যদি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম। তাহ'লে স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম' *(তিরমিযী হা/১১৫৯; সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৩২৫৫ ও ৬৬)*। অন্য হাদীছে এসেছে, স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীকে কোন প্রয়োজনে বা বিছানায় ডাকে আর সে যদি না আসে তাহ'লে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতামণ্ডলী ঐ স্ত্রীর উপর অভিসম্পাত করতে থাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, চুলার নিকটেও যদি স্ত্রী থাকে তবুও স্বামীর ডাকে সংগে সংগে সাড়া দিতে হবে' *(বুখারী ৯/২৫৮: মুসলিম হা/১৪৩৬: তিরমিযী হা/১১৬০)*।

প্রশ্ন (২৭/৯৭)ঃ বর্তমানে আফগানিস্তানে তালেবান ও উত্তরাঞ্চলীয় বিরোধী জোটের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধে উভয় দলের সৈন্যই মারা যাচ্ছে। আমরা কাদেরকে শহীদ মনে করব। জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নেছারুদ্দীন
হাটগাঙ্গোপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আফগানিস্তানে বর্তমানে যে যুদ্ধ চলছে, তা মূলতঃ ধর্ম যুদ্ধ। যা মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে। 'নর্দান এ্যালায়েন্স' নামধারী মুসলমানরা ইহুদী-খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও

Contents

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য়

খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কর না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' *(মায়েদাহ ৫১)*। সুতরাং 'উত্তরাঞ্চলীয় জোট' ইহুদী-খ্রীষ্টানদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। পক্ষান্তরে তালেবানদেরকে খাঁটি মুসলমান বলা যায়। কেননা তারা ইসলামী ঐতিহ্যকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে জিহাদ করে চলেছে। সুতরাং তারা মারা গেলে শহীদ হিসাবে পরিগণিত হবে ইনশাআল্লাহ *(বুখারী ১/৮১ পৃঃ; মুসলিম হা/২৮৮৮ ও ২৫৬৪)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৯৮)ঃ মা সন্তানকে কত বছর দুধ পান করাতে পারেন? দু'বছর পর দুধ পান করালে কি পাপ হবে? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজমা খাতুন
শিতলাই, রাজশাহী।

উত্তরঃ সন্তানকে দুধ পান করানোর সময় সাধারণতঃ দু'বছর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মায়েরা তাদের সন্তানকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে' *(বাক্বারাহ ২৩৩, লুক্বমান ১৪ ও আহক্বাফ ১৫)*। তবে দু'বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও দুধ পান করালে কোন দোষ নেই। মূলতঃ আয়াত সমূহে দু'বছর দুধ পান করানোর সময় সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্য হ'ল, দু'বছর পর যদি কোন বাচ্চা অন্য কোন মহিলার দুধ পান করে তাহ'লে ঐ বাচ্চা তার দুধ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে না।

প্রশ্নঃ (২৯/৯৯)ঃ তওবা কি? একাধিকবার তওবা ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হবে কি? ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় তওবা করলে তার পাপ ক্ষমা হবে কি-না জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহ
নরানী মাদরাসা, লক্ষিকোল, পাবনা।

উত্তরঃ তওবা হচ্ছে বিগত পাপের কারণে অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে আর কোন দিন ঐ পাপ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাওয়া। এরূপ একাধিকবার করার পরেও ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় যদি চূড়ান্তভাবে তওবা করে তাহ'লে তার পাপ ক্ষমা হবে ইনশাআল্লাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ একাধিকবার পাপ করে বারবার যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে তবুও তাকে ক্ষমা করা হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩ 'ইস্তিগফার ও তওবা' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, তওবা ভঙ্গের কোন কাফফারা নেই।

প্রশ্নঃ (৩০/১০০)ঃ ছালাতের উভয় বৈঠকে 'তাশাহহুদ' পড়ার সময় যে শাহাদাত আঙ্গুলি উঠিয়ে রাখতে এবং শেষ পর্যন্ত নড়াতে হবে তার প্রমাণসহ বিস্তারিত জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ ফারূক হুসাইন
নুরুল্লাগঞ্জ, আটরশি, ফরিদপুর।

উত্তরঃ ছালাতের উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার সময় শাহাদাত আঙ্গুল উঠিয়ে রাখা এবং সালাম ফিরানো পর্যন্ত নড়ানো ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুসলিম, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯০৬ ও ৯০৭)*। উল্লেখ্য যে,"لا إ" অথবা "لا إلّا" বলার সময় আঙ্গুল উঠানো বা উঠিয়ে সংগে সংগে নামিয়ে ফেলার যে রেওয়াজ বর্তমান সমাজে প্রচলিত রয়েছে তার কোন ছহীহ, যঈফ, মুনকার এমনকি কোন জাল হাদীছও নেই। প্রমাণ বিহীন এ আমল এক্ষুণি পরিত্যাজ্য *(বিস্তারিত দেখুনঃ তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/২৮৫ পৃঃ টীকা নং-২)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১০১)ঃ অনুদানের প্রত্যাশায় অপারেশনের মাধ্যমে নির্বীর্য হয়েছে, এমন ব্যক্তির ইমামতী বা মুওয়াযযিনী বৈধ হবে কি? যদিও তার কণ্ঠ সুমধুর হয়?

-আব্দুল করীম
নখোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ নিঃসন্তান হওয়ার উদ্দেশ্যে নির্বীর্য হওয়া শরীয়তে একটি গর্হিত অপরাধ। রাসূল (ছাঃ) নির্বীর্য হওয়ার অনুমতি দেননি *(নাসাঈ হা/৩২১৫)*। কাজেই এমন কাজ কেউ করলে তার জন্য তওবা করা যরূরী। তবে এমন ব্যক্তির ইমামতী বা মুওয়াযযিনী চলবে না, এ ধারণা আদৌ ঠিক নয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বড় অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তার পিছনে ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী, ইরওয়া হা/৫২৫)*। বিদ'আত ও ফিতনা সৃষ্টিকারীদের পিছনেও ছাহাবাগণ ছালাত আদায় করেছেন' *(বুখারী, ইরওয়া হা/৫২৮)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১০২)ঃ জুম'আর দিন খুৎবা দেওয়ার সময় খত্বীবের ওযূ নষ্ট হ'লে করণীয় কি জানতে চাই।

-সাইফুল ইসলাম
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ জুম'আর দিন খুৎবা দেওয়ার সময় খত্বীবের ওযূ নষ্ট হ'লে খুৎবা শেষ করে ওযূ করে ছালাত আরম্ভ করবেন। কারণ খুৎবা ছালাত নয়। রাসূল (ছাঃ) খুৎবা অবস্থায় মুছল্লীদের সাথে কথোপকথন করতেন *(ইবনু মাজাহ হা/৯২০১; বুখারী, 'ইসতিস্কা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১০৩)ঃ চুন শামুকের তৈরি আর শামুক হারামের অন্তর্ভুক্ত। তাহ'লে চুন খাওয়া কি জায়েয?

-মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ
দৌলতখালী, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ চুন হারাম বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ চুন মাদকদ্রব্য নয়। তাতে মস্তিষ্কেরও কোন বিকৃতি ঘটে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মস্তিষ্ক পরিবর্তনকারী প্রত্যেক বস্তুই মদকদ্রব্য।

আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম' (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'যে বস্তুর বেশীর ভাগ মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায় তার অল্প পরিমাণও হারাম' (আবুদাউদ, ছহীহ তিরমিযী হা/১৭৪৩; মিশকাত হা/৩৬৪৫ সনদ 'হাসান')। উল্লেখ্য যে, শামুক যে হারাম তার স্পষ্ট কোন দলীল নেই; বরং পানির জীবের অন্তর্ভুক্ত (তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৭৯)।

প্রশ্নঃ (৩৪/১০৪)ঃ বাম হাতে তাসবীহ পড়লে সুন্নাতের খেলাফ হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ দেলোয়ার হুসাইন
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বাম হাতে তাসবীহ গণনা করলে অবশ্যই সুন্নাতের খেলাফ হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি' (আবুদাঊদ হা/১৫০২)।

উল্লেখ্য যে, 'তাসবীহ দানার' মাধ্যমে তাসবীহ গণনা করার যে রেওয়াজ বর্তমান সমাজের সর্বত্র ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে, তা বিদ'আত। সুতরাং এ আমল বর্জনীয়। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কেউ যদি কোন আমল করে আর সে আমলের নির্দেশ আমার পক্ষ থেকে না থাকে তাহ'লে পরিত্যাজ্য' (বুখারী, মুসলিম, ফৎহুল বারী, ১৩/৩২৯ পৃঃ 'ই'তিছাম' অধ্যায়)।

প্রশ্নঃ (৩৫/১০৫)ঃ কাফনের কাপড় বিনা ধৌতে মাইয়েতকে পরানো যাবে কি? অনেক সময় কাপড় তৈরিতে নাপাকীরও সম্ভাবনা থেকে যায়। দলীলভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডাঃ মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ
গ্রাম ও ডাকঃ দৌলতখালী
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কাফনের অথবা যে কোন প্রয়োজনে নতুন কাপড় ব্যবহার করলে ধৌত করার প্রয়োজন নেই। কারণ নতুন কাপড়কে পবিত্র বলেই গণ্য করা হয়েছে। ধৌত করে ব্যবহার করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাথে সাথে কোন অপবিত্র বস্তু কাপড়ে লেগে শুকিয়ে গেলে তাকে ঝেড়ে ফেললেই তা পবিত্র হয়ে যায়। কাপড়ে শুক্র লেগে শুকিয়ে গেলে আয়েশা (রাঃ) হাত দিয়ে তুলে ফেলতেন। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) সেই কাপড় পরে ছালাত আদায় করতেন (মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/২৫)। অতএব নতুন কাপড়ের কোন স্থানে শুকনা অপবিত্র দেখলে তা ঝেড়ে ফেলে ব্যবহার করা বৈধ।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্থ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ ঃ

- যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
- মাদকাসক্তি নিরাময়
- সাইকোথেরাপি
- বিহেভিয়ার থেরাপি
- শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া;
রাজশাহী - ৬০০০।
ফোন ঃ ৭৭৫৮০৫।